রহস্য-লহরী

উপন্যাস মালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ

মঙ্গামাকের দপ্তরের

সপ্তম গ্রন্থ

ইংলণ্ডে রুষ-দস্যু

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

সন ১৩৩৭ সাল।

(প্রথম সংস্করণ)

মূল্য এক টাকা আট আনা

৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট হইতে
দীপক প্রিণ্টিং মেসিন প্রেসে
শ্রীঅজিতকুমার সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

রহস্য-লহরী পাবলিসিং হাউস
৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট (দোতালা) হইতে
শ্রীঅখিলচন্দ্র সাহা দ্বারা প্রকাশিত

নিবেদন

নানা প্রকার পারিবারিক বিভ্রাটে. বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল প্রেসের 'মেসিন' অচল থাকায় 'রহস্য-লহরী'র ত্রৈমাসিক সংস্করণের সপ্তম উপন্যাস '**ইংলণ্ডে রুষ-দস্যু**' প্রকাশে অমার্জ্জনীয় বিলম্ব ঘটিয়াছে। প্রাচীন বয়সে নানা শোক-তাপে জর্জ্জরিত সম্পাদকের কর্ম্মশক্তিও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই বিলম্বনিবন্ধন সাহিত্য-রসজ্ঞ সদাশয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি, এই নূতন উপন্যাস-খানি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। যে সাম্রাজ্য যতই শক্তিসম্পন্ন, ও দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, এক দিন তাহার প্রচলিত শাসনপ্রণালী বিধ্বস্ত হইবে, এবং নূতন শাসনতন্ত্র তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে; ইহাই সনাতন নিয়ম। এই নিয়মে সেকালের মহাপ্রতিষ্ঠাপন্ন সাম্রাজ্য রোম, কার্থেজ, বাবিলন, মিসর বিধ্বস্ত হইয়াছিল; ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে পাঠান, মোগল দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া কাল-সাগরে বিলীন হইয়াছে। আবার সে দিন সাম্রাজ্য-মদগর্ব্বিত কৈসর-শাসিত জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বনিয়াদের উপর নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নব-জাগ্রত ইটালী পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা স্মরণ করিয়া নূতন ভাবে গণতন্ত্রের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে। অর্দ্ধ ধরণীর অধিশ্বর রুসিয়ার মহাপরাক্রান্ত জার, যিনি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন নরপতি—প্রতি বৎসর যিনি লক্ষ লক্ষ নিহিলিষ্ট বিপ্লবীগণকে সাইবেরিয়ার মরুকান্তারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, পারদের খনির বিষাক্ত বাষ্পে অভিভূত করিয়াছেন; পথহীন, দুর্গম, দুস্তর সাইবেরিয়ার বরফস্তূপে তাহাদের শুভ্র অস্থিরাশি

প্রোথিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিধর জারও তাঁহার সিংহাসন সুরক্ষিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মহাকাল রুসিয়ায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা রুসিয়ার শাসনধারার আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে; কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মহা অরাজকতা নায়কহীন রুসিয়ায়, অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলব্যাপী সেই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে যে নরকানল প্রজ্জ্বালিত করিয়া-ছিল, তাহারই দুই একটি স্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভীষণ অন্তর্বিপ্লব, দস্যু তস্করের অত্যাচার, নরহত্যা, লুণ্ঠন। সেই সময়ের দুই একটি ঘটনাবলম্বনে এই কাহিনী রচিত। যে রুসিয় দস্যুদল ইংলণ্ডে তাহাদের বিষদন্ত ক্ষয় করিতে আসিয়াছিল, তাহা-দের কাহারও কাহারও লক্ষ্য ছিল—কোন সম্ভ্রান্ত রুষিয় কাউণ্টের পুত্র কন্যা। কাউণ্টের দুহিতার প্রতি তাহাদের পৈশাচিক উৎপীড়ন-কাহিনী এদেশের নারী-নির্য্যাতক নর-পিশাচগণ কর্ত্তৃক নারী-ধর্ষণের শোচনীয় বিবরণই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অত্যাচার দমনের জন্য একজন পরদুঃখকাতর, নির্ভীক, বাহুবলদৃপ্ত ভদ্রলোক কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ প্রীতিলাভ করিবেন, এবং ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাঠক-গণ ইহাতে একটু ভিন্ন রসের আস্বাদন লাভ করিবেন, এই আশায় মণ্ডামাকের দপ্তরের এই সপ্তম উপন্যাস প্রকাশিত হইল। আমাদের বিশ্বাস, ইহা এই দপ্তরের পূর্ব্বপ্রকাশিত উপন্যাসগুলি অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

—:—

ইংলণ্ডে রুষ-দস্যু

প্রথম প্রবাহ

উড়ো ফ্যাসাদ

ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছিল। জেম্‌স সীল অত্যন্ত সতর্কভাবে কর্দ্দমাক্ত নির্জ্জন্ বনপথে চলিতেছিল। সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রে নিবিড় অন্ধকারে চলিতে চলিতে সহসা তাহার পদস্খলন হইল, বাঁ পা-খানি গর্ত্তে পড়িল! শীল পাড়তে পাড়তে সামলাইয়া লইল বটে, কিন্তু পা মোচড়াইয়া যাওয়ায় সেই পায়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিল; তাহার কণ্ঠ হইতে বেদনাসূচক আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল।

এইরূপ কষ্ট ভোগ করায় তাহার মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছিল। মেজাজ বিগড়াইবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহার পরিচ্ছদ বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়া সপ্‌-সপ্‌ করিতেছিল। পায়ের কাদা মাথায় উঠিয়াছিল। কণ্টকলতাবেষ্টিত পথে চলিতে চলিতে কণ্টকাঘাতে হাত দুইখানি ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় রক্ত ঝরিতেছিল। পথশ্রমে সে এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, হাঁটিতে কষ্ট বোধ করিতেছিল। গভীর অন্ধকারে সে পথ দেখিতে না পাইয়া ব্ল্যাকবেরির ঝোপের ভিতর আসিয়া পড়িল। সেই স্থানে খদের ভিতর একহাঁটু জল জমিয়াছিল; তাহার নীচে গভীর কর্দ্দম।—সেই কর্দ্দমরাশিতে তাহার পা বসিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহাকে অতিকষ্টে সেই জল ও কাদা পাঁক অতিক্রম করিতে হইল।

একে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, তাহার উপর পথের দুই ধারে নিবিড় পত্র বৃক্ষশ্রেণী থাকায় অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছিল; সকীর্ণ পথের দুই দিকে যে সকল কণ্টকাবৃত ঝোপ ছিল তাহাতে বাধিয়া তাহার কোট ও ট্রাউজার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইল। ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইল। সীল চলিতে চলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিল না; তবে তাহার অনুমান হইল সে আর পাচ ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে আরামপ্রদ পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহার লগেজগুলি পূর্ব্বেই সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তাহার আহার প্রস্তুত রাখিবারও আদেশ ছিল।

তাহার গন্তব্য স্থান ষ্টরফীল্ড। সে সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য শরতের শান্ত সুন্দর সন্ধ্যায় হিণ্ডমার্স হইতে পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই উভয় গ্রামের রত্ব প্রায় কুড়ি মাইল। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সে প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছিল। সেই স্থানে একটি পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া সে সান্ধ্য-ভোজন শেষ করিয়াছিল। তাহার পর সে সেই হোটেলের মালিককে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে হোটেলওয়ালা তাহাকে বলিয়াছিল ষ্টরফীল্ডে সোজা পথে যাইতে হইলে কয়েকটি মাঠ পার হইবার পর ট্রাউহর্ষ্টের অরণ্যের ভিতর দিয়া যে পথ পাওয়া যাইবে, সেই পথে চলিলে সে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সেখানে পৌছিতে পারিবে।

সীল হোটেলওয়ালার উপদেশে সেই পথে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে রাত্রি দশটার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তাহার মনে হইল তাহার দিক্‌ভ্রম হইয়াছে; সেই

বনের ভিতর সে হারাইয়া গিয়াছে! তথাপি সে লক্ষ্যহীন ভাবে অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহার হাত-ঘড়ির কাঁটা অন্ধকারে দেখা যাইত; সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল রাত্রি তখন স-এগারটা। সে তখনও সেই দুর্গম অরণ্য অতিক্রম করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার আশা হইল সম্মুখে আরও কিছু দূর চলিলে সে অরণ্য-প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিবে।

অরণ্যের ভিতর চলিতে চলিতে নানা অসুবিধা সহ্য করিতে হওয়ায় তাহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়াছিল; কিন্তু শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিল! আরও দশ মিনিট পরে তাহার সকল পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা সফল হইল। সে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল অরণ্যের গাঢ় অন্ধকার যেন তরল হইয়া আসিয়াছে। সে তখন অরণ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে সে সম্মুখে একটি বেড়া দেখিতে পাইল; সে অনেক কষ্টে সেই বেড়া পার হইয়া মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিল। সেই প্রান্তরের এক ধারে একখানি বাড়ী দেখিয়া সে থামিল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, তাহা কাহারও খামারের বাড়ী। তাহার কোটের পকেটে একটি ওয়াটার-প্রুফ আধারে পাঁচটি বড় বড় চুরুট ছিল। সে একটি চুরুট বাহির করিয়া ধূমপানের উদ্দেশ্যে তাহা মুখে গুঁজিল, তাহার পর সেই খামার-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার আশা হইল দশ মিনিটের মধ্যেই সে সেখানে আশ্রয় পাইবে।

সীল সেই খামার-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সে গৃহে প্রবেশ করিয়া একটা স্তূপ দেখিতে পাইল, তাহা গাজরের স্তূপ। ক্ষেত্রোৎপাদিত রাশি রাশি গাজর

সেখানে স্তূপাকারে সঞ্চিত ছিল। সে সেই গাজরের স্তূপের সম্মুখে বসিয়া মুখের চুরুটটি ধরাইয়া লইল, এবং ক্লান্ত পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

সে পাঁচ মিনিট নিশ্চিন্ত চিত্তে ধূমপান করিল; তাহার পর সহসা সে সোজা হইয়া বসিয়া উত্থত কর্ণে কি একটা শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিল। তাহার মনে হইল দ্বারের বাহিরে সে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল; যেন কোন লোক দ্রুতবেগে সেই খামারের বাড়ীর দিকে আসিতেছিল। পদশব্দ প্রান্তরের দিক হইতে তাহার কর্ণ-গোচর হইল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এবং টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই দুর্য্যোগে রাত্রি এগারটার পর কে কি প্রয়োজনে নির্জ্জন মাঠ দিয়া দ্রুতবেগে সেই বাড়ীর দিকে আসিতেছিল সীল তাহা বুঝিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি চুরুটটা মুখ হইতে টানিয়া লইয়া তাহার আগুন নিবাইয়া ফেলিল; তাহার পর পূর্ব্ববৎ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল। পদশব্দ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইল। তাহার অনুমান হইল কোন লোক ঘরের অভিমুখে দৌড়াইয়া আসিতেছিল। ক্ষণকাল পরে সে আগন্তুকের দ্রুত নিশ্বাস-পতনের শব্দও শুনিতে পাইল; যেন লোকটা পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতেছিল। সীল রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে ভাবিল আগন্তুক কি সেই ঘরেই প্রবেশ করিবে?—কে সে? তাহার উদ্দেশ্য কি?"

মুহূর্ত্ত পরে সেই ঘরের দ্বার ঠেলিয়া যে গৃহমধ্যে প্রবেশোত্থত হইল সে পুরুষ নহে,—একটি যুবতী; যুবতী সান্ধ্য পরিচ্ছদধারিণী। সেই কক্ষে আলো ছিল। সেই আলোকে সীলকে কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়া, যুবতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইল;

সে কাতরভাবে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। সীল অদূরে মাঠের ভিতর পুনর্ব্বার পদশব্দ শুনিতে পাইল। তাহার ধারণা হইল একাধিক লোক সেই যুবতীর অনুসরণে সেইদিকেই আসিতেছিল।

যুবতী ভীতভাবে সবেগে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই সীলের দেহের উপর পড়িবার উপক্রম করিল! সীল হঠাৎ বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি যুবতীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিল; কিন্তু যুবতী তাহার হাত ছাড়াইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে লুকাইবার চেষ্টা করায় সীল তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা আছে না কি?"

যুবতী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সীলের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলে সীল পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এরূপ অধীর হইয়াছ? কি হইয়াছে বলিবে না?"

যুবতী স্খলিত স্বরে বলিল, "বাহিরে পদশব্দ শুনিতে পাইতেছেন? লোকগুলা আমাকেই ধরিতে আসিতেছে। উহাদের চেষ্টা বিফল করুন, আমাকে কোথাও লুকাইয়া রাখুন; নতুবা উহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

সীল যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল সে সুন্দরী; তাহার কণ্ঠস্বর মধুর। সে ভয়ে কাঁপিতেছিল দেখিয়া সীলের হৃদয় সেই বিপন্না যুবতীর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। সে সেই কক্ষস্থিত গাজরের স্তূপের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া যুবতীকে বলিল, "তুমি উহার আড়ালে লুকাইয়া থাক; ওখানে তোমার বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।"

সীলের কথা শেষ হইবার মুহূর্ত্ত পরেই বাহিরের পদশব্দগুলি

আরও নিকটে আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল; তখন সে দ্বারের দিকে চাহিতেই তিনজন লোককে ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে আসিতে দেখিল।

তাহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া সীল এক লম্ফে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাদের পথরোধ করিল; তাহা দেখিয়া আগন্তুক-ত্রয়ের যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ছিল—সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গীদ্বয়কে অস্ফুটস্বরে বিদেশী ভাষায় কি কথা বলিল, সীল তাহা বুঝিতে পারিল না।

সীল দ্বার না ছাড়িয়া সেই লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমরা কি চাও এখানে? তোমরা কি জান না এখানে তোমরা অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছ?"

সেই কক্ষের মৃদু আলোকে সীল দেখিতে পাইল তাহার পুরোবর্ত্তী লোকটি প্রকাণ্ড জোয়ান; তাহার মুখ নিবিড় দীর্ঘ দাড়িতে আচ্ছাদিত, এবং সান্ধ্য পরিচ্ছদে তাহার দেহ আবৃত।

তাহার সহচরদ্বয় তাহার মত জোয়ান নহে; তাহাদের মুখে দাড়ি ছিল না, এবং তাহাদের পরিচ্ছদ নিতান্ত সাধারণ।

দাড়িওয়ালা জোয়ানটা সীলের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "আমি আমার ভাগিনেয়ীর সন্ধানে আসিয়াছি; সে আমাদের আগে আগে দৌড়াইয়া আসিয়াছে। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি?—একটি তরুণীকে?"

বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষাতেই সে কথাগুলি বলিল; কিন্তু তাহার উচ্চারণে বিদেশী টান ছিল। সে মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "আমার এই ভাগিনেয়ী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থা নহে, বুঝিয়াছেন? তাহার মাথার একটু গোল আছে, এইজন্যই তাহার তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।"

সীল সে গাজরের স্তূপের পশ্চাতে অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইল ; সে আগন্তুকের প্রশ্নের কি উত্তর দিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কোন বিকৃতমস্তিষ্ক নারীকে গোপনে আশ্রয় দান. করা সঙ্গত বলিয়া তাহার মনে হইল না।

তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আগন্তুক পুনর্ব্বার বলিল, "তাহাকে তুমি এদিকে আসিতে দেখিয়াছ ?"—সঙ্গে সঙ্গে সে একখানি ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিয়া সীলের সম্মুখে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

সীলকে সে উৎকোচ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সীল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল ; বিশেষতঃ, লোকটার প্রশ্নও অত্যন্ত অশিষ্ট বলিয়াই তাহার মনে হইল। সে বলিল, "আমি কোন তরুণীকে এদিকে আসিতে দেখি নাই ; তোমরা বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমাকে জেরা করিয়া কোন লাভ নাই।"

সেই দাড়িওয়ালা জোয়ানটার পশ্চাতে তাহার যে সঙ্গী দাঁড়াইয়া ছিল, সে জোয়ানটাকে নিম্নস্বরে কি বলিল ; তাহা শুনিয়া দেড়ে জোয়ান সীলকে বলিল, "আমার সঙ্গী বলিতেছে মেয়েটাকে সে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল।—আমরা এই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া দেখিব।"—সে ব্যাঙ্ক-নোটখানি পকেটে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল।

সীল বলিল, "এই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া দেখিবে ? বেশ, সেই চেষ্টাই কর।"

জোয়ানটা তৎক্ষণাৎ সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া, সীলকে সতর্ক হইবার অবসর না দিয়াই, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু তাহার সেই চেষ্টা বিফল হইল। দক্ষিণ সমুদ্রস্থিত দ্বীপপুঞ্জ হইতে সানফ্রান্‌-সিস্‌কো পর্য্যন্ত যে সকল জাহাজ যাতায়াত করিত, সেই সকল জাহা-

জের একখানিতে সীল তিন বৎসর কাল প্রথম মেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সেই সময় বিদ্রোহী নাবিকদের আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইত; এই জন্য কাহারও আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষার অভ্যাস সে তখনও বিস্মৃত হয় নাই। সেই জোয়ানটা সীলের দেহের উপর লাফাইয়া পড়িবামাত্র সীল তাহার ঘাড়ে এরূপ প্রচণ্ড বেগে এক ঘুসি মারিল যে, জোয়ান তাহার পদপ্রান্তে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল; তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না।

সীল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "তোমাদিগকে বলিতেছি এখনও বাড়ী ফিরিয়া যাও। এইস্থান হইতে তোমাদের সরিয়া-পড়াই ভাল।"

সীলের কথা শুনিয়া দেড়ে জোয়ানটা ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বিদেশী ভাষায় তাহার সঙ্গীদ্বয়কে সংক্ষেপে কি আদেশ করিল। মুহূর্ত্ত পরে তাহারা তিনজনেই একযোগে সীলকে আক্রমণ করিল।

সীল এক বৎসরের মধ্যে কাহারও সহিত মুষ্টিযুদ্ধের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই; সহসা তিনজনের সহিত মল্লযুদ্ধের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল। তাহাদিগকে গুঁতাইবার জন্য তাহার হাত নিস্-পিস্ করিতেছিল। তিনজন আততায়ী একযোগে তাহার দেহের উপর লাফাইয়া পড়িবামাত্র সে চক্ষুর নিমেষে সেই দেড়ে জোয়ানটার চুয়ালে প্রচণ্ড বেগে ডান হাতের এক ঘুসি মারিল। সেই আকস্মিক ঘুসি বজ্রাঘাতের ন্যায় তাহার চুয়ালের উপর পড়ায় তাহার দুই তিনটি দাঁত নড়িয়া বাঁকিয়া গেল। জোয়ানটা সেই ঘুসি খাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল, এবং একপাশে ঢলিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই সীলের বাঁ হাতের ঘুসি সবেগে কপালে পড়ায়

দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারের দুই হাত দূরে চিত হইয়া পড়িয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে বামে এক ভীষণ লাথি! সেই পদাঘাতে তৃতীয় ব্যক্তি সীলের বাঁ পাশে ছিটকাইয়া পড়িল, আর উঠিতে পারিল না।

সীল তাহাদের তিনজনকেই ভূতলশায়ী করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "এখনও বলিতেছি আস্তে আস্তে উঠিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমার উপদেশ পালন করিলে তোমাদের আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। যাও, উঠিয়া বাড়ী যাও।"

কয়েক মুহূর্ত্ত তাহাদের মুখে কথা সরিল না। তাহার পর সেই দেড়ে জোয়ানটা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সীলের মুখের দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সেই অল্প সময়ের মধ্যে কি কাণ্ড ঘটিল, তাহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে সকল কথা স্মরণ হওয়ায়, সে সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া পকেট হইতে টোটাভরা একটা অটোমেটিক পিস্তল বাহির করিয়াই সীলের ললাটের দিকে তাহা বাগাইয়া ধরিল; কিন্তু সীল তাহাকে পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার অবসর না দিয়া, তাহার উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া এক টানে পিস্তলটা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল! এইভাবে পিস্তল হারাইয়া লোকটা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্তে কি কাণ্ড ঘটিল—তাহা যেন তাহার বুঝিবার শক্তি রহিল না।

সীল পিস্তলটি আয়ত্ত করিয়াই অন্য দুইজন আততায়ীর দিকে তাহা এভাবে উদ্যত করিল যে, তাহারা আর তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না; তাহারা বুঝিতে পারিল কেহ এক পা অগ্রসর হইলে বা তাহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে পিস্তলের গুলীতে আহত হইবে।

সীল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ববৎ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "এখনও বলিতেছি—বাড়ী যাও। ঐ পথে বাহির হইয়া যাও।"

সেই সময় মেঘরাশি অপসারিত হওয়ায় উজ্জ্বল চন্দ্র-কিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল। সীল তখনও দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল; সেই চন্দ্রালোকে সমুদ্ভাসিত সীলের সুদীর্ঘ নিশ্চল মূর্ত্তি সুদক্ষ ভাস্কর-খোদিত শুভ্র মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহার মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট, এবং প্রতি অঙ্গে দুর্দ্দমনীয় তেজ যেন হিল্লোলিত হইতেছিল। তাহার সুনীল চক্ষু অগ্নি-গোলকের ন্যায় জ্বলিতেছিল। সে দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তল ধরিয়া এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তাহার আততায়ীদের মুখের দিকে চাহিয়া সংযত স্বরে বলিল, "তোমরা যাইতে পারিবে? না, আমি তোমাদের ধরিয়া রাখিয়া আসিব?"

আততায়ী তিনজনই বুঝিতে পারিল, এই অপরিচিত নির্ভীক পালোয়ানটার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে অতঃপর লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না; সুতরাং অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করাই তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করিল। তাহারা নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। তাহারা সেই খামারের আঙ্গিনা পার হইয়া যতক্ষণ দেউড়ি অতিক্রম না করিল, ততক্ষণ সীল নির্নিমেষ নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সে সেই গাজর-স্তূপের আড়ালে সরিয়া গিয়া যুবতীকে বলিল, "তুমি ওখানে লুকাইয়া আছ কি? আর কোন ভয় নাই; তাহারা চলিয়া গিয়াছে।"

সীল যুবতীর সাড়া পাইল না। সীলের আশঙ্কা হইল যুবতী হয় ত ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চারি দিকে চাহিল; কিন্তু যুবতীকে সেই কক্ষে দেখিতে পাইল না। তাহার পকেটে একটি ম্যাচ-বাক্স ছিল, সীল দেশলাইয়ের কাঠির পর কাঠি জ্বালিয়া তাহাকে

ঝিতে লাগিল। অবশেষে সে সেই কক্ষের পশ্চাতের দেওয়ালে একটি ফুকর দেখিয়া বুঝিতে পারিল—যুবতী ধরা পড়িবার ভয়ে সেই ফুকর দিয়া পলায়ন করিয়াছে। যুবতী নিঃশব্দে গোপনে অন্তর্দ্ধান করায় সে তাহার পলায়নের কথা জানিতে পারে নাই।

সীল ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িল। পথ হারাইয়া অরণ্য-প্রান্তবর্ত্তী একটা নির্জ্জন খামারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে এভাবে বিপন্ন হইবে—ইহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল; কিন্তু আততায়ীত্রয়কে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের একজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অটোমেটিক পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া পুনর্ব্বার সে পথে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিল। নিরাপদ আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। যে যুবতীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে তিনজন আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—তাহার কথা সীলের আর মনে রহিল না। বিদেশী আততায়ীত্রয়ের পরিচয় জানিবার জন্যও তাহার আগ্রহ হইল না।

সীল কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় একখানি মোটর-কারের দুইটি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। সেই মোটর-কার বিপরীত দিক হইতে তাহার সম্মুখে আসিতেছিল। সেই মোটর-কারের আলোকে পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি 'সাইন-পোষ্টে' তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল সেই 'সাইন-পোষ্টে' লেখা ছিল, 'ষ্টরফীল্ড—৪ মাইল।'—মোটর-কার একটি গলির ভিতর হইতে পথে আসিয়া ষ্টরফীল্ডের দিকে চলিয়াছে দেখিয়া, গাড়ীখানি কিছু দূরে থাকিতেই সে পথের মধ্যস্থলে আসিয়া গাড়ীর গতিরোধের জন্য উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিল।

সেখানি বৃহৎ মোটর-কার। কাচের দ্বার জানালা বন্ধ ছিল।

শকট-চালক সীলের ইঙ্গিতে কয়েক গজ দূরে থাকিতেই শকটের গতিরোধ করিল। তখন সীল গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া শকট-চালককে বলিল, "তুমি দয়া করিয়া তোমার গাড়ীতে আমাকে একটু স্থান দিবে কি? আমি ষ্টরফীল্ডে যাইব; কিন্তু অন্ধকারে একটা গর্ত্তে পড়িয়া পা মচকাইয়া যাওয়ায় পায়ের বেদনায় হাঁটিতে কষ্ট হইতেছে। আমাকে তোমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব। আশা করি তোমার গাড়ীতে আমার মত বিপন্ন পথিকের স্থানাভাব হইবে না।"

সোফেয়ার তাহার কথা শুনিয়া শকটের আরোহীদের সহিত ফিস্-ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ করিল। দুই এক মিনিট পরে গাড়ীর একজন আরোহী দরজা খুলিয়া সীলকে বলিল, "আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না, তুমি উঠিয়া ভিতরে এসো।"

"ধন্যবাদ মহাশয়!" বলিয়া সীল সেই মুক্তদ্বার দিয়া গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ীর ভিতর অন্ধকার। সীল গাড়ীতে উঠিয়া আরোহীগণের মুখ দেখিতে পাইল না; কিন্তু সে গাড়ীর আসনের এক পার্শ্বে বসিবামাত্র একটা বিজলি-বাতির আলোকে শকটের অভ্যন্তর-ভাগ আলোকিত হইল; তখন সে দেখিল চক্ষুর নিমেষে একটি পিস্তলের নল তাহার ললাটে উদ্যত হইয়াছে!

একজন আরোহী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার হাত দু'খান দুই হাঁটুর উপর ফেলিয়া রাখিয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাক।"

সীলের পশ্চাতে শকটের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল; গাড়ী তখন পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সীল বুঝিতে পারিল আরোহীর আদেশ পালন না করিলে তাহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তখন সেই শকট হইতে তাহার পলায়নের কোন উপায় ছিল না।

মুহূর্ত্ত পরে শকটের ছাদের নীচে একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক দীপ জ্বলিয়া উঠিল। সীল সেই আলোকে গাড়ীর ভিতর দুইজন আরোহীকে উপবিষ্ট দেখিল। সেই দুইজন আরোহীর একজনকে সে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল। সে কিছুকাল পূর্ব্বে যে দাড়িওয়ালা জোয়ানটাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ব্যক্তি! দ্বিতীয় আরোহী যে তাহার ললাটে পিস্তল উদ্যত করিয়াছিল—তাহার অপরিচিত। এই লোকটি খর্ব্বকায়; সে বলবান না হইলেও তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি ভাঁটার মত গোল, এবং তাহার চক্ষুতে ধূর্ত্ততা ও খলতা প্রতিফলিত। তাহার মুখে নিষ্ঠুরতা, কুটিলতা ও পৈশাচিক ভাব সুপরিস্ফুট। সীল তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল লোকটা অত্যন্ত ইতর, এবং এরূপ দুর্জ্জন যে, নরহত্যা করিতে যেন তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই; তাহার হৃদয়ে মনুষ্যের কোনও সুকোমল বৃত্তির স্থান নাই। তাহার পাতলা ওষ্ঠ কুঞ্চিত। তাহার হাসি দেখিয়া সীলের অনুমান হইল পিশাচের মুখে ভিন্ন মানুষের মুখে তেমন বিকট হাসি দেখিতে পাওয়া যায় না; সেই হাসিতে উৎকট দম্ভ এবং সাফল্য-গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

পিস্তলধারী হাসিয়া কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া বলিল, "সৌভাগ্য-ক্রমে পুনর্ব্বার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তুমি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাক। পলায়নের চেষ্টা করিলে আমার এই পিস্তলের গুলী মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিবে। আমি পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়াছি কি তুমি মরিয়াছ। তাহার পর সকালে তোমার মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইবে। সেই দৃশ্যে কেহই সুখী হইবে না।"

সীল স্তব্ধভাবে তাহার কথা শুনিল; কিন্তু কথা কহিতে সীলের

প্রবৃত্তি হইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া সেই দাড়িওয়ালা জোয়ানটা সীলের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিল, "তুমি আমাকে বে-কায়দায় পাইয়া আমার পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়াছিলে, এই মুহূর্ত্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দাও।"—বিশুদ্ধ ইংরাজীতেই সে এ কথা বলিল।

সীল তাহার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া যে ভাবে বসিয়া ছিল, সে ভাবেই বসিয়া রহিল; তখন তাহার সম্মুখবর্ত্তী জোয়ানটা তাহার কোটের পকেটে হাত পুরিয়া পিস্তলটা বাহির করিয়া লইল। সে হাসিয়া বলিল, "যাহার জিনিস সে তাহা ফেরত লইল; তোমার ক্ষোভের কারণ নাই।"—তাহার পর সে বিদেশী ভাষায় তাহার সঙ্গীকে কি বলিল, সীল তাহা বুঝিতে পারিল না। লোকটা কোন্ ভাষায় কথা কহিল. সীল তাহা বুঝিতে না পারিয়া একটু ধাঁধায় পড়িল। সীল বিদেশী ভাষাসমূহের মধ্যে ফরাসী ভাষা ভালই জানিত, স্প্যানীস্ ও জর্ম্মান ভাষাতেও তাহার অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু সেই দাড়িওয়ালা জোয়ান যে ভাষায় কথা বলিল তাহা ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান বা স্প্যানীস্ ভাষা নহে; তাহার ধারণা হইল তাহা রুষ ভাষা। সীল রুষ ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল।

যাহা হউক, সীল সেই মোটর-কারে উঠিয়া এইভাবে বিপন্ন হইলেও বিচলিত হইল না। জীবনে তাহাকে বহুবার ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু শক্তি-সামর্থ্যে ও বুদ্ধিবলে সকল সঙ্কট হইতেই সে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সে আপনাকে বিপন্ন মনে না করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই বিদেশী লোকগুলি কাহারা? ইহারা কি উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কর্দ্দমাক্ত দুর্গম মাঠের উপর দিয়া সেই তরুণীর অনুসরণ করিতেছিল? তাহার ন্যায় অপরিচিত বিপন্ন পথিককে পিস্তল উচাইয়া ভয় দেখাইবার

জন্যই বা উহাদের আগ্রহের কারণ কি?—তাহারা তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, এবং কিরূপে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে—তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

মোটর-কার তিন চারি মিনিট প্রশস্ত পথ দিয়া চলিয়া শেষে একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর প্রবেশ করিল। আরও দুই মিনিট পরে তাহা একটি ক্ষুদ্র নির্জ্জন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল।

গাড়ী থামিলে দাড়িওয়ালা জোয়ানটা সীলকে বলিল, "নামিয়া যাও, কিন্তু স্মরণ রাখিও আমাদের দু'জনেরই হাতে টোটাভরা পিস্তল আছে; পলায়নের চেষ্টা করিলেই—বুঝিতে পারিতেছ?"

সীল কোন কথা না বলিয়া মোটর-কার হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গীদ্বয় তাহাদের হাতের পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া শকট হইতে অবতরণ করিল; তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। অট্টালিকার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। সেই কক্ষে একটা তেলের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারা তিনজন একত্র সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। দুইজন লোক সেই কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। সীল ও তাহার সঙ্গীদ্বয়কে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাড়িওয়ালা জোয়ানটা তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিদেশী ভাষায় তাহাদিগকে কি আদেশ করিল সীল তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার আদেশ শুনিয়া সেই দুইজন লোক সীলের নিকট আসিয়া তাহার দুই পাশে দাঁড়াইল। সেই সময় দাড়িওয়ালা জোয়ানটা বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় সীলকে বলিল, "তোমার দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও; হাত নামাইলেই বিপদে পড়িবে। আমরা

তোমার সর্ব্বাঙ্গ খানাতল্লাস করিব। যে দুইজন লোক তোমার পাহারার ভার লইয়াছে উহারাও সশস্ত্র। যদি তুমি তোমার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিতে বাধা দাও, বা পলায়নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে উহারা তৎক্ষণাৎ তোমাকে গুলী করিয়া মারিবে।"

সীল নিরুপায় হইয়া দুই হাত মাথার উপর তুলিল। তাহার রক্ষীদ্বয় তাহার পকেটে হাত পুরিয়া যাহা কিছু পাইল, বাহির করিয়া লইল। সীলের পকেটে তেমন বেশী কিছুই ছিল না। নোট রাখিবার একটি ক্ষুদ্র ব্যাগে তাহারা কয়েকখানি নোট পাইল, তাহার পরিমাণ পঁচিশ পাউণ্ড; এতদ্ভিন্ন একখানি রুমাল, একছড়া চাবি, একটি ম্যাচ-বাক্স, এবং চুরুটের আধারে চারিটি কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ চুরুট; দুই শিলিং চারি পেন্সের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাও তাহার পকেট হইতে সংগৃহীত হইল।

দাড়িওয়ালা জোয়ানটা সেই জিনিসগুলি হাতে লইয়া একে একে পরীক্ষা করিল; সে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না বটে, কিন্তু সেই সকল দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া সে যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল। সে সেই সকল দ্রব্য নিজের পকেটে রাখিয়া সীলকে বলিল, "তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে। পরে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু যদি তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পলায়নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমাকে তৎক্ষণাৎ গুলী খাইয়া মরিতে হইবে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

সীল অচঞ্চল স্বরে বলিল, "সে কথা আমার স্মরণ আছে; কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত, এ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার কষ্ট হইবে। আমি কি বসিয়া বিশ্রাম করিতে পাইব না?"

সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সেই কক্ষের এক প্রান্তে সরিয়া

গেল, এবং সেই স্থানে যে ক্ষুদ্র বেঞ্চি ছিল তাহার উপর বসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ তিনজনের হাতের তিনটি পিস্তলই তাহার ললাট ও বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইল! কিন্তু তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্য কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। দাড়িওয়ালা জোয়ানটা স্থিরদৃষ্টিতে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া দীর্ঘ দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "দেখিতেছি বিপদে পড়িয়া তুমি ভড়কাও না; খাসা অচঞ্চল থাকিতে পার! কিন্তু স্মরণ রাখিও আমাদের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। তুমি আমাদের সহিষ্ণুতার সীমা পরীক্ষার চেষ্টা করিলে বিপন্ন হইবে, একথা ভুলিলে চলিবে না—যদিও আমাদের ধৈর্য্য সহজে বিচলিত হয় না।"

তাহার পর সে অনুচরদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "লোকটা ঐ স্থানে বসিয়া থাকে যাক, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু উহাকে উঠিতে বা পলায়নের চেষ্টা করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গুলী করিবে।"

তাহার কথা শুনিয়া সীল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল; তাহার ইচ্ছা হইল দেড়ে জোয়ানটার মুখে ঘুসি মারিয়া তাহার অন্ত চুয়ালটাও ভাঙ্গিয়া দিবে; কিন্তু সে অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিল।

সেই কক্ষের বাঁ দিকে এক প্রান্তে একটি দ্বার ছিল। দাড়িওয়ালা জোয়ানটা সেই দ্বার দিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু দুই তিন মিনিট পরেই সে সীলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে; তোমার তলব হইয়াছে।"

তাহার কথা শুনিয়া সীল উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সেই জোয়ানটার অনুসরণ করিল।

তাহার একজন রক্ষী হাতের পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া তাহার সঙ্গে কক্ষান্তরে চলিল। তাহারা তিনজন অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহাদের পশ্চাতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইল।

সীল এবার যে কক্ষে প্রবেশ করিল সেই কক্ষে আসবাব-পত্রের আড়ম্বর ছিল না; তাহা তেমন সুসজ্জিতও ছিল না। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল ছিল, তাহাতে কতকগুলি কাগজ-পত্র স্তূপাকারে সংরক্ষিত ছিল। সেই টেবিলের নিকট একখানি চেয়ারে একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিল। সীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মনে হইল লোকটি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিলেও বেশ বলিষ্ঠ গঠন; তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরীহ ভাল-মানুষ বলিয়াই সীলের ধারণা হইল। সে অকারণে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মুহূর্ত্ত পরে সেই বৃদ্ধটি মুখ তুলিয়া সীলের মুখের দিকে চাহিলে সীল তাহার চক্ষু দেখিয়া অসচ্ছন্দতা অনুভব করিল; কারণ তাহার কুটিল বক্র কটাক্ষে এরূপ বিশেষত্ব ছিল—যাহা কেবল নিষ্ঠুর নরহন্তার চক্ষুতেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ নীরস স্বরে বলিল, "তোমরা তাহাকেই ত লইয়া আসিয়াছ? এ ত সেই লোক?"—টেবিলের উপর তেলের একটা ল্যাম্প ছিল। সেই ল্যাম্পের আলোকে বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সীলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তাহার চক্ষুতে নিষ্ঠুরতা ফুটিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া সীলকে কর্কশ স্বরে বলিল, "শুনিলাম তুমি আমাদের কার্য্যে অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছিলে। মাঠের সেই খামার-বাড়ীতে তুমি কি উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে? তুমি সেখানে কি করিতেছিলে?"

সীল তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "ধূমপান,—অর্থাৎ চুরুট ফুঁকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলাম।"

বৃদ্ধ সীলের মুখের উপর হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিল, "তুমি কাহারও আদেশ অনুসারেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলে। কেমন, আমার এ কথা কি সত্য নহে?"

সীল পূর্ব্ববৎ তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "বটে! তোমার কি এইরূপই ধারণা?"

সীলের অনুমান হইল সেই বৃদ্ধ এবং তাহার অনুচরেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল সে সেই যুবতীর অনুরোধেই সেই খামার-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইজন্যই বৃদ্ধটি সেই কথা তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল।

বৃদ্ধ সীলের কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চক্ষু আরক্তিম হইল। সে অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সেই যুবতী কোথায় পলায়ন করিয়াছে বল।"

সীল এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিল; সে বলিল, "কোথায় পলায়ন করিয়াছে মনে করিতেছ?"

সীল তাহার প্রশ্নের উত্তরে একথা বলিবে—ইহা সেই বৃদ্ধ বিশ্বাস করিতে পারে নাই; সীলের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার নিরীহ ভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। গোখ্‌রো সাপের মত সে ফোঁস্ করিয়া উঠিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সীলের ধারণা হইল সে তাহাকে হত্যা করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না!

দ্ধ সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কি! তুমি

আমাকে এইভাবে তাচ্ছীল্য করিতে সাহস করিতেছ ? তুমি কি তোমার মুখ হইতে সত্য কথা বাহির করিবার জন্য আমাকে বাধ্য না করিয়া ছাড়িবে না ? তুমি জান তোমার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়া লইবার কৌশল—”

কিন্তু সে তাহার মুখের কথা শেষ না করিয়া আরক্ত নেত্রে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল ; সীল যতই সাহসী হউক, এবং বিপদে সে যতই অচঞ্চল থাকুক, বৃদ্ধের সেই তীব্র দৃষ্টি যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল ! তাহার হৃদয় বিচলিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত দেড়ে জোয়ানটা ও তাহার সঙ্গী কঠোর-প্রকৃতি, হিংস্র ও নিষ্ঠুর ; কিন্তু সীলের ধারণা হইল এই দীর্ঘকায় সবল বৃদ্ধের তুলনায় তাহারা নিরীহ শিশু মাত্র ! তাহার মুখের ভাবে, আরক্ত নেত্রে ভীষণ পৈশাচিকতা এবং নারকীয় প্রতিহিংসা পরিস্ফুট ; দুর্দ্দান্ত হিংস্র আরণ্য পশুও যেন তাহার তুলনায় নিরীহ জীব ! সীলের মনে হইল সেই দিন সন্ধ্যার পর সে তিনজন সশস্ত্র আততায়ী কর্ত্তৃক যে ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, এই বৃদ্ধের সঙ্কল্পিত আক্রমণের তুলনায় তাহা ছেলে-খেলা মাত্র ! সে তত সহজে বৃদ্ধের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে, ইহা আশা করিতে পারিল না। তাহাকে জীবনে আর কখন এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

কিন্তু সীল মনের ভাব গোপন করিয়া সহজ স্বরে বলিল, ”সহজে কথা না বলিলে, কথা বাহির করিবার অনেক কৌশল সত্যই কি তোমার জানা আছে ? সেই সকল কৌশল অব্যর্থ বলিয়াই কি তোমার বিশ্বাস ? তোমরা কি সত্যই আশা করিয়াছ এখানে আমাকে মুঠার

পুরিতে পারিয়াছ ? তোমরা নিরেট মূর্খ না হইলে একবার ঐ দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিতে—”

সীল এই কথা বলিয়া সেই কক্ষের উচ্চ বাতায়নের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল। তাহার মুখের কথা আর শেষ হইল না।

তাহার সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি এবং তাহার সশস্ত্র অনুচরদ্বয় ঠিক এক সঙ্গে সেই জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই সুযোগে সীল চক্ষুর নিমেষে সেই স্থানে বসিয়া-পড়িয়াই গুড়ি মারিয়া বৃদ্ধের সম্মুখস্থিত টেবিলের নীচে প্রবেশ করিল, এবং তাহার চেয়ারখানি দুই হাতে ধরিয়া তাহাতে এরূপ বেগে ধাক্কা দিল যে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই বৃদ্ধ চেয়ার সহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধপদে ও অধোমুখে উল্‌টাইয়া পড়িল! সীল সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া টেবিলখানি পিঠের উপর উচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। টেবিলের উপর যে ল্যাম্পটা ছিল তাহা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর পড়িয়া সশব্দে চূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

হঠাৎ এইরূপ বিভ্রাট ঘটিবে, ইহা সেই বৃদ্ধ বা তাহার অনুচরদ্বয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কল্পনা করিতে পারে নাই। সশস্ত্র প্রহরীদ্বয় হতভম্ব হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা যাহার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সে কোথায় পলাইল তাহা বুঝিতে পারিল না। অন্ধকারে কিছুই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না; কিন্তু তাহারা কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন পিস্তলের গুলী ছুড়িল, তখন সীল টেবিলখানি পিঠের উপর হইতে সবেগে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া এক পাশে সরিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং অন্ধকারে পিস্তলের গুলী তাহার মাথার উপর দিয়া সেই কক্ষের সম্মুখের দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

সীল তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া পড়িল, এবং পিস্তলের গুলীটা

যে দিক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, গুঁড়ি মারিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল মুহূর্ত্ত পরে একজনের পদদ্বয় তাহার হাতে ঠেকিতেই সে দুই হাতে সেই পা দুইখানি সজোরে জড়াইয়া ধরিল। সেই দেড়ে জোয়ানটার যে সঙ্গী তাহাকে গুলি করিয়াছিল, উহা তাহারই দুই পা। লোকটা তেমন ভারী ছিল না। সীল তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া মস্তকের ঊর্দ্ধে তুলিল। লোকটা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু সে নীরব হইবার পূর্ব্বেই সীল তাহাকে সবেগে মেঝের উপর নিক্ষেপ করিল। লোকটা মুখ গুঁজিয়া সশব্দে মেঝের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িল; সঙ্গেসঙ্গে তাহার হাতের পিস্তলটাও দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

সীল পাশের হল-ঘরে অনেক লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইল; মুহূর্ত্ত পরে পাশের কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল, এবং উজ্জ্বল আলোক-প্রভায় অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ আলোকিত হইল। সেই আলোকে সীলই সর্ব্ব-প্রথমে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। পূর্ব্বোক্ত দেড়ে জোয়ানটাকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ ঘুসি তুলিয়া তাহার পেটে এরূপ জোরে এক ঘুসি ঝাঁতাইয়া দিল যে, তাহার মনে হইল পেটে আধ মন ওজনের একটা দুরমুস পড়িল! দেড়ে জোয়ানটা সেই সজীব দুরমুসের ঘা খাইয়া, দুই হাতে পেট ধরিয়া বিকট আর্ত্তনাদ করিল, এবং বসিয়া-পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ঘুসি খাইয়া নতদেহে বসিয়া পড়িবার সময় পিস্তলটা তাহার বুকের পকেট হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সকল কাণ্ড ঘটিল। কিন্তু সীল সেই কক্ষে থাকিলে তাহার নিষ্কৃতি লাভের কোনও আশা নাই বুঝিয়া, সেই কক্ষ আলোকিত হইবামাত্র সে বাড়ীর বাহিরে পলায়নের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। দেড়ে জোয়ানটাকে সে তাহার

বজ্র-কঠোর ঘুসির আঘাতে মেঝেয় পড়িয়া ধড়-ফড় করিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া চক্ষুর নিমেষে একখান চেয়ার ঊর্দ্ধে তুলিল, এবং সেই কক্ষের একটি বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া তাহা সবেগে নিক্ষেপ করিল। চেয়ারের চারিখানা পায়া লোহার গরাদে-বিহীন জানালার কাচগুলিতে আঘাত করিতেই জানালার অধিকাংশ কাচ চূর্ণ হইয়া খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে নীচে পড়িল। পলায়নের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া সীল সেই জানালার ধারীর উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং জানালা-সংলগ্ন ভাঙ্গা কাচে তাহার পরিচ্ছদ আবদ্ধ হইলে, সে সেই বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সেই কক্ষের বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। জানালার এক-টুকরা কাচে তাহার হাত কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল; কিন্তু তখন তাহার সে-দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর ছিল না। সে যে স্থানে লাফাইয়া পড়িল, সেই স্থানে ফুল-বাগান ছিল। সীল সেই বাগানের ভিতর দিয়া অদূরবর্ত্তী লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিল। সেই সময় সে পশ্চাদ্বর্ত্তী অট্টালিকা হইতে বহু কণ্ঠের মিশ্র কোলাহল শুনিতে পাইল। কেহ বলিতেছিল, "ঐ দিকে পলাইয়াছে"; কেহ বলিতেছিল, "শীঘ্র চল, উহাকে ধরিতে হইবে;" কেহ বলিতেছিল, "পাকড়ো"—এই প্রকার নানাবিধ কণ্ঠস্বর। অট্টালিকার সকল লোকই তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ভাবে শত্রুকবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সীলের মন আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হইল; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল তখনও তাহার পুনর্ব্বার ধরা পড়িবার আশঙ্কা দূর হয় নাই, তখনও সে নিরাপদ নহে। তখন তাঁহার পায়ের যন্ত্রণা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মুহূর্ত্ত পরেই সশস্ত্র আততায়ীরা তাহার অনুসরণ করিয়া যদি তাহাকে

আক্রমণ করে তাহা হইলে প্রাণরক্ষা করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে; ইহা বুঝিতে পারিয়া সীল তাড়াতাড়ি দূরে পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইল।

সীল সেই লতাকুঞ্জ অতিক্রম করিয়া বাগানের একপ্রান্তে একটি প্রাচীর দেখিতে পাইল। প্রাচীরটি এরূপ উচ্চ যে, তাহা লাফাইয়া পার হইবার উপায় ছিল না। সে সেই প্রাচীরের নিকট একটি বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইল; বৃক্ষের কয়েকটি শাখা প্রাচীরের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সীল একলম্ফে প্রাচীর-মূল হইতে পাঁচ ছয় হাত ঊর্দ্ধস্থিত একটি শাখা ধরিয়া, সেই শাখার সাহায্যে প্রাচীরের মাথায় উঠিবার আশায় সেই দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু সে কয়েক ফিট যাইবার পূর্ব্বেই পশ্চাতে খস্-খস্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল বাঘের মত কি একটা জানোয়ার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল! কেঁদো বাঘের মত তাহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল।

জানোয়ারটা সীলের নিকটে আসিলে সে দেখিল, উহা বৃহদাকার দুর্দান্ত আল্‌সেটিয়ান কুকুর—সেই অট্টালিকার রক্ষী। কুকুরটা চক্ষুর নিমেষে সীলের বুকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহার গলা কামড়াইতে উদ্যত হইল। সীল সেই মুহূর্ত্তেই দুই হাতে কুকুরটার গলা টিপিয়া ধরিল, তাহার পর বাঁ হাতে তাহার কণ্ঠনালী সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার মস্তকে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল। সেই আঘাতে কুকুরটার মাথার খুলী ভাঙ্গিয়া গেল। কুকুরটা কয়েকবার খাবি খাইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। তাহার নিস্পন্দ মৃতদেহ সীলের বাঁ হাতে ঝুলিতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে সীলের পশ্চাতে বাগানের ভিতর বহু কণ্ঠের কোলাহল

উত্থিত হইল; সকলেই উত্তেজিত স্বরে বলিতেছিল, 'ঐ পলায়, ধর, ধর।'—সীল বুঝিতে পারিল প্রাচীর পার হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পলায়ন করিতে না পারিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। হঠাৎ তাহার মাথায় একটা ফন্দীর উদয় হইল। সে সেই কুকুরটার লেজ দুই হাতে ধরিয়া মৃতদেহটি আন্দোলিত করিল, তাহার পর তাহা এ ভাবে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল যে, তাহা সশব্দে প্রাচীরের অন্য পার্শ্বে পড়িল।

যে সকল আততায়ী সীলের সন্ধানে সেই পুষ্প-কাননে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা প্রাচীরের অন্য পার্শ্বে সেই শব্দ শুনিতে পাইল। সেই শব্দ শুনিয়া তাহাদের ধারণা হইল, সীল কোন উপায়ে সেই উচ্চ প্রাচীরে উঠিয়া অন্য পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাহারা জানিত সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা তাহাদের অসাধ্য। সুতরাং প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া তাহারা এক স্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি পরামর্শ করিল; তাহার পর পলাতককে ধরিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে যাইবার জন্য দ্রুতবেগে বাহিরের দেউড়ির দিকে ধাবিত হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল ঐরূপ উচ্চ প্রাচীরের উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িয়া পলাতক নিশ্চিতই খোঁড়া হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে আহত অবস্থায় প্রাচীরমূলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইবে।

আততায়ীরা সদলে সেই অট্টালিকার বাহিরে গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সীল সেই প্রাচীরের মাথায় উঠিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল; কারণ সেই প্রাচীরের উপর হইতে অন্য পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। সীল তাড়াতাড়ি অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া সেই নির্জ্জন অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইল। সেখানেও একটি প্রাচীর ছিল; কিন্তু সেই প্রাচীরটি তেমন উচ্চ বা দুরারোহ না

হওয়ায় সে অল্প চেষ্টায় সেই প্রাচীরের মাথায় উঠিল; তাহার পর বাহিরের দিকের কার্ণিশ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া প্রাচীরের নীচে ঝুলিয়া পড়িল। সে কার্ণিশ ছাড়িয়া দিতেই তাহার পদদ্বয় মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। তাহার পায়ে আঘাত লাগিল না।

সেই প্রাচীরের প্রায় একশত গজ দূরে একটি অরণ্য ছিল; অরণ্যটি তেমন নিবিড় না হইলেও দূরব্যাপী। সীল বেদনাতুর পা লইয়াই দৌড়াইয়া সেই অরণ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর সেই অরণ্যের ভিতর দিয়া কাঁটা ঝোপ ভাঙ্গিয়া বহু দূরে প্রস্থান করিল। তাহার আততায়ীরা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পোষা কুকুরটার মৃতদেহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। ঐরূপ হিংস্রপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত কুকুরটাকে নিরস্ত্র সীল কিরূপে হত্যা করিল তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না; কুকুরটার মাথা পরীক্ষা করিয়া তাহারা জানিতে পারিল তাহার মাথার খুলী চূর্ণ হইয়াছিল; যেন হাতুড়ির আঘাতে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল!

অতঃপর তাহারা সীলের অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। সীল তখন অরণ্যের ভিতর দিয়া বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছিল। আততায়ীগণ তাহার অনুসরণে বিরত হইয়াছে বুঝিয়া সে ক্লান্ত দেহে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, এবং আধ ঘণ্টা পরে সেই অরণ্যের বাহিরে আসিয়া একটি পথ দেখিতে পাইল। সেই পথে সে রাত্রি তিনটার সময় ষ্টরফীল্ড গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন তাহার দেহ পরিশ্রান্ত, পরিচ্ছদ সিক্ত, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় সে অভিভূত; কিন্তু সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া তাহার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়ায় তাহার দুঃখ কষ্টের অবসান হইল; আনন্দে ও উৎসাহে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় প্রবাহ

নির্জ্জন কক্ষে

ষ্টরফীল্ড নামক গ্রামখানি বৃহৎ নহে। সীল সেই গ্রামের যে হোটেলে আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল, সেই গ্রাম্য হোটেলটির নাম ডাক্-ইন্। সেই গভীর রাত্রেও সেই হোটেলটি খুজিয়া বাহির করিতে তাহার অসুবিধা হইল না। সেই হোটেলের মালিক তাহার আদেশানুসারে তাহার জন্য একটি কামরা খালি রাখিয়াছিল; শয্যাও প্রস্তুত ছিল। সীল হোটেলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল হোটেলটি অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাহার কোন কক্ষে আলো ছিল না। যদিও তাহার সেখানে সেদিন আশ্রয় লইবার কথা ছিল, তথাপি সেই গভীর রাত্রেও কে তাহার প্রতীক্ষায় দীপ জ্বালিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিবে? সীল শ্রান্ত দেহে কম্পিত পদে হোটেলের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া সবেগে ঘণ্টাধ্বনি করিল; কিন্তু দুই তিনবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়াও সে ভিতর হইতে কাহারও সাড়া পাইল না। সীল আরও দুইবার ঘণ্টাধ্বনি করিবার পর দোতালার সিঁড়িতে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল; যেন কেহ চটি জুতার ফটাফট্ শব্দ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল। প্রায় এক মিনিট পরে হোটেলের মালিক একটা ল্যাম্প হাতে লইয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল এবং দ্বার খুলিয়া দিল।

সীল হোটেলওয়ালার নিদ্রালস নেত্রের দিকে চাহিয়া বলিল,

"এই রাত্রি-শেষে আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া কষ্ট দিলাম; এজন্য আমি আন্তরিক সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। আমার নাম সীল। আজ আমার এখানে আসিয়া বাসা লইবার কথা ছিল। আপনি বোধ হয় দীর্ঘকাল আমার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পথ হারাইয়া পথের সন্ধানে কয়েক ঘণ্টা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। পথিমধ্যে বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম; দীর্ঘকাল বৃষ্টিতে ভিজিয়াও কষ্ট পাইয়াছি। এই সকল কারণে আমার এখানে পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইল।"

হোটেল ওয়ালা তাহার হাতের বাতিটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সীলের মুখের দিকে চাহিল। সীলের সিক্ত পরিচ্ছদ ও ক্ষত বিক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া সে এতই বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাহার বিস্ময় গোপন করিতে পারিল না; কিন্তু সে সহানুভূতি ভরে বলিল, "আঃ, আমাকে বাঁচাইলেন মহাশয়! আপনাকে যথাসময়ে আসিতে না দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইয়াছিল—আপনি হয়ত পথ হারাইয়া বিপন্ন হইয়াছেন। আপনি পথে কি ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছেন তাহা আপনার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার পরিচ্ছদ ভিজিয়া গিয়াছে, কাঁটাবন দিয়া চলিতে আপনার হাত মুখ ও কপাল কাঁটায় ছড়িয়া গিয়াছে; কাদা পাঁকের ভিতর দিয়া আসিবার সময় আপনার জুতা কাদামাখা হইয়াছে; ট্রাউজারেও কাদা ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল দেখিতেছি! যাহা হউক, আপনি আসিয়া পৌঁছাইতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার সৌভাগ্য; আমারও আনন্দের বিষয়। আসুন, ভিতরে আসুন।"

সীল হোটেলে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "অন্ধকারে চলিতে চলিতে কাদায় পিছলাইয়া-পড়িয়া আমার পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল।

কি করি? খোড়া পা লইয়াই চলিতে হইয়াছে; কিন্তু জানেন ত খোড়ার পা খানে পড়িবেই; তাই রাজ্যের যত খাল-খন্দ আছে, তাহাদের মধ্যে ক্রমাগতই পড়িয়াছি। সোজা পথে আসিতে গিয়াই আমার এই নাকাল! কিন্তু এই রাত্রিশেষে কি আপনি আমাকে কোন রকম উষ্ণ পানীয় দিতে পারিবেন?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "সেজন্য আর চিন্তা কি? গরম রমে খানিক লেবু মিশাইয়া দিলে বোধ হয় আপনার উপকার হইবে; আমি স্বয়ং তাহা প্রস্তুত করিয়া আপনার শয়ন-কক্ষে লইয়া যাইতেছি। তাহাতেই চলিবে ত?"

সীল বলিল, "চমৎকার হইবে। আর এক কথা; আমার বন্ধু কাপ্তেন কার্ডোসো এখানে আসিয়াছেন কি? আমার লগেজগুলাও আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ মহাশয়, লগেজগুলি আপনার তিন নম্বর কামরায় রাখিয়া দিয়াছি। কাপ্তেন কার্ডোসো ৪নম্বর কামরায় আছেন। তিনি রাত্রি একটা পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন।"

সীল বলিল, "উত্তম, আপনি দয়া করিয়া আমার পানীয় দ্রব্যটি তাঁহার ঘরেই লইয়া যাইবেন; যদি অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার জন্যও কিছু পানীয় লইবেন। তিনি শয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিব।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "আপনি এই বাতিটা লইয়া আপনার ঘরে যান। দোতালায় উঠিয়া প্রথম দরজার পরেই আপনার ঘরের দরজা দেখিতে পাইবেন; তাহা চিনিতে আপনার কষ্ট হইবে না।"

সীল সহজেই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইতে

পারিল। তাহার লগেজগুলি সেই কক্ষেই রাখা হইয়াছিল। সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার প্রিয় বন্ধু কাপ্তেন কারডোসোর সহিত আলাপ করিবার জন্য তাহার শয়ন-কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী ৪ নম্বর কামরায় প্রবেশ করিল।

কাপ্তেন সাম কারডোসো সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু বন্দরে খ্যাতনামা কাপ্তেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খর্ব্বকায় হইলেও তাঁহার দেহ স্থূল, এবং স্কন্ধ প্রশস্ত ছিল তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইলেও চুলগুলির অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছিল; চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ এবং উজ্জ্বল। হাত দুইখানি বৃহৎ, এবং হাতের অস্থি এরূপ স্থূল যে, তিনি কাহাকেও মুষ্ট্যাঘাত করিলে সেই আঘাত দুরমুসের আঘাতের মতই প্রচণ্ড ও দুঃসহ মনে হইত।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে সীল কাপ্তেন কারডোসোর সঙ্গে দুইবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। উভয়ের বয়সের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বৎসর; তথাপি সেই যুবক ও প্রৌঢ়ের আত্মীয়তা-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। তাঁহাদের মতভেদের জন্ত সর্ব্বদাই কলহ হইত। যাহারা তাঁহাদের কলহ এবং পরস্পরের প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করিতে শুনিত, তাহাদের মনে হইত তাঁহারা আর কস্মিনকালে পরস্পরের মুখদর্শন করিবেন না; কিন্তু কলহের দশ মিনিট পরেই উভয়ের গলাগলি ভাব, যেন কখনঁ তাঁহাদের বিরোধ বা কথান্তর হয় নাই! উভয়েরই হৃদয় শিশুর হৃদয়ের ন্যায় সরল ছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সীল কোন কারণে তাহার বন্ধুকে সেই দিন ডাক্-ইনে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পত্র লেখায়

কাপ্তেন কারজোসো যথাসময়ে সেখানে আসিয়া প্রিয় বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সীল যে সময়ে তাহার বন্ধুর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই সময় সেই কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; তিনি তখন শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সীল পোষাকের টেবিলের উপর বাতিটি বসাইয়া রাখিয়া নিদ্রিত বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখ হাস্যচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হইল। সে তাহার বন্ধুর শয্যায় ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, তাঁহার কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনি দিল; তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "শীঘ্র ওঠ হে বুড়ো বোম্বেটে! এই ভরা-সন্ধ্যায় বিছানায় পড়িয়া মড়ার মত ঘুমাইতেছ, ব্যাপার কি বল ত। এই কি ঘুমাইবার সময়? ওঠ, উঠিয়া ব্রীজের উপর চল, তোমার সঙ্গে বহুৎ জরুরি কথা আছে।"

সেই রকম প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মরা মানুষেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং কার্ডোসোর নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল না; তিনি জাগিয়া চক্ষু মেলিলেন, এবং মিনিট-দুই ধরিয়া নিদ্রাভঙ্গকারীকে এক-নিশ্বাসে যে ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন, সেরূপ অকথ্য ও অশ্রাব্য কথা কোন ভদ্রলোকের মুখ হইতে উচ্চারিত হয় না। জাহাজের কাপ্তেনেরা সাধারণতঃ ইতর ও অশিক্ষিত নাবিকদের পরিচালিত করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট ভদ্র ভাষায় প্রত্যাশা করা যায় না; চুয়াড়ে ভাষায় গালি না দিলে তাঁহারা নাবিকগুলাকে সংযত করিতে পারেন না। এদেশী পুলিশের দারোগাদের মত কাপ্তেনও সেই অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াই সীলের পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে গালি দিয়া শান্তি লাভ করিলেন।

কাপ্তেন দম লইয়া পুনর্ব্বার আর এক দফা গালাগালি আরম্ভ করিবেন, ঠিক সেই সময় সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাত হইল। মুহূর্ত্ত পরে হোটেলওয়ালা দুই গ্লাস উত্তপ্ত পানীয় দ্রব্য লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। গ্লাসে ধূমায়মান উত্তপ্ত রমের ঘ্রাণ পাইয়া কাপ্তেন কারক্লেসো একটু ঠাণ্ডা হইলেন। তাঁহার শয্যাপ্রান্তে সংস্থাপিত টেবিলের উপর তাঁহার ধূমপানের পাইপ ও কিছু তামাকের গুঁড়া ছিল তিনি হাত বাড়াইয়া পাইপটি তুলিয়া লইয়া তাহাকে তামাক সাজিলেন, তাহার পর তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া, হোটেলওয়ালা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে, তিনি নীলকে বলিলেন,"দেখ ছোকরা, তুমি যে আমাকে একটু গরম রম খাওয়াইবার জন্য এই রাত্রি-শেষে এমন মজার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া দিলে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য; বোধ হয় তোমার কোন জরুরি কথা আছে; কথাগুলা আমাকে বলিবার জন্য তোমার পেটের ভিতর হইতে গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। সেই কথা কি, তাহা বলিয়া পেটটি খালি কর। আমি তাহা শুনিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

নীল বলিল, "তোমার বুদ্ধি যতই মোটা হউক, তুমি যে আমার মনের কথা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ—ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তুমি তোমার শেষ পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলে তোমার এক-খানি মোটর-কার আছে। তোমার একথা সত্য কি না তাহাই আগে জানিতে চাই।"

কাপ্তেন বলিলেন, "বলিহারী তোমার স্মরণ শক্তি! বহুদিন পূর্ব্বে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সেই পত্রে আমার গাড়ীর কথা লিখিয়াছিলাম বটে; সেই তুচ্ছ কথা আজও তোমার স্মরণ আছে? বহুৎ আচ্ছা! সেই গাড়ীর কথা উত্থাপনের কি প্রয়োজন হইয়াছে বল শুনি।"

সীল সে কথা না বলিয়া বলিল, "গাড়ীখানা সচল অবস্থায় আছে কি? প্রয়োজন হইলে তাহা লইয়া কিছু দূরে পাড়ি দিতে পারিবে?"

কাপ্তেন বলিলেন, "তোমার মত আনাড়ি লোক সমুদ্রে জাহাজ চালাইতে পারে না বলিয়া কি আমি ডাঙ্গায় গাড়ী চালাইতে পারি না মনে কর? ও কায আমি খুব ভালই পারি; কিন্তু দরকারটা কি শুনি।"

সীল বলিল, "তোমার কাছে পিস্তল আছে?"

সীলের কথা শুনিয়া কাপ্তেন গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন, তাঁহার বন্ধু কি উদ্দেশ্যে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ, পিস্তলও আমার কাছে আছে; কিন্তু এই শেষ-রাত্রে আমার গাড়ী, পিস্তল, এ সকল জিনিসের কি প্রয়োজন, তাহা বলিবে না? আমার মনে হইতেছে তুমি কোন একটা কৌতুকাবহ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবে।"

সীল সেই দিন সায়ংকালে পথিমধ্যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিল, এবং কি কৌশলে আততায়ীগণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে তাহার বন্ধুর নিকট বিবৃত করিল। কাপ্তেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার সকল কথা শ্রবণ করিলেন। কাপ্তেন সেই সকল কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার এখানে পৌঁছিতে বিলম্ব দেখিয়া আমারও সন্দেহ হইয়াছিল—তুমি কোন ফ্যাসাদে পড়িয়াছ। তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম লোকগুলা ভয়ঙ্কর বদমায়েস, তোমাকে কয়েদ করিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। যাহা হউক, তোমাকে ত ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে; এ সম্বন্ধে এখন তুমি কি করিতে চাও বল। তুমি অসময় আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া সকল কথাই আমাকে বলিলে;

তাহা শুনিয়া আমার অনুমান হইতেছে—তুমি তাহাদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নও।”

সীল বলিল, “আমার ইচ্ছা, তোমার গাড়ী লইয়া দুই জনে উহাদের আড্ডায় গিয়া আর একবার উহাদিগকে দেখিয়া আসি। তাহারা আমাদিগকে সেখানে দেখিবার প্রত্যাশা করিবে না।”

কাপ্তেন কারডোসো সোৎসাহে শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “হাঁ, চমৎকার হইবে। ঐ কোণে হোটেলওয়ালার বন্দুকটা দেখিতে পাইবে। শশক শিকারের জন্য তাহার নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়াছিলাম। আমার পোষাকের টেবিলের দেরাজের ভিতর এক-হালি টোটাও রাখিয়া দিয়াছি। যদি তোমার কাছে বন্দুক না থাকে তাহা হইলে সেগুলি সঙ্গে লইতে পার।”

সীল হোটেলওয়ালার বন্দুক ও টোটাগুলি সংগ্রহ করিল; কাপ্তেন কারডোসো তাঁহার খাটিয়ার তলা হইতে একটা ট্রাঙ্ক টানিয়া আনিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া লইলেন। তাহা তিনি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। অতঃপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কাপ্তেন তাঁহার গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। গাড়ীখানি একটু সেকেলে ধরণের; তাহাতে দুইজনের বসিবার স্থান ছিল। তাহা আনাইতে বিলম্ব হইল না; কারণ হোটেলের একপ্রান্তে একখানি চালা-ঘরে তাহা রাখা হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে পিস্তল, বন্দুক ও টোটার হালি লইয়া সেই গাড়ীতে হোটেল ত্যাগ করিলেন। সীল যে বাড়ীতে আততায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইবার জন্য সে কাপ্তেনকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

মোটর-কার অল্প সময়ের মধ্যেই সেই অট্টালিকার অদূরে উপস্থিত

হইল। তাঁহারা কিছুদূরে থাকিতেই গাড়ী হইতে নামিলেন। তাঁহারা পথ দিয়া পদব্রজে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। চলিতে চলিতে কাপ্তেন হঠাৎ সীলের হাত ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন, এবং পথপ্রান্ত-বর্ত্তী বৃক্ষের অন্তরালস্থিত অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ও কি ব্যাপার ?"

বৃক্ষের অন্তরাল হইতে অগ্নির লোহিতবর্ণ আভা দেখা যাইতেছিল ; সেই দিকে সীলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই সময় একটা দম্‌কা হাওয়ায় অগ্নির গন্ধ তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই অগ্নিরাশির লোল-জিহ্বা উর্দ্ধাকাশ আলোকিত করিল।

সীল বলিল, "দেখ দেখ, আগুনের অসংখ্য ফুল্‌কি আকাশ ঢাকিয়া ফেলিতেছে! অগ্নিকাণ্ডই বটে ; সেই বাড়ীতেই আগুন লাগিয়াছে না কি ? শীঘ্র চল, ব্যাপার কি দেখিতে হইবে।"

তাঁহারা পিস্তল ও বন্দুক বাগাইয়া ধরিয়া অত্যন্ত সতর্ক ভাবে অবশিষ্ট পথটুকু অতিক্রম করিলেন ; পাছে তাঁহাদিগকে হঠাৎ বিপন্ন হইতে হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দ্রুত পদে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সেই অট্টালিকার সুপ্রশস্ত দেউড়ির সম্মুখে আসিয়া দেউড়ির ফটক উদ্ঘাটিত দেখিতে পাওয়ায় তৎক্ষণাৎ দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা সেই অট্টালিকার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তখন সেই অট্টালিকার দ্বার জানালাগুলি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। কড়ি বরগাগুলি পর্য্যন্ত জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; সুতরাং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন সেই অগ্নিরাশি সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না, এবং অট্টালিকা অচিরে বিধ্বস্ত হইবে। অগ্নিরাশির শত সহস্র লেলিহান জিহ্বা

বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নৃত্য করিতেছিল। সে অতি ভীষণ দৃশ্য! সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষস্থিত কাঠের আসবাব-পত্রগুলি এরূপ প্রচণ্ডবেগে ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল যে, চতুর্দ্দিক দিবালোকের ন্যায় আলোকিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই অট্টালিকার নিকট তাঁহারা জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না; অট্টালিকা ও তৎসন্নিহিত জনশূন্য কাননটি পরিত্যক্ত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল।

সীল সেই জ্বলন্ত অট্টালিকার এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি মনুষ্য-দেহ সেখানে নিপতিত দেখিল; তাহা সম্পূর্ণ অসাড়, এবং দেহটি অস্বাভাবিক ভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া ছিল। দেহের কোন কোন অংশ যেন কাটিয়া গিয়াছিল। সীল অস্ফুট শব্দ করিয়া, যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই, সেই দেহের নিকট দৌড়াইয়া গেল এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—বহুপূর্ব্বেই লোকটির মৃত্যু হইয়াছিল। সীল সেই মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উত্তেজিত স্বরে কাপ্তেনকে নিকটে আহ্বান করিল।

কাপ্তেন দ্রুতবেগে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে সে বলিল, "লোকটার অবস্থা দেখিতেছ কাপ্তেন! তোমার কি মনে হয়?"

কাপ্তেন কারডোসো বলিলেন, "হুম্! একটু অপেক্ষা কর; ভাল করিয়া পরীক্ষা করি।—দেখ, কেহ উহার বুকে গুলী মারিয়া উহাকে হত্যা করিয়াছে; তাহার পর উহার মাথায় দাণ্ডা মারিয়াছে। তোমার কিরূপ ধারণা?"

সীল বলিল, "আমার ধারণা? আমার ধারণা একটু অন্য রকম। হাঁ, উহার বুকে গুলী মারা হইয়াছিল সন্দেহ নাই,মাথায় আঘাত লাগাও সত্য; কিন্তু উহার গলার হাড়ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! আমার বিশ্বাস,

আমার যে বন্ধুগুলি এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাই উহাকে গুলী করিয়া দোতালার কোন ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; তাহার পর, ধরা পড়িবার ভয়ে ঘরে আগুন লাগাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা আশা করিয়াছিল মৃতদেহটি সেই আগুনে ভস্মীভূত হইবে; তাহা হইলে তাহাদের অপকর্ম্মের কথা কেহ জানিতে পারিবে না। কিন্তু লোকটাকে তাহারা মৃত মনে করিলেও গুলী খাইয়া উহার মৃত্যু হয় নাই। ঘরে আগুন লাগিবার পর উহার চেতনাসঞ্চার হইয়াছিল। লোকটা চেতনা লাভ করিয়া, যখন ঐ বাড়ীর ঘরগুলি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে দেখিল —তখন প্রাণরক্ষার আশায় দোতালা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। তুমি উর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, ও ঐ জানালা হইতে লাফ দিয়া ঐ স্থানে পড়িয়াছিল—এরূপ অনুমান তোমার অসঙ্গত মনে হইবে না।"

কাপ্তেন বলিলেন, "হাঁ, তোমার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। তোমার পর্য্যবেক্ষণের শক্তি অসাধারণ! কিন্তু লোকটা কে? বিদেশী, সন্দেহ নাই; তবে কোন্ দেশের লোক, চেহারা দেখিয়া স্থির করিতে পার? আমার ত মনে হয়—লোকটা রুসিয়ান।"

লোকটি যে বিদেশী এ বিষয়ে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইলেন। দেহ কৃশ; বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে। মাথার চুলগুলি কালো। গালের হাড় উঁচু। তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরী ছিল। অঙ্গুরীটির শিল্পকার্য্য অদ্ভুত, তাহা অভিজ্ঞানাঙ্গুরী বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল।

সেই অঙ্গুরীটির দিকে চাহিয়া সীল ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার মনে হইল—সেই রাত্রে যে বৃদ্ধের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা হইলে যে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিয়াছিল, সীল তাহার আঙ্গুলে ঐরূপ একটি অঙ্গুরী দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু এই ব্যক্তি সেই

বৃদ্ধ নহে—এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মৃতব্যক্তির দেহের গঠনের সহিত সেই বৃদ্ধের গঠনের সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের বয়সের পার্থক্য ছিল; বিশেষতঃ, বৃদ্ধের মুখাকৃতি ভিন্ন প্রকার। সীলের একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল; কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইত না।

সীল তাড়াতাড়ি মৃতব্যক্তির পকেট পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে আশা করিয়াছিল মৃতব্যক্তির পকেটে কোন-না-কোন জিনিস পাওয়া যাইবে, এবং তাহার সাহায্যে লোকটিকে সনাক্ত করা সহজ হইবে। তাহার কোন কোন পকেটে কিছুই ছিল না, কেবল বাঁ-দিকের ওয়েষ্ট কোটের পকেটে একখানি পুরু সাদা কার্ড পাওয়া গেল; কিন্তু কার্ডখানি ভাঁটার মত দলা-পাকাইয়া জড়-সড় ভাবে পকেটের এক কোণে পড়িয়া ছিল। সীল সেই কার্ডখানি খুলিয়া লম্বা করিল। কার্ডখানি সাধারণ 'ভিজিটিং কার্ড' অপেক্ষা অনেক বড়, প্রায় দ্বিগুণ। তাহার এক দিকে কতকগুলি অক্ষর ছাপা ছিল; তাহা পাঠের জন্য সীলের আগ্রহ হইল; ছাপার অক্ষরের নিম্নলিখিত কথাগুলি সে পাঠ করিল,—

রেস্তরাঁ হ্বিগুইট্

১৮ বেল্ ষ্ট্রীট

—সোহো—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট রুসিয়ার খানা

এই স্থানেই পাইবেন।

আমাদের বিশেষত্ব লক্ষ্য করুন,—

কাবিয়ার, ক্রোব্লিয়াকা, কাঁচা-গৌরিয়েঁক্‌স্থি,

বটচ্, চাকুলিস্ক কারাস, রুসিয়ান চা।

বেলা বারটা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত
রেস্তর্ঁা খোলা পাইবেন।

টেলিফোন—সোহো ৩২৫৩

একবার এখানে খানা খাইলে পুনঃ পুনঃ
খাইবার জন্য প্রবল লোভ হইবে।

আসুন—অমৃতের আস্বাদ লউন!
মুখ বদলাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান!!

সীল কার্ডখানি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "পুলিশের তদন্তের জন্য এই কার্ড পুনর্ব্বার উহার পকেটেই রাখিয়া দিই। আমরা যে মতলবে এখানে আসিয়াছিলাম—তাহা ভ্যাস্তাইয়া গেল! এ অবস্থায় এখানে আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? চল, আমরা সরিয়া পড়ি। বাড়ীখানি শীঘ্রই জ্বলিয়া ধ্বসিয়া পড়িবে; আমরা কোন উপায়েই ইহা রক্ষা করিতে পারিব না। বিশেষতঃ, নিকটে এমন কোন ঘর বাড়ীও নাই, যাহা এই বাড়ীর আগুনে পুড়িয়া যাইতে পারে। যদি কোন লোক এই অগ্নিকাণ্ডের কথা জানিতে না পারে তাহা হইলে আগুন নিবাইবার জন্য 'ফায়ার-ব্রিগেডে' কে সংবাদ পাঠাইবে? এ আগুন কেহই নিবাইতে আসিবে না। কাল সকালেই ইহা আপনা-হইতেই নিবিয়া যাইবে। এখন ত রাত্রি চারিটা বাজে, প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই; কেহ না কেহ শীঘ্র এই পথে আসিয়া পড়িবে। কেহ এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমরা সরিয়া পড়িতে চাই। আমরা এখানে আসিয়া অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য করিয়াছি, ইহা কাহাকেও জানাইতে চাহি না। অন্য লোক আমাদিগকে দেখিলে আমরা ফ্যাসাদে পড়িতে পারি।"

কাপ্তেন বলিলেন "তবে কি তুমি পুলিশের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবে না ?"

সীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমার সেরূপ ইচ্ছা নাই। আমি নিজের চেষ্টাতেই সেই বুড়ো ভদ্রলোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিব। সে যে কত বড় বাহাদুর আদমি—তা আমার দেখাই চাই। কিন্তু পুলিশকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে দিব না।"

কাপ্তেন বলিলেন, "সেই বুড়োটা ত এখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছে ; তুমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কি ব্যবস্থা করিবে ?"

সীল বলিল, "আমি সে কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। আমি এই উদ্দেশ্যে প্রথমে লণ্ডনে যাইব। হাঁ, কাল প্রভাতেই আমি লণ্ডনে যাত্রা করিব। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই একটি উৎকৃষ্ট অটোমেটিক রিভলবার সংগ্রহ করিব ; তাহার পর লণ্ডনের সোহো পল্লীতে গমন করিয়া স্মিওইট্ রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিব। সেখানে যে সকল উৎকৃষ্ট রুসিয়ান খানার সন্ধান পাইলাম, ঐ নামগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। রেস্তরার ভোজন টেবিলে বসিয়া ঐরকম দুই একটা খাদ্য পরিবেশন করিতে বলিব।"

কাপ্তেন বলিলেন, "ঐ সকল উৎকট নাম কণ্ঠস্থ করিবার জন্য তোমার গলদঘর্ম্ম হইবার প্রয়োজন নাই। উহাদের খাদ্যতালিকা হইতে খাদ্য দ্রব্য মনোনীত করিলেই চলিবে।—তাহার পর ?"

সীল বলিল, "সেখানে একাকী খানা খাইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিব না ; তুমিও আমার সঙ্গে বসিয়া খাইবে না কাপ্তেন ?"

কাপ্তেন বলিলেন, "আহারে আমার অরুচি ধরিয়াছে, আমার এরকম বদনাম কেহই দিতে পারিবে না ; আমি তোমার সঙ্গে লণ্ডনে যাইতে ও সেই রুসিয়ান রেস্তরাঁয় তোমার সঙ্গে একত্র খানা-পিনা করিতে রাজি আছি। চল, যাওয়া যাক।"

তৃতীয় প্রবাহ

রুসিয় রেস্তরাঁয়

সীল সেই পল্লীর পান্থ-নিবাসের ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাহার বন্ধু কাপ্তেন কারডোসো ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সীল সেখানে প্রবেশ করিবার সময় একজন সংবাদদাতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সংবাদদাতা বলিল, "অট্টালিকাটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হওয়ায় সমভূমি হইয়াছে। একজন বিদেশী মরিয়া নিকটে পড়িয়া আছে, তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

সীল এই সংবাদ শুনিয়া সতর্কভাবে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল; তার পর সে কাপ্তেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই সংবাদ প্রচারিত হইলে এই অঞ্চলের পল্লীবাসীরা দারুণ উত্তেজনায় ক্ষেপিয়া উঠিবে না? আমার মনে হয় প্রথমে যে ট্রেণ আসিবে, সেই ট্রেণে আমাদের সরিয়া-পড়াই সঙ্গত হইবে। নতুবা স্থানীয় লোকরা আমাদের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিবে; এবং যদি হোটেলওয়ালা আমাদিগকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে জেরা আরম্ভ করিবে। যে সময় সেই অট্টালিকায় আগুন লাগিয়াছিল সেই সময় আমরা কাহাকেও কোন সংবাদ না জানাইয়া কেন পলায়ন করিয়াছিলাম একথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি জবাব দিব? আমরা সত্য কথা বলিলে কে তাহা বিশ্বাস করিবে? পুলিশও আমাদের অনুসরণ করিতে পারে।"

কাপ্তেন বলিলেন, "হোটেলওয়ালাকে ভয় করিবার কারণ নাই; সে তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। সে এখন মদ বিক্রয় করিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু সেকালে সে মাটাডর জাহাজে

কাপ্তেন বুলি হায়েসের মাল্লাগিরি করিত। এখন সে মিঃ রেগান নামে পরিচিত; কিন্তু সেকালে সে 'রেড' নামে পরিচিত ছিল।"

সীল এই উভয় নামই জানিত; কিন্তু যে সময় বুলি হায়েস ও তাহার জাহাজের নাবিকেরা দক্ষিণ সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করিয়া মুক্তাপূর্ণ জাহাজ সমূহ লুণ্ঠন করিত, সীল যে সময় তরুণ যুবক।

সীল সবিস্ময়ে বলিল, "কি বলিলে? সেই মোটা লোকটা রেড রেগান?"

কাপ্তেন কারডোসো বলিলেন, "সে ত বহুকাল হইতেই মোটা; মোটা বলিয়াই এখনও সে বাঁচিয়া আছে। মোটা মানুষেই খুব ভাল সাঁতার দিতে পারে। ১৯০০ সালের বসন্ত কালের একদিন প্রভাতে মাটাডর জাহাজের কাপ্তেন তাহার নাবিকদের সাহায্যে আপিছ উপ-সাগরে ফরাসীদের মুক্তারাশি লুঠ করে। তাহারা অসংখ্য মুক্তা আত্মসাৎ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা একখানি ফরাসী গোলন্দাজ জাহাজ কর্তৃক সেই দিনই আক্রান্ত হইয়াছিল। গোলন্দাজ জাহাজখানি তাহাদের অনুসরণ করিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। রেড রেগানের সাহসের অভাব ছিল না; বীর পুরুষ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সে গোলন্দাজ-জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বুলির জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া যায়; আমার কাকা 'হেলেন অফ্ ট্রয়' নামক সদাগরী জাহাজ লইয়া সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে, রেড রেগানকে সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার দিতে দেখিয়া, তাহাকে তাঁহার জাহাজে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেই সময় তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়, এবং এই জন্যই আমি মধ্যে মধ্যে তাহার এই ভোজনালয়ে আসিয়া থাকি। আমরা গত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলাম তাহা যদি সে জানিতে পারিত

থাকে, তাহা হইলে সে কথা সে প্রকাশ করিবে না। আজ সকালে তাহার সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল; সে আমার গাড়ী তাহার জিম্মায় রাখিবে।"

সীল বলিল,"সে ত বেশ ভাল কথা; কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি লণ্ডনে যাইবার প্রয়োজন; কখন ট্রেণ পাইবার সুযোগ হইবে?"

কাপ্তেন বলিলেন, "নয়টা পনের মিনিটের সময় আমরা ট্রেণ পাইব; তাহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না ত?"

সেই ট্রেণ তেমন দ্রুতগামী না হইলেও সীল সেই ট্রেণে লণ্ডনে যাওয়া অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করিল না। সেই ট্রেণে চাপিয়া বেলা এগারটার সময় তাঁহারা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ভিক্টোরিয়া হইতে তাঁহারা তাঁহাদের একজন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। তাঁহাদের এই বন্ধুটি সৎলোক না হইলেও তাঁহাদের হিতৈষী; তাঁহারা তাহাকে বিশ্বাস করিতেন, এবং তাহার কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন। এই লোকটি গোপনে উত্তর আমেরিকায় অবৈধ ভাবে মদ চালান দিত, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গোপনে বন্দুকাদি রপ্তানী করিত। তাঁহারা তাঁহাদের এই বন্ধুটির নিকট হইতে দুইটি উৎকৃষ্ট অটোমেটিক পিস্তল সংগ্রহ করিলেন; সেজন্য তাঁহাদিগকে লাইসেন্স দেখাইতে হইল না। সেই পিস্তল দুইটিতে 'সাইলেন্সার' সংযোজিত থাকায় তাহা চালাইবার সময় শব্দ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা বেলা সাড়ে বারটায় সময় ভিগুইট রেস্তরাঁর সন্ধানে বাহির হইলেন।

তাঁহারা লণ্ডনের সোহো পল্লীতে উপস্থিত হইয়া বেল ষ্ট্রীট খুঁজিতে খুঁজিতে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের এক কোণে একটি অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন; তাহাই বেল ষ্ট্রীট। ইহা টটেনহাম-কোর্ট রোডের অদূরে

অবস্থিত। সেই রাস্তায় প্রবেশ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই তাঁহারা একটি অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন ; সেই দ্বারের উর্দ্ধে একখানি পিত্তল-ফলকে 'রেস্তরাঁ ভিগুইট' এই নামটী খোদিত দেখিয়া তাঁহারা সেই দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কয়েক গজ গমনের পর সিঁড়ির নিকটস্থ-দেওয়ালে একটি কর-চিহ্ন অঙ্কিত দেখিলেন। সেই কর-চিহ্নের একটি অঙ্গুলি উক্ত সিঁড়ির দিকে প্রসারিত ছিল। সেই অঙ্গুলির নিম্নে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল "রেস্তরাঁ ভিগুইট—দোতালায়।"

সীল ও কারভোসো সেই সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন। দোতালার সিঁড়ির মাথার ঠিক পার্শ্বেই একটি কক্ষ-দ্বারের সম্মুখে একখানি পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। সেই দ্বারের ভিতর দিয়া রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিতে হইত। তাঁহারা পর্দ্দাখানি ঠেলিয়া রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন ক্ষীণকায় দীর্ঘাকার প্রৌঢ় বিদেশী দ্বারের অদূরবর্ত্তী ডেস্কের নিকট হইতে উঠিয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। তাহার পর তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "দুইজনের জন্য কি ?"

সীল বলিল, "হাঁ মহাশয়, দুইজনের আহারের ব্যবস্থা করিবেন।"

রেস্তরাঁটি একটি বৃহৎ কক্ষে অবস্থিত। সেই কক্ষের দেওয়াল কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্রে সুসজ্জিত। ছবিগুলিতে রুসিয়ার বিভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত ছিল। কোনখানি যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোন্মুখ বীর পুরুষের মূর্ত্তি, কোনখানি রুষ দেশের সাধু-পুরুষের মূর্ত্তি। সেই কক্ষে দশ বার খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিল ভোক্তাগণের আহারে বসিবার জন্য সরক্ষিত ছিল। যাহারা সেই সকল টেবিলে বসিয়া আহার্য্য দ্রব্যের

প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহাদের অনেকেই বিদেশী লোক। সেই ভোজন-কক্ষের এক প্রান্তে আর একটি দ্বার ছিল; সেই দ্বারটি একখানি পর্দ্দা দ্বারা আবৃত ছিল। সেই দ্বার দিয়া পাকশালায় যাওয়া যাইত। পরিবেশকেরা সেই দ্বার দিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়া ভোক্তাগণকে পরিবেশন করিত। ভোজন-কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইংরাজের রেস্তরায় সেরূপ পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সেই কক্ষের এক কোণে যে টেবিলখানি সংরক্ষিত ছিল, সেই দীর্ঘদেহ প্রৌঢ়টি তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া, দুইখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া সেই টেবিলের নিকট বসাইয়া দিল। তাহার পর সে তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে অভিবাদন করিয়া তাহার ডেস্কের নিকট ফিরিয়া গেল।

প্রৌঢ়টি প্রস্থান করিলে কাপ্তেন কারডোসো তাহার দিকে চাহিয়া সীলকে বলিলেন "লোকটাকে দেখিয়া মনে হয় অবসর-প্রাপ্ত কোন রুসিয়ান কর্ম্মচারী। প্যারিসে ঐরূপ রুসিয় কর্ম্মচারী বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের অনেকে ট্যাক্সি-চালকের কায করে, অনেকে ভদ্রলোকের পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে; আবার কেহ কেহ রেস্তরা খুলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। কেহ কেহ বা বহু-ভাষাবিৎ, তাহারা অনেক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা দান করে। লোকটিকে দেখিয়া মনে হয় এক সময় স্বদেশে সে কোন সম্ভ্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।"

কাপ্তেন খাদ্য-তালিকাখানি তুলিয়া লইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন; তাহার পর তিনি সীলকে বলিলেন, "আমরা প্রথমে দুই প্লেট বর্টচ। আহার আরম্ভ করি, কি বল? তাহার পর উহাদের বীফ আ-

-লা- ষ্ট্রগানফ্‌ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ছয় মাস কাল আমাকে আর্কেঞ্জেলের একটা হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেই সময় আমি রুসিয়ান-দের খাদ্য সামগ্রীর কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম।"

গাঢ় নীল বর্ণের ফ্রক-পরিহিতা একটি সুন্দরী যুবতী তাঁহাদের টেবিলের নিকট আসিয়া একখানি ক্ষুদ্র বিল-বহিতে তাঁহাদের আদেশ লিখিয়া লইল। তাহার পর কোমল স্বরে বলিল, "দুইজনের মত বর্টচ্‌, এবং বীফ আ-লা- ষ্ট্রগানফ আনিবার আদেশ করিলেন, আপনাদের কোন পানীয় দ্রব্যের আবশ্যক হইবে কি?"

সীল বিস্ফারিত নেত্রে সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুবতীর কণ্ঠস্বর পরিচিত বলিয়াই তাহার মনে হইল। সে ভাবিতে লাগিল—তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিল? হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল সে পূর্ব্বরাত্রে যে যুবতীকে খামারের বাড়ীতে আশ্রয় দান করিয়াছিল, এ সেই যুবতী!

সীল যুবতীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। যুবতী পরমা সুন্দরী; তাহার বয়স বাইশ তেইশ বৎসরের অধিক নহে। তাহার ঘন-সন্নিবিষ্ট নিবিড় ভ্রূযুগল অতি সুন্দর। সে দেখিল যুবতীর চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম তাহার কপোলে লতাইয়া পড়িয়াছিল। মুখখানি ক্ষুদ্র, নাসিকা সুগঠিত। তাহাকে উৎকণ্ঠিত এবং বিমর্ষ দেখাইতেছিল; কিন্তু তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া সীলের মনে হইল চক্ষু দুটি দুষ্টমীভরা, যেন সে ইচ্ছা করিলে রূপমুগ্ধ যুবকদের বানরের মত নাচাইতে পারিত; কিন্তু সীল নারীর রূপের উপাসক ছিল না।

কাপ্তেন কারডোসো বলিলেন, "দুই বোতল 'বাস' পাঠাইয়া দিও।"

যুবতী প্রস্থান করিল। সীল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, যে যুবতী পূর্ব্বরাত্রে মাঠের ভিতর খামারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল, পরদিন সে লণ্ডনের একটি রুসিয়ান হোটেলে চাকরী করিতেছে! ইহার কারণ কি? পূর্ব্বরাত্রে যে তিনজন বিদেশী তাহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহাদের সহিত উহার সম্বন্ধ কি? কেনই বা তাহারা উহাকে ধরিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল?

সহসা কাপ্তেনের কথায় সীলের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। তিনি মুখভঙ্গি করিয়া কৌতুকভরে বলিলেন, "ঐ যুবতী কেবল তোমাকে নহে, আমাকেও ঐ ভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছে হে!"

সীল মুখ তুলিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে বলিল, "তোমার ও কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না বৃদ্ধ! তোমার মতলব কি?"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে কোন কষ্ট নাই ছোকরা! আমি বলিতেছিলাম, এই যুবতীর রূপরাশি তোমার মত আমার মনের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।"

সীল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি তোমার মত বর্ব্বর নহি যে, কোন সুন্দরীর রূপ দেখিয়া তন্ময় হইব, এবং তাহারই মূর্ত্তির ধ্যান করিব। নারীর রূপে বিচলিত হইয়া কেন আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলে? তুমি বুড়া হইয়াছ, ও বয়সে কোন সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইতে তোমার লজ্জা হইল না? আবার সেই কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে তোমার সাহস হইল? তোমার মত বুড়া মানুষের নির্লজ্জতার সীমা থাকা উচিত।"

কাপ্তেন বলিলেন, "তোমার মত শিশু আমাকে নির্লজ্জ বলিয়া উপহাস করিলে আমি তোমার ধৃষ্টতা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি;

যদি তোমার বালকসুলভ চপলতায় উত্তেজিত হইতাম, তাহা হইলে একটি ঘুষিতে তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দেওরা আমার পক্ষে কঠিন হইত না।"

সীল বলিল, "কিন্তু তোমার মত বৃদ্ধ, নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ প্রলাপ বকিলে, কেহই তাহা মার্জ্জনীয় মনে করিতে পারে না, ইহা তোমার জানা উচিত ছিল।"

কাপ্তেন বলিলেন, "তোমারও জানা উচিত, প্রত্যেক বৃদ্ধেরই তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার অধিকার আছে; কিন্তু তুমি—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত যুবতী দুই হাতে দুই প্লেট বাষ্প-সমাচ্ছন্ন সুপ আনিয়া মধুর কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের জন্য এই দুই প্লেট বর্টচ্ আনিলাম।"

তাহা দেখিয়া কাপ্তেনের মেজাজ ঠাণ্ডা হইল; তর্ক বিতর্কও থামিয়া গেল।

যুবতী সেই প্লেট-দুইখানি তাঁহাদের সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া দুষ্টমীভরা চোখে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর প্রস্থানোদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া সীল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এক সময় তোমার সঙ্গে দুই একটি কথা কহিবার ইচ্ছা আছে। আজ বৈকালে তোমার অবসর হইবে কি?"

যুবতী বলিল, "না, আজ আমার অবসর হইবে না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কোনও সময় আমি আজ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না।"

সীল বলিল, "অন্য কোন কথা নয়, গত রাত্রির ব্যাপার সম্বন্ধে দুই একটা কথা ছিল।"

যুবতী বিস্ফারিত নেত্রে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে

বলিল, 'বটে !'—দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে মুখে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল ; কিন্তু সীলের মুখ সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পর্শবিহীন। যুবতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যার পর মাঠের ভিতর সেই খামার-বাড়ীতে কি আপনার সঙ্গেই আমার দেখা হইয়াছিল ?"

সীল বলিল, "হাঁ, আমিই সেই লোক।"

যুবতী ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, "সে একটা তুচ্ছ তামাসার ব্যাপার ; আপনি সে কথা ভুলিয়া যান।"

সীল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুমি বলিতেছ সেই তিনজন লোক তামাসা করিবার জন্যই ওভাবে সেই অসময়ে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল ?"

যুবতী বলিল, "হাঁ, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য ; আর আপনাকে বলিতে বাধা নাই, তাহারা একটু বেশী মাত্রায় সরাপ টানিয়া চাল ঠিক রাখিতে পারে নাই ; কিন্তু সে কি একটা কথার মত কথা ? না, সে কথা লইয়া আলোচনা করা উচিত ?"

সীল চঞ্চল স্বরে বলিল, "দেখ মিস্, তুমি বিষয়টি যেমন তুচ্ছ ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার অনুসরণকারীরা যদি সেরূপ পারিত, তাহা হইলে তোমার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেও চলিত ; কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না, তাহারা সরাপ টানিয়া চাল ঠিক রাখিতে না পারায় যে সকল কায করিয়াছিল, তাহা তামাসার কায বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারিত না ; কারণ তোমার সেই তিন জন বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে একটি বৃদ্ধের কাছে লইয়া গিয়াছিল। সেই বৃদ্ধের চক্ষু দুটি লাল। সে সুযোগ পাইলে আমাকে জবাই করিত বলিয়াই

আমার ধারণা হইয়াছিল। এ সকল ব্যবহার নির্দ্দোষ তামাসা বলিয়া কি তোমার ধারণা হয়? বিশেষতঃ—"

সীল পকেটে হাত পুরিয়া একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্র বাহির করিল। তাহার সম্মুখের পাতায় একটি প্যারা ছাপা হইয়াছিল; প্যারাটির মাথায় মোটা মোটা হরফে লেখা ছিল,—

কেণ্টে রহস্যপূর্ণ ঘটনা!

প্রজ্বলিত অট্টালিকার বাহিরে নিহত মনুষ্য-দেহ!

সেই প্যারাটির মর্ম্ম এই যে, কোনও খামারের এক জন শ্রমজীবী অরণ্যের অভ্যন্তরস্থ একটি নির্জ্জন পথ দিয়া কাযে যাইবার সময় একটি নির্জন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পায় —সেই বাড়ীখানা আগুনে জ্বলিতেছিল; সেই বাড়ীর সম্মুখে একজন পুরুষের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। সন্ধান লইয়া পরে জানিতে পারা গিয়াছে—সার জর্জ্জ মিণ্টার সেই অট্টালিকার মালিক। তিনি ভাড়া দেওয়ার জন্য সেই বাড়ীখানি আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন, এবং প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ মটকিন নামক এক জন রুসিয়ানকে তাহা ভাড়া দিয়াছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে আবিষ্কৃত সেই মৃতদেহটি ভাড়াটিয়া মিঃ মটকিনেরই দেহ কি না তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। স্থানীয় পুলিশ রহস্য-ভেদের জন্য তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।"

যুবতী সেই অট্টালিকার অগ্নিকাণ্ড ও সেই অপরিচিত লোকটির হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত কোনও কথা জানিত না বলিয়াই সীলের ধারণা হইয়াছিল। যুবতী কাগজখানি হাতে লইয়া নিঃশব্দে সেই

প্যারাটি পাঠ করিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, এবং সে এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিল যে, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার অসাধ্য হইল। সে দুই হাতে সম্মুখের টেবিল ধরিয়া সামলাইয়া লইল; তাহার পর আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "সেই মৃত লোকটি কে?"

সীল বলিল, "তাহার পরিচয় আমার জানা নাই; এবং এই রেস্তরাঁর মত প্রকাশ্য স্থলে এ সকল কথার আলোচনা করাও সঙ্গত নহে। বাহিরের যে সকল লোক বিভিন্ন টেবিলে বসিয়া আহারাদি করিতেছে—তাহারা হা করিয়া তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে! রেস্তরাঁর বাহিরে কোথায় কখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিবার সুবিধা হইবে, তাহা আমাকে বলিবে কি?"

যুবতী বলিল, "আজি বেলা তিনটার সময় আধ ঘণ্টার জন্ত আমি অবসর পাইব। কভেণ্ট্রি ষ্ট্রীট কর্ণার-হাউসের সদর দরজায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি।"

সীল বলিল "বেশ, সেই সময় আমি সেই স্থানেই তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

অতঃপর সীল ও কাপ্তেন ধীরে ধীরে আহার শেষ করিলেন, এবং আহারান্তে বেলা স-দুইটার সময় উঠিয়া রেস্তরাঁর বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা বেল ষ্ট্রীট দিয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সময় একজন লোক সীলের পশ্চাতে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল, তাহার পর গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিল, "তুমিই জেম্‌স্ সীল?"

সীল তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরাইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিল।

লোকটির পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল; কিন্তু তাহা পুলিশের পদস্থ কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদ। তাহার দেহ দীর্ঘ, গোঁফজোড়ার ডগা মোমের সাহায্যে সূচলো-করা, মুখ গম্ভীর, চোখ দুটি কটা, বয়স প্রায় চল্লিশ; চেহারাখানি পুলিসসুলভ দম্ভে পরিপূর্ণ। সাম্রাজ্যের যাহারা বনিয়াদ, তাহাদের আকারে ও ব্যবহারে দম্ভ যদি জাজ্বল্যমান না হয়, তবে আর কাহার হইবে?

সীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আমারই এই নাম। আমি তোমাকে চিনি না। কে তুমি? পোষাক দেখিয়া বুঝিতেছি পুলিশ।"

লোকটি বলিল, "ঠিক কথা; আমি ডিটেক্টিভ-সার্জেণ্ট হলিংস তুমি ফিয়ডোর মর্টকিনস্‌কে হত্যা করিয়াছ, এই অভিযোগে তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। হাঁ, গত রাত্রে কেণ্ট জেলার ষ্টরফোল্ড নামক স্থানে ঐ ভদ্রলোকটি তোমার হস্তে নিহত হইয়াছেন। তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহা এই মামলার বিচার-কালে তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে।"

সীল লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তোফা অভিযোগ! কিন্তু"—পুলিশবেশী দাম্ভিক লোকটা বলিল, "এ অভিযোগ অসঙ্গত নহে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ; কিন্তু'তে আর প্রয়োজন নাই; তুমি কোন রকম গোল না করিয়া আমার সঙ্গে চল।"

ডিটেক্টিভ সার্জ্জেণ্টের কথা শুনিয়া সীলের বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রহিল না; তাহার অনুমান হইল পূর্ব্ব-রাত্রে কোনও লোক তাহাকে সেই নির্জ্জন অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিল; তাহার পর সীল সেই দিন প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করায়, সে তাহাকেই হত্যাকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহাকে

নরহন্তা বলিয়া অভিযুক্ত করিবার অন্ত কোন কারণ ছিল কি না তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সীল বলিল, "বেশ, চল যাইতেছি।" তাহার পর সে কাপ্তেন্ কর-ডোসোকে বলিল, "কাপ্তেন, তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার পরিবর্ত্তে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

ডিটেক্টিভ-সার্জ্জেণ্ট সীলকে বলিল, "তোমার হাত দু'খানা বাহির কর।"

সীল তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে না করিয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিলে ডিটেক্টিভ সীলের উভয় হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিল। তাহার পর সে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাহার দ্বার খুলিয়া সীলকে বলিল, "ভিতরে প্রবেশ কর।"

সীল ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলে ডিটেক্টিভ সার্জ্জেণ্ট অদূরে দণ্ডায়মান একজন পুলিশম্যানকে সঙ্গে লইয়া সেই ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিল। ট্যাক্সি তাহাদের তিনজনকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ট্যাক্সি কিছুদূর অগ্রসর হইলে সীল ডিটেক্টিভটার কায দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইল! ডিটেক্টিভ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, তাহার পর তাহার আসন তুলিয়া নিম্নস্থ বাক্স হইতে একখানি ছোট কিন্তু ভারী লাঠী বাহির করিল, এবং সেই লাঠীর অগ্রভাগ দ্বারা সীলের মাথার একটু খোঁচা দিয়া বলিল, "তোমাকে লইয়া আমি খানিক বেড়াইতে যাইতেছি। তুমি ট্যাক্সির ভিতর স্থির ভাবে বসিয়া থাক; কোন রকম হৈ চৈ আরম্ভ করিলে তোমার মঙ্গল নাই, একথা স্মরণ রাখিও। যদি কোন রকম গোলমাল কর, তাহা হইলে কিরূপে তোমাকে শায়েস্তা করিতে হইবে তাহা আমার জানা আছে।"

কথা শেষ করিয়া ডিটেক্টিভটা মাথার টুপি খুলিয়া রাখিয়া সীলের

সম্মুখে দুই পা ছড়াইয়া দিল, এবং পকেট হইতে রূপার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া একটা সিগারেট মুখে গুঁজিল। সে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিতে লাগিল।

সীল এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল সে প্রতারিত হইয়াছে; লোকটার কথা বিশ্বাস করিয়া ফাঁদে পড়িয়াছে! সত্যই সে ডিটেক্‌টিভ নহে; পুলিশের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং যে পুলিশম্যানটাকে সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সেটাও জাল-পুলিশ। সকল সভ্য দেশেই বদলোক পুলিশম্যান সাজিয়া নিরীহ লোককে প্রতারিত করে, এবং নানা কৌশলে দু'দশ টাকা উপার্জ্জন করে—ইহাও সে জানিত। কিন্তু তখন তাহার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না, তাহার উভয় হস্ত শৃঙ্খলিত; যদি সে তখন গোলমাল করিত, অথবা জোর-জবরদস্তি করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে গোয়েন্দাবেশী লোকটা তাহার মাথায় লাঠী মারিত, এবং গোলমাল শুনিয়া সেখানে জনসমাগম হইলে, সে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিত শৃঙ্খলাবদ্ধ অপরাধী পুলিশের কবল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। সীলের কথা কেহই বিশ্বাস করিত না। এদেশের সাহিত্যের দরবারেও ঠিক ঐরূপ কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। পরোপকারী নিরীহ সাহিত্যসেবক প্রাণপণ চেষ্টায় যাহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, সে উপকার অস্বীকার করিয়া উপকারী সাহিত্য-সেবককে সাহিত্য-সমাজে 'চোর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে, এবং গুণ্ডারা প্রকৃত রহস্য না জানিলেও কেবল ফরিয়াদীর চাপরাশ দেখিয়াই 'চোর' 'চোর' শব্দে সাহিত্যায়তন প্রতিধ্বনিত করিয়া আসামীর মাথায় লাঠী মারিতে আসে!—গুণ্ডাদের আশা যদি চাপরাশ-ধারী-ফরিয়াদীর নিকট এই কার্য্যে দুটো মৌখিক বাহবা পাওয়া যায়!

সীল প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি আমাকে

সুকৌশলে বোকা বানাইয়াছ! বোধ হয় তুমি রেস্তর্াঁর অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমাকে এখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলে; কিন্তু তোমার মতলব কি? আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? সেই রক্তনেত্র বৃদ্ধ ভদ্র লোকটি কি আমাকে আরও কোন কথা বলিবে?"

গোয়েন্দাবেশী গুণ্ডাটা বলিল, "রক্তনেত্র বৃদ্ধ ভদ্রলোক! তুমি কি কাউণ্ট গগুলের কথা বলিতেছ? হাঁ, তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, সেই বৃহৎ হীরা সম্বন্ধে তুমি তাঁহাকে দুই একটি কথা বলিতে পারিবে।"

সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমার অনুমান, তুমি সেই যুবতীকে কোন কারণে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু তুমি সর্দ্দারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছ। তুমি ভয়ানক এক-গুঁয়ে লোক, নরম হইতে জান না; কিন্তু সর্দ্দারের পাল্লায় পড়িলে তোমাকে একদম ঠাণ্ডা হইতে হইবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

সীল বলিল, "হাঁ, আমি তাহার পাল্লায় পড়িলে আমি যে কি চিজ সে পরিচয় পাইতে তাহার বিলম্ব হইবে না; তাহার মনে হইবে আমার সঙ্গে দেখা না হইলেই ভাল হইত। কাল রাত্রে ঘরে আগুন লাগাইবার পূর্ব্বে যে লোকটিকে সে সাবাড় করিয়াছিল, তাহাকে যে রকম নরম পাইয়াছিল, আমি সেরকম গো-বেচারা নহি, তাহা তোমাদের সেই বুড়া সর্দ্দার শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে।"

সীল সত্য কথা বাহির করিয়া লইবার উদ্দেশ্যই একথা বলিল। ডিটেক্টিভবেশী লোকটার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া সে জানিতে পারিল পূর্ব্বরাত্রে সে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সম্মুখে নীত হইয়াছিল সে কোন বদমায়েসের দলের সর্দ্দার, এবং তাহার নাম কাউণ্ট গগল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহার একখণ্ড বৃহৎ

হীরকের সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু সে তখন আর কোন কথা জানিতে পারিল না।

গোয়েন্দাবেশী প্রবঞ্চকটা সীলের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি এখন মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাক; কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমার রাগ বাড়াইও না। তুমি যেখানে যাইতেছ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা বলিতে পারিবে। এখন যদি মুখ বুজিয়া স্থিরভাবে বসিয়া না থাক, তাহা হইলে আমার হাতের এই ডাণ্ডা তোমার মাথায় পড়িবে।"

সীল ডাণ্ডা খাইবার জন্য উৎসুক ছিল না; এজন্য আর কোন কথা না বলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। ট্যাক্সি নানা পথ ঘুরিয়া ফিজরয় ষ্ট্রীট অতিক্রম করিল; তাহার পর মেরিলিবোন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল, এবং অবশেষে বেকার ষ্ট্রীট ষ্টেশনে আসিয়া সেণ্ট জন্‌স উড রোডের দিকে চলিল। ট্যাক্‌সি সেণ্ট জন্‌স-উড রোড দিয়া আধ মাইল আসিয়া, পুনর্ব্বার ঘুরিয়া কয়েক মিনিট পরে একখানি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। যে জাল-পুলিশম্যান গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিল, সে উঠিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিল। তখন ডিটেক্‌টিভবেশী বদমায়েসটা তাহার হাতের লাঠী দিয়া সীলের পাঁজরে একটা খোঁচা মারিয়া বলিল, "গাড়ী হইতে নাম; কিন্তু নামিয়া সরিয়া-পড়িবার চেষ্টা করিলেই, কি করিব বুঝিতে পারিতেছ?" —সে তাহার লাঠী আন্দোলিত করিয়া তাহার কথার শেষাংশ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল (his gesture with the club was significant)

সীল নিঃশব্দে গাড়ী হইতে নামিল। শৃঙ্খলিত হস্তে আত্মরক্ষার চেষ্টা বিফল বুঝিয়া সে তজ্জন্য চেষ্টা করিল না; লাঠীর ভয়ে সাহায্য লাভের জন্য চিৎকার করিল না। সীল গাড়ী হইতে নামিলে সম্মুখস্থ

অট্টালিকার বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তখন সীলের সঙ্গীদ্বয় তাহাকে সেই অট্টালিকার হল-ঘরে পরিচালিত করিল। তাহাদের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

হল-ঘরের বাম পার্শ্বে একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল; মুহূর্ত্ত পরে সেই দ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং সীল পূর্ব্বদিন সায়ংকালে যে দাড়িওয়ালা লোকটাকে উত্তম-মধ্যম দান করিয়াছিল, সেই লোকটা সেই কক্ষের বাহিরে আসিল। সে সীলকে সম্মুখে দেখিয়া খুসী হইল, এবং দাড়ি নাড়িয়া হাসির ভঙ্গীতে দাঁত বাহির করিল; তাহার পর সেই জাল-ডিটেক্‌টিভকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বলিহারী জেক, তুমি ঠিক লোককে পাক্‌ড়াইয়া আনিয়াছ।"—কথাগুলি সে বিশুদ্ধ ইংরাজীতেই বলিল।

সীলের সঙ্গী সদম্ভে বলিল, "হাঁ, মিঃ পেট্রফ, আমি কি এতই বেহুঁস যে, আসল আসামীকে না পাকড়াইয়া একটা বাজে লোককে ধরিয়া আনিব? উহাকে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?"

পেট্রফ নামক দাড়িওয়ালাটা বলিল, "সর্দ্দার এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ উহাকে মোরোলফের কাছে রাখিতে পার। গুদামে তাহার কাছে থাকিলে এই বদমায়েসটা পলায়নের চেষ্টা করিতে পারিবে না।"

জেক বলিল, "ঠিক বলিয়াছ।"

অতঃপর সীলের সঙ্গীদ্বয় দুই পাশে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিল, এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া মেঝের নিম্নস্থিত গুদামের সিঁড়ির মাথার দিকে চলিল। ভূগর্ভস্থ গুদামের সিঁড়ি অন্ধকারাচ্ছন্ন। জেক পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র বিজলি-বাতি বাহির করিয়া সঙ্কীর্ণ পাষাণ-সোপান আলোকিত করিল। সিঁড়ির নীচে একটি লৌহ-দ্বার; দ্বারটি রুদ্ধ ছিল। জেক চাবি দিয়া দ্বারটি খুলিয়া ফেলিল;

তাহার পর সে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "এটি আমাদের গুপ্ত কামরা। ইহা শব্দরোধক। তোমাকে এই কামরায় রাখিয়া দরজাটি বন্ধ করিলে বাহিরের কোন লোক তোমার চিৎকার শুনিতে পাইবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গিতে পার।"

জেকের হাতে যে বিজলি-বাতি ছিল তাহার উজ্জ্বল আলোকে অপ্রশস্ত গুদাম-ঘরটি আলোকিত হইলে, সীল সেই কক্ষে প্রবেশ করিবা-মাত্র একটা ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনিতে পাইল; মুহূর্ত্ত পরে সেই গুদামের একপ্রান্তে লৌহ-শৃঙ্খলের ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনিয়া সীল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—একটি লোক সেই কোণ হইতে স্খলিতপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার কোমর সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা পরিবেষ্টিত; শৃঙ্খলটি একটি ক্ষুদ্র তালা দ্বারা আবদ্ধ। শৃঙ্খলটির অপর প্রান্ত সেই কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন লৌহ-বলয়ের সহিত গ্রথিত। শৃঙ্খলিত ব্যক্তি সেই কোণে বসিয়া ছিল; সে উঠিয়া দ্বারের দিকে আসিবার চেষ্টা করায় লৌহশৃঙ্খল ঝন্-ঝন্ শব্দে আন্দোলিত হইয়াছিল। অন্ধকার-কক্ষ সহসা সুতীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় শৃঙ্খলিত কয়েদীর চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল। সে উভয় হস্তে চক্ষু ডলিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে আগন্তুকগণের মুখের দিকে চাহিয়া আড়ষ্টস্বরে বলিল, "এক গ্লাস জল,—দোহাই তোমাদের! আমাকে এক গ্লাস জল দাও। পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

জেক সীলের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল; সে হাসিয়া সীলকে বলিল, "এই যুবককে এখানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে; উহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহা বলিতে সম্মত হয় নাই; এজন্য তিন দিন উহাকে কিছুই পান করিতে দেওয়া হয় নাই, জল পর্য্যন্ত

পায় নাই ; ইহাই উহার অবাধ্যতার শাস্তি। তুমি প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুখ বুঁজিয়া থাকিলে, তোমাকেও এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আশা করি উহার অবস্থা দেখিয়া তোমার শিক্ষা হইবে।”

সীল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্য কয়েদীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জেকের মন্তব্য শুনিয়া কোন কথা বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; কিন্তু চক্ষুর নিমেষে সে যে কায করিল তাহা যেমন আকস্মিক, সেইরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব। (quite suddenly and unexpectedly he acted.) মুহূর্ত্তমধ্যে সে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে জেক ও সেই জাল-পাহারাওয়ালাটার কবল হইতে উভয় বাহু মুক্ত করিল, এবং সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিদ্যুদ্বেগে তাহার বাঁ পা পশ্চাতে উঠাইয়া সেই জাল-পুলিশের সুগুরু নিতম্বে বুটের এরূপ ঠোক্কর মারিল যে, সে পদাহত ফুটবলের মত শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া সেই কক্ষের পাথরের মেঝের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল ! (fell sprawling on his face on the hard stone floor.) ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সীল তাহার শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় লোহার বেড়ির মত জেকের কণ্ঠদেশে স্থাপিত করিয়া এরূপ প্রচণ্ডবেগে এক ধাক্কা দিল যে, জেক সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া, চিত হইয়া সেই জাল-কন্‌ষ্টেবলের পিঠের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

সীল সেই মুহূর্ত্তেই জেকের পেটের উপর দুই পা চাপাইয়া জাঁতিয়া বসিল, এবং এরূপ জোরে চাপ দিল যে, তাহার নিষ্পেষিত উদর পিঠে ঠেকিল ! জেক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া খাবি খাইতে লাগিল। তাহার হাতের বিজলি-বাতি শিথিল হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া নিবিয়া গেল, এবং সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সীল ও জেক উভয়ের দেহের চাপে পিষ্ট জাল-পাহারাওয়ালাটা

যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এবং জেকও, তাহার পেটের নাড়ী ভুঁড়ি সীলের পদতাড়নে দলিত ও মথিত হওয়ায়, মুখব্যাদান করিয়া কাতর কণ্ঠে, তাহার সহযোগীর স্বরে স্বর মিশাইয়া চিৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু সে সেই গুদামে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, এজন্য তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদ সেই কক্ষের বাহিরের কোন লোকের কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি জেকের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য সীলের আগ্রহ হইল। সে সেই অন্ধকারেই দুই হাত বাড়াইয়া জেকের মাথাটা চাপিয়া ধরিল এবং তাহা প্রায় আধ হাত উর্দ্ধে টানিয়া তুলিয়া লোহার হাতুড়ির আঘাতের মত প্রচণ্ড বেগে পাথরের মেঝের সঙ্গে ঠুকিয়া দিল। সেই আঘাতে জেকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িল না—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়; ভারি শক্ত মাথা!

জাল-কনষ্টেবলটা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রায় সাত মন ভারী উভয় দেহের তলায় পড়িয়া ছট্‌-ফট্‌ করিতেছিল; সীল তাহাকেও ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহার মাথা উর্দ্ধে তুলিয়া, সেই ভাবে মেঝের সঙ্গে ঠুকিয়া দিল। জাল-পাহারাওয়ালার কণ্ঠ নীরব হইল। সেই আঘাতে তাহারও চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সীল এই সুযোগে হাতকড়ি জোড়াটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল হইল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অন্ধকারেই জেকের সংজ্ঞাহীন দেহ টানিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর নিকট উপস্থিত হইল, ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কয়েদীটা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতেছিল, তাহার কোন সাড়া শব্দ ছিল না; কিন্তু সে নিকটেই বসিয়া ছিল বুঝিতে

পারিয়া সীল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওহে, ও শিকলে-বাঁধা ভাল-মানুষটি! জাগিয়া আছ, না ঘুমাইয়া পড়িয়াছ?"

কয়েদী বলিল, "উঃ, বড় পিপাসা! গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

সীল বলিল, "আমি তোমার শুক্‌নো গলা ভিজাইয়া দিতে পারি: কিন্তু তার আগে তোমাকে এক কায করিতে হইবে।"

কয়েদী বলিল, "আপনি স্যাণ্ডোর বাবা! কোন বেটা পালোয়ান আপনার মাথার একগাছা চুলও সোজা করিতে পারে না! পূর্ব্বজন্মে আপনি বুঝি হারকুলি ছিলেন? আপনি সব পারেন; কিন্তু উহারা আমার কোমরের শিকলে তালা চাবি লাগাইয়া তাহা দেওয়ালে গাঁথিয়া রাখিয়াছে; সেই শিকল উপড়াইয়া ফেলি, সে সাধ্য আমার নাই; তবে কোন্ কায আমাকে করিতে হুকুম করিতেছেন আপনি—এই বিশ শতাব্দীর হারকুলি মহাশয়?"

সীল হাসিয়া বলিল, "এই দুই বেটা মেকি-পুলিশকে আপাততঃ ঘুম পাড়াইয়াছি; এই ফাঁকে চম্পট দিতে না পারিলে তুমি তৃষ্ণায় অক্কা লাভ করিবে। তোমাকে শিকল ছিঁড়িতে হইবে না; তোমার কোমর শিকলে বাঁধা থাকিলেও, তোমার দুইখানা হাতই খোলা আছে ত? তুমি এই জাল-গোয়েন্দাটার পকেট খুঁজিয়া আমার হাতকড়ির চাবিটা বাহির কর। ও বেটা আমার হাতে হাতকড়ি আটিয়া চাবিটা কোটের পকেটে রাখিয়াছিল; তুমি উহার কোটের পকেটেই তাহা পাইবে।"

কয়েদী বলিল, "আপনি কে মহাশয়? উহারা আপনার মত জোয়ানকে কিরূপে কায়দা করিল তাহাই ভাবিতেছি! উঃ, তিন তিন দিন এই ডাকাতগুলা আমাকে এক বিন্দুও জল খাইতে দেয় নাই। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে; প্রাণ যায় যে!"

সীল বলিল, "আমি উহাদের যম্ গুরু ! আমার অন্য পরিচয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইও না ; এখন বেশী কথা বলিবার সময় নাই। যাহা বলিলাম, সেই কাযটা এই মুহূর্ত্তেই কর। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিতে বিলম্ব হইলে উহাদের দলের অন্য কোন লোক হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িতে পারে, তখন পলায়নের সুযোগ নষ্ট হইবে। আমরা উভয়েই মারা পড়িব।"

কয়েদীটা আর কোন কথা না বলিয়া সংজ্ঞাহীন জেকের কোটের পকেটে হাত পুরিয়া পকেট হাতড়াইতে লাগিল, এবং পাশের একটা পকেট হইতে এক-গোছা চাবি বাহির করিল। সেই সকল চাবির ভিতর হইতে হাতকড়ির ছোট চাবিটি বাছিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। সে সেই চাবির সাহায্যে সীলের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। উভয় হস্ত শৃঙ্খলমুক্ত হইলে সীল সেই হাতকড়ি পকেটে ফেলিল ; তাহার পর সে অন্ধকারে মেঝে হাতড়াইয়া জেকের হস্ত-চ্যুত বিজলি বাতিটা কুড়াইয়া লইল। তাহার সুইচ টিপিতেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।

সীল সেই আলোকে চাবির গোছাটি পরীক্ষা করিয়া একটি চাবি বাছিয়া লইল ; তাহা কয়েদীটার কোমরের শিকলের তালার চাবি। সেই চাবি দিয়া সে তালাটি খুলিয়া-ফেলিলে কয়েদীও শৃঙ্খলমুক্ত হইল। অতঃপর সীল সেই জাল-পুলিশদ্বয়ের পকেটে যাহা কিছু পাইল সমস্তই বাহির করিয়া লইল। তাহাদের উভয়েরই পকেটে এক একটা পিস্তল ছিল ; তদ্ভিন্ন, সীল জেকের পকেটে নিজের পিস্তলটিও পাইল। দুইটি পিস্তল সে নিজের পকেটে ফেলিয়া শৃঙ্খলমুক্ত যুবকটিকে বলিল, "এখন আমাদিগকে সরিয়া পড়িতে হইবে। তোমার কাছে একটা হাতিয়ার থাকা দরকার, কেহ আক্রমণ করিতে

আসিলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইবে ; এই পিস্তলটি রাখ ।”—তৃতীয় পিস্তলটি সে তাহার হস্তে প্রদান করিল ; কিন্তু পিস্তলটি তাহার অসাড় হাত হইতে মেঝের উপর খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা গুজিয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার দেহ এরূপ অবসন্ন হইয়াছিল যে, তাহার দুই পা চলিবার শক্তি ছিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

সীল যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া সেই শত্রুপুরী হইতে পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছিল ; কারণ তাহাকে সেখানে রাখিয়া যাইলে দুর্দ্দান্ত দস্যুরা ক্রোধে ক্ষেপিয়া-উঠিয়া তাহাকে হত্যা করিবে—সীল ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে অবসন্ন ভাবে বসিয়া-পড়িতে দেখিয়া সীল উৎকণ্ঠিত হইল। যে চলৎ-শক্তিবিহীন, তাহাকে সে কি উপায়ে উদ্ধার করিবে ?

সীল তাহার হস্তচ্যুত পিস্তলটি কুড়াইয়া লইয়া পকেটে ফেলিল, তাহার পর সেই কয়েদীকে টানিয়া-তুলিয়া কারাকক্ষের বাহিরে আনিল, এবং নিম্নতম সোপানের এক প্রান্তে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া, সিড়িটা পরীক্ষা করিয়া আসিল। সে দেখিল, সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ সোপানের দুই পার্শ্বে ধারীর মত খানিক স্থান ছিল। সীল তাহার সঙ্গীকে তুলিয়া লইয়া গিয়া ধারীর এক পাশে বসাইয়া রাখিল ; তাহাকে বলিল, “এই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, এখান হইতে কোন্ পথে পলায়নের সুবিধা হইবে তাহা দেখিয়া আসি।”

যুবকটি আড়ষ্ট :স্বরে বলিল, “আমাকে যদি শীঘ্র এক গ্লাস মদ দিতে পারিতেন তাহা হইলে আমি সুস্থ হইয়া পলায়নে আপনাকে সাহায্য করিতে পারিতাম ; আমাকে লইয়া আপনাকে বিব্রত হইতে হইত না।”

সীল সেই গুদামের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, চাবি দিয়া তাহা বন্ধ করিতে আসিল ; সেই কক্ষ হইতে উপরে যাইবার সি ড়ির দরজা খোলা ছিল ; দরজার অন্য পার্শ্বের কক্ষটি আলোকিত থাকায় সেই আলোকে সি ড়ির প্রবেশ-দ্বার আলোকিত হইয়াছিল। সীল কারাকক্ষের চাবি ঘুরাইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সি ড়ির ঊর্দ্ধস্থিত দ্বারে কোন ব্যক্তির ছায়া পড়িল।

দাড়িওয়ালা রুসিয়ান পেট্রফ সি ড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া তাহার পদ-প্রান্তস্থ সোপানশ্রেণীর দিকে ঈষৎ ঝু কিয়া-পড়িয়া বলিল, "জেক, তোমার ফিরিতে এত দেরি হইতেছে কেন? সারাদিনই কি ওখানে বসিয়া থাকিবে।"

সীল তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন সোপানশ্রেণীর নিম্নে গুদামের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। সে একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তীরবেগে সিঁড়ির মাথায় উঠিল, এবং দুইহাতে পেট্রফের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া নীচের দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিল ; পেট্রফ ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া মুখ গু জিয়া নীচে পড়িতেই সীল দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর সবেগে তাহাকে সি ড়ির নীচে নিক্ষেপ করিল। সি ড়ির নীচে গুদামের দ্বারের সম্মুখে প্রস্তরবদ্ধ চত্বর ছিল, পেট্রফ সি ড়ি-গুলি অতিক্রম করিয়া হেটমুণ্ডে সেই চত্বরের উপর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

পেট্রফ অসাড়ভাবে সেই গুদামের সম্মুখে পড়িয়া রহিল ; তাহার পতনের শব্দ শুনিয়া যদি ঊর্দ্ধস্থিত কোন কক্ষ হইতে কেহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে ভাবিয়া সীল তাহার হাতের পিস্তল উদ্যত করিল ; সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল ; কিন্তু ঊর্দ্ধস্থিত কক্ষে

সে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল না; পেট্রকের পতনশব্দ সম্ভবতঃ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। সে পেট্রকের অসাড় দেহ দুই হাতে কাঁধে তুলিয়া সোপানের প্রান্তস্থিত পূর্ব্বোক্ত গুদামে নিক্ষেপ করিল, এবং গুদামের দ্বারে চাবি দিয়া সিঁড়ির উপরে উঠিল।

সিঁড়ির মাথায় যে দ্বার ছিল সেই দ্বার দিয়া হল-ঘরে যাওয়া যাইত। সীল নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া সেখানে জন প্রাণীর সাড়াশব্দ পাইল না; কিন্তু হল-ঘর সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইলেও অদূরবর্ত্তী পাকশালা হইতে একাধিক লোকের মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। সে হল-ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে কিছু দূরে সেই অট্টালিকার সদর দরজা দেখিতে পাইল। হল-ঘরের দক্ষিণ দিকে আর একটি কক্ষের দ্বার ছিল; পেট্রক সেই দ্বার দিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ির মাথায় উপস্থিত হইয়াছিল। সীল সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মাথা বাড়াইয়া কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সেই কক্ষেও সে জনপ্রাণীকে দেখিতে পাইল না। তখন সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে চাহিতেই এক কোণে একটি ক্ষুদ্র টেবিলে হুইস্কির একটা বোতল ও গ্লাস দেখিতে পাইল। সীল তাহা তুলিয়া লইয়া কয়েদীটার সম্মুখে আসিল এবং বোতল হইতে খানিক হুইস্কি গ্লাসে ঢালিয়া গ্লাসটা তাহার মুখের কাছে ধরিল; তাহাকে বলিল, "গ্লাসের হুইস্কিটুকু পান কর, আস্তে আস্তে চুমুক দাও; একবারে বেশী ঢালিলে উহা গলায় বাধিয়া যাইতে পারে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আছে কি না।"

হুইস্কি পান করিয়া যুবক চাঙ্গা হইল; দেহের অবসাদ অন্তর্হিত হওয়ায় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তখনও সে দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিল।

সীল এইবার সেই অট্টালিকা-ত্যাগের জন্ত ব্যগ্র হইল। সেই সময়. হল-ঘরে কোন লোক ছিল না, বাহিরে যাইবার পথেও কোন বাধা·বিঘ্ন ছিল না; সুতরাং এই দুর্লভ সুযোগটুকু নষ্ট করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

সীল বলিল, "এখানে আর অধিক বিলম্ব করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়; যদি তোমার হাঁটিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে বল, আমি তোমাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া এই মুহূর্ত্তেই ঐ পথে পলায়ন করিব।"

সীল সঙ্গীর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল; তাহার পর অবলীলাক্রমে তাহাকে বহন করিয়া হল-ঘরের ভিতর দিয়া সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু সে সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার কাঁধের বোঝা লইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; কারণ সে সেই দ্বারের বাহিরে কোন লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইল। আগন্তুক বাহির হইতে সেই ঘরের দিকে আসিতেছিল; কিন্তু সে সেই বাড়ীর লোক, কি বাহিরের কোন লোক, তাহা অনুমান করা সীলের অসাধ্য হইল। সীল অতঃপর কি করিবে, দ্বারের কয়েক ফিট দূরে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল; সেই সময় তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি কক্ষে সবেগে ঘণ্টাধ্বনি হইল। সেই অট্টালিকার বহির্দ্বারে ঘণ্টার যে দড়ি ছিল, কেহ সেই দড়ি আকর্ষণ করাতেই ভিতরের কোন কক্ষে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীর লোক সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আগন্তুককে বাহিরের দ্বার খুলিয়া দিত।

সীল ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিল বাড়ীর কোন লোক মুহূর্ত্ত মধ্যে হল-ঘরের ভিতর দিয়া বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবে, এবং আগন্তুককে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিবে; সুতরাং তাহাকে ধরা পড়িতে

হইবে। সে তাহার কাঁধের বোঝা লইয়া তাড়াতাড়ি কোন স্থানে লুকাইবে, তাহার উপায় ছিল না। সে সভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল; তখনও সে কাহাকেও দ্বারের দিকে আসিতে দেখিল না বটে, কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই কক্ষান্তর হইতে কেহ হল-ঘরে প্রবেশ করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভয় ও দুশ্চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল। তখনও ঘণ্টাধ্বনির বিরাম নাই! সুতরাং কেহ হল-ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল; কিন্তু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছিল—সে কে? হয় ত সে বাহিরের লোক, কোনও দোকানদারের বিল-সরকার পাওনা টাকার তাগাদায় আসিয়াছিল, অথবা ডাক-পিয়ন চিঠি-পত্র বিলি করিতে আসিয়াছিল। আগন্তুক বাহিরের লোক হইলে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না; একটা লোককে কাঁধে লইয়া তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিলে আগন্তুক যতই বিস্মিত হউক, তাহার পলায়নে বাধা দান করিবে না; কিন্তু যদি সে গগলের দলভুক্ত দস্যু হয়, তাহা হইলে কি তাহার হাতে ধরা পড়িতে হইবে না? তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে কি বোঝা ঘাড়ে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারিবে? ফল যাহাই হউক, ঘরের ভিতর নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধরা দেওয়া সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া সীল দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, এবং কাঁধের মানুষটিকে দ্বারের অদূরে নামাইয়া তাহাকে মৃদুস্বরে বলিল, "আমার সঙ্গে তুমি দ্বারের কাছে চল; আমি দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবামাত্র তুমি আমার অনুসরণ করিবে। কেহ তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে ধরা দিও না। যদি পলাইতে না পার তাহা হইলে আর তোমার মুক্তি-লাভের আশা থাকিবে না।"

যুবক সীলের অনুসরণ করিল। সীল দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া

দ্বারের অর্গল অপসারিত করিল, এবং দ্বারের এক দিকের কপাট ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া আগন্তুকের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই মুহূর্তে যে-কাণ্ড ঘটিল তাহা যেমন আকস্মিক, সেইরূপ অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব! সীল দ্বারটি অল্প উদ্‌ঘাটিত করিয়া, মাথাটা বাহিরের দিকে ঈষৎ প্রসারিত করিবামাত্র দ্বারের বাহির হইতে কে তাহার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে এরূপ এক ঘুসি পড়িল যে, সেই বজ্রকঠোর ঘুসির আঘাতে তাহার ঠোঁট ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, এবং সেই স্থান ফুলিয়া উঠিল। সীলের দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়াই সে সেই ঘুসির বেগ অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু সেই প্রচণ্ড ঘুসি যদি তাহার অপেক্ষা দুর্ব্বল লোকের মুখে পড়িত তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ চেতনা হারাইয়া দ্বারপ্রান্তে দেহভার প্রসারিত করিতে হইত।

ঘুসির বেগে স্থির থাকিতে না পারিয়া সীলকে দুই পা পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল। যাহা হউক, সে পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তাহার আততায়ীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুই পাশে হাত নামাইল, এবং গভীর বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল।

আগন্তুক তাহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আরে! মেঘ না চাইতেই জল! কে জানিত তুমিই দরজা খুলিতেছিলে, আর আমার বজ্রমুষ্টি—"

বক্তা স্বয়ং কাপ্তেন কারভোলো!—কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হলঘরের পশ্চাদ্বর্ত্তী কোনও কক্ষ হইতে কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া

একটা লোক দ্বার খুলিবার জন্য হল-ঘরে প্রবেশ করিল। সে সীলকে, কয়েদী যুবক ও কাপ্তেন কারডোসোর সঙ্গে হল-ঘরে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া সে চক্ষুর নিমেষে কয়েক পা সরিয়া গেল; তাহার পর তাহার ডান হাতখানি বাঁ বগলে পুরিয়া যাহা বাহির করিল— তাহা অস্ত্র হইলেও পিস্তল নহে; তাহা অনতিদীর্ঘ, তীক্ষ্ণধার, সর্প জিহ্বার ন্যায় সরুলকে ফলাবিশিষ্ট পাতলা ছুরী!—কপোত-পালকেরা তাহাদের পালিত পায়রা উড়াইবার সময় পায়রাটাকে মুঠায় পুরিয়া যে ভাবে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করে—সেই লোকটা ছুরীখানি মুঠায় পুরিয়া ঈষৎ পশ্চাতে ঝুঁকিয়া, সেই ভাবে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। ছুরীখানি এরূপ কৌশলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে সীলের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইত, এবং সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইত; কিন্তু ছুরীখানি সীলের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সীল পাশ কাটাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল, এজন্য ছুরী তাহার বুকে না পড়িয়া বাহুমূলে পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে তাহা তাহার বাহুমূলে বিদ্ধ না হইয়া কোটের আস্তিনের সেই অংশ বিদীর্ণ করিয়া, আস্তিন সহ তাহা তাহার বাঁ হাতের পার্শ্বস্থ দেওয়ালে প্রোথিত হইল। কোটের আস্তিন এবং হল-ঘরের দেওয়াল সেই ছুরিকার ডগায় বিদ্ধ হইয়া একত্র গাঁথিয়া রহিল! (the point of the knife passed through his coat-sleeve, pinning it to the wall.)

তাহার পর সেই লোকটি, সম্ভবতঃ দলপতির সহকারী, তাহাদের সিঁড়ির দিকে ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পেট্রিককে আহ্বান করিবা-মাত্র কাপ্তেন কারডোসো তাহার ঘাড়ে বাঘের মত ঝাঁপাইয়া-পড়িয়া এরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিলেন যে, তাহার কণ্ঠরোধ

হইল ; তাহার টুঁ শব্দ করিবারও শক্তি রহিল না। কাপ্তেন বা হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন ; সেই অবস্থায় তিনি ডান হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার গালে এমন এক থাপড় মারিলেন যে, সেই থাপড়ে সে মাথা কাত করিয়া মেজের উপর লম্বা হইল ; তাহার হতচেতন দেহ নিস্পন্দ ভাবে কাপ্তেনের পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিল।

কাপ্তেন অবজ্ঞাভরে তাহার অচেতন দেহের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "এখন কিছু কাল ঐ ভাবেই পড়িয়া থাক। বেটা মাদার গাছে দাদ চুলকাইতে আসিয়াছিল!"

সীল দেওয়াল হইতে ছুরীখান টানিয়া খুলিয়া ফেলিলে দেওয়াল-সংলগ্ন আস্তিন খসিয়া গেল। সে তাহার সঙ্গী যুবকের হাত ধরিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "এখন চল কাপ্তেন, এখানে আর সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।"

তাঁহারা তিনজনে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া পথে আসিলেন। তাঁহারা পদব্রজে সেণ্টজন্‌স-উড রোডের মোড়ে আসিয়া ট্যাক্সি ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় একখানি সুবৃহৎ ডেমলার মোটর-গাড়ী দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। সেই গাড়ীতে চারিজন আরোহী ছিল। তাহাদের একজন গগল, আর একজন তাহার সহকারী ; তাহার কদাকার মুখের দিকে চাহিয়া সীল তাহাকে চিনিতে পারিল। সীল পূর্ব্বরাত্রে তাহার আততায়ীর দলে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু অন্য দুইজন আরোহীকে চিনিতে পারিল না ; তাহারা তাহার অপরিচিত। সীল ও তাহার সঙ্গীদ্বয়কে দেখিয়া সোফেয়ার শকটের গতিরোধ করিল। গগল ও তাহার সেই কদাকার সঙ্গীটা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গগলের আদেশে যে যুবক শৃঙ্খলিত হইয়া ভূগর্ভস্থ গুদামে আবদ্ধ

ছিল, সে-ও সীলের সঙ্গে পলায়ন করিতেছিল! গগল নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল সে তখন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল।

গগলের বিস্ময়-বিহ্বল ভাব দেখিয়া সীল অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া হাসিয়া উঠিল; তাহার উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিয়া গগল বুঝিতে পারিল স্বপ্ন নহে, সে যাহা দেখিতেছিল তাহা সত্য; তাহার সকল ফন্দী ফাঁসিয়া গিয়াছে, খাঁচার পাখী উড়িয়া পলাইতেছে!

গগল বা তাহার সহকারীর মুখে কথা সরিল না। তাহাদিগকে নির্ব্বাক দেখিয়া সীল তাহাদের গাড়ীর দরজার নিকট সরিয়া গেল, ঈষৎ হাসিয়া বিদ্রূপ ভরে বলিল, "কি গো বুড়ো হাড়গিলে! তোমার শয়তানী ফাঁসিয়া গিয়াছে বুঝিয়া একদম্ ধন্ধ হইয়াছ? মুখে বাক্ সরিতেছে না! কিন্তু আমরা তোমার আতিথ্যের লোভ সংবরণ করিয়া এখন চলিলাম; তোমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইয়াছি। চালাকি খাটিল না বলিয়া আপ্‌শোষ করিও না। যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিতে শাণ দিয়া তাহা একটু সরু করিয়া লইও; অত মোটা বুদ্ধি লইয়া সর্দ্দারী করিলে ঠকিতে হয়, একথা স্মরণ রাখিও।"

সীল মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু আক্ষেপ করিও না বৃদ্ধ! আবার আমাদের দেখা হইবে।"

গগল সীলের কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মানসিক উত্তেজনা, ক্ষোভ ও মর্ম্মপীড়া তাহার মুখে পরিস্ফুট হইল। তাহার দৃষ্টি স্থির, নির্ব্বিকার; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে তাহার চক্ষু আরক্তিম হইল, ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, হাতের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল। সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, পুনর্ব্বার দেখা হইবে—নিশ্চিত।"

সাপ দংশনের পূর্ব্বে যেমন ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে, তাহার সেই সংযত কণ্ঠস্বরে সীল সেইরূপ ফোঁস ফোঁসানির আভাস পাইল।

গগল আর কোন কথা না বলিয়া সোফেয়ারকে গাড়ী চালাইতে ইঙ্গিত করিল। তাহার গাড়ী প্রস্থান করিলে সীল তাহার সঙ্গী কয়েদীর মুখের দিকে চাহিল; যেন এতক্ষণ পরে সে তাহাকে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইল। সেই যুবকটির চেহারা দেখিয়া সীলের ধারণা হইল তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। যুবকের দেহ দীর্ঘ কিন্তু শীর্ণ। মাথার চুল ও চক্ষু-তারকা কৃষ্ণবর্ণ। মুখাকৃতিতে সে যুবকের আভিজাত্যের পরিচয় পাইল। সে সোহো পল্লীর রুসিয় রেস্তরাঁয় যে যুবতীকে দেখিয়াছিল, তাহার মুখাকৃতির সহিত এই যুবকের মুখের সাদৃশ্য ছিল। যুবকের মুখ দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে সীলের অনুকূল ধারণা হইল।

সীল তাহাকে বলিল, "তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া মনে হইতেছে। শীঘ্রই তোমার কিছু আহারের প্রয়োজন; তাহার পর দীর্ঘ নিদ্রা। দুই এক দিন তোমাকে বিশ্রাম করিতে হইবে; নতুবা সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে না। কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত তোমার পরিচয় পাই নাই; তুমি কে? তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

যুবক এরূপ অবসন্ন হইয়াছিল যে, তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছিল। সে আড়ষ্ট ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার নাম শুনিয়া আপনার কোন লাভ নাই; তথাপি আপনি আমার উদ্ধারকর্ত্তা, না, তাহা অপেক্ষাও অধিক, আমার জীবনদাতা, আপনাকে নাম বলিতে আমার আপত্তি নাই। আমার নাম আইভ্যান বোয়োনক্। আমার গন্তব্য স্থান কোথায় তাহা আমি জানি না। চুলোট্রিভ ভিন্ন কোথাও আমার আশ্রয় মিলিবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না।"

সীল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সেই স্থান হইতেই ত তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলাম। আবার কোন্ চুলোয় যাইবে ?"

মোরোনফ কোন কথা না বলিয়া উদাসীন নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক রুসিয়ান হইলেও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে সীলের সহিত কথা বলিতেছিল। বিদেশীদের কথায় একটু টান থাকে; অধিক কি, লণ্ডনবাসীরা নিউ ইয়র্কের অধিবাসীদের কথাতেও মার্কিনী টান বুঝিতে পারে; কিন্তু এই যুবকের উচ্চারণে বিদেশীসুলভ টান ছিল না। কিন্তু সীল ইহাতে বিস্মিত হইল না; সে জানিত, ইয়ুরোপের সকল জাতির মধ্যে রুসিয়ানেরা অবলীলাক্রমে এবং অতি অল্প সময়ে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে।

সীল বোধ হয় কোন বাঙ্গালীকে চিনিত না। সিভিল সার্ব্বিসের ন্যায় কঠিন পরীক্ষাতেও বাঙ্গালী সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, এ কথা শুনিলে সে বোধ হয় বিস্মিত হইত; কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। সে কেবল বণ্ডামী করিতে শিখিয়াছিল।

সীল কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাপ্তেন, তুমি ইহাকে চুলোর চেয়ে কোন ভাল যায়গায় লইয়া যাইতে পারিবে না ? তুমি ইহাকে লইয়া গিয়া কিছু খাইতে দিও, তাহার পর শয়নেরও একটা ব্যবস্থা করিও। ঐ যে একখান ট্যাক্সি আসিতেছে; তোমরা উহাতেই উঠিয়া পড়।"

সীল হাত তুলিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল; তাহার পর কাপ্তেনকে বলিল, হাঁ, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই কাপ্তেন! আমি উহাদের খপ্পরে পড়িয়া যেখানে বিপন্ন হইয়াছিলাম তুমি কিরূপে সেই আড্ডা চিনিয়া সেখানে হাজির হইয়াছিলে ?"

কাপ্তেন বলিলেন, "কাষটা কঠিন হয় নাই ; আমি গোয়েন্দা না হইলেও, সেই গোয়েন্দাটা যখন তোমাকে চালাকীতে ভুলাইয়া গ্রেপ্তার করে, তখন তাহার বিদ্রূপের হাসি দেখিয়া তাহাকে জাল গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। এইজন্য সে তোমাকে কোথায় লইয়া যায় তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়ায়, আমি অবিলম্বে আর একখানি ট্যাক্সি লইয়া তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম। তুমি বদমায়েসগুলার আড্ডায় প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিলে না দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইল তুমি হয় ত বিপন্ন হইয়াছ। এইজন্য আমি দীর্ঘকাল পরে তোমাকে খুঁজিতে গিয়াছিলাম। তুমি দরজা খুলিলে তাহাদেরই দলের কেহ দরজা খুলিয়াছে ভাবিয়া যে ঘুসি জমাইয়াছিলাম তাহা বেশ মোলায়েম বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলে কি ?"

সীল হাসিয়া বলিল, "মোলায়েম না হইলেও তোমার ঘুসি বলিয়া চিনিতে পারি নাই। একালে তুমি ঘুসোঘুসি ছাড়িয়া দেওয়াতেই তোমার ঘুসির সে রকম দুঃসহ মহিমা আর নাই।"

"তোমার সৌভাগ্য !" বলিয়া কাপ্তেন রুসিয়ান যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিলেন। সীল ঘড়ির দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং অন্য ট্যাক্সিতে উঠিয়া রেস্তরাঁর যুবতীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। তখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর দশ মিনিট অতীত হইয়াছিল।

সীল ভাবিল, "আমার বিলম্ব দেখিয়া যুবতী কি ভাবিতেছে জানি না।"

তাহাকে লইয়া ট্যাক্সি বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল।

চতুর্থ প্রবাহ

বদমায়েসের দল ও হীরকের কথা

সীল রুসিয়ান রেস্তরাঁর সেই কার্য্য-পরিচালিকা যুবতীর সহিত সাক্ষাতের জন্য যখন কভেন্ট্রি ষ্ট্রীট কর্ণারের বাড়ীর নিকট আসিল তখন সে ঘড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে সময় সেখানে তাহার পৌঁছিবার কথা, তাহার পর কুড়ি মিনিট অতীত হইয়াছিল! তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল যুবতী হয়ত তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে তখনও সীলের আগমনের প্রতীক্ষায় সে সেই বৃহৎ অট্টালিকার হল-ঘরের দরজার বাহিরে অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সীল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মোরোনফের মুখের সহিত তাহার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল। সীল তাহার সম্মুখে গিয়া টুপি তুলিল; তাহার পর বলিল, "ঠিক সময়ে আসিতে পারি নাই, সে জন্য আমি দুঃখিত। সেণ্ট জন্‌স্‌-উড রোডের এক বাড়ীতে গিয়া আমি আটকাইয়া পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, প্রথমে রেস্তরাঁয় গিয়া একটু চা খাওয়া যাক; তাহার পর আমাদের কথার আলোচনা করিলেই চলিবে।"

তাহারা উভয়ে রেস্তরাঁয় উপস্থিত হইল। সীল চা আনিতে আদেশ করিলে সেই যুবতী স্বয়ং চা লইয়া আসিল। সীল বলিল, "তুমি এখন পর্য্যন্ত আমার নাম জানিতে পার নাই; আমার নাম জেম্‌স্‌ সীল। আমি তোমার পরিচয় জানি না, এবং সেই লোকগুলি কি উদ্দেশ্যে মাঠের ভিতর দিয়া খামারের বাড়ীতে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাও আমার অজ্ঞাত; কিন্তু আমার ধারণা, কোন কারণে তুমি

গগলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ। যদি আমার এই ধারণা সত্য হয়, এবং তুমি আমার সাহায্য প্রার্থনা কর, তাহা হইলে প্রাণপণে তোমাকে সাহায্য করিব; কিন্তু গগলের ও তাহার সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে কোন কথা আমার জানা নাই; আমি তোমার নিকট সেই সকল কথা শুনিতে চাই। তাহাদের মতলব কি, তাহা জানিতে না পারিলে আমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিব না। হয় ত সেই সকল কথা গোপনীয়; কিন্তু তুমি তাহা অসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করিতে পার। আমি তাহা কাহাকেও বলিব না; আমার এই অঙ্গীকারে কি তুমি নির্ভর করিতে পারিবে না? যদি তুমি কোন কথা আমার নিকট গোপন কর, তাহা হইলে কোন উপায়ে তাহা জানিয়া লইব; কিন্তু সেই সকল বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে একটা দরকারী কথা তোমাকে শুনাইয়া রাখি; তোমার দাদা নিরাপদে আছে। প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি ও আমার বন্ধু কাপ্তেন কার্ড্জোসো সেণ্ট জন্স্-উড রোডের সেই বাড়ীর ভূগর্ভস্থ গুদাম হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। আমাদের বাসায় সে এখন কাপ্তেন কার্ড্জোসোর অতিথি।"

যুবতী সীলের কথা শুনিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার ভাই? আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?"

সীল বলিল, "আমার কথা শুনিয়া তুমি যে আকাশ হইতে পড়িলে! কাহার কথা বলিতেছি তাহা কি বুঝিতে পার নাই? আমি তোমার ভাই আইভ্যানের কথা বলিতেছি। তোমাদের উপাধি মোনোরফ।—আমার এ কথা কি সত্য নয়?"

যুবতী অস্বীকার করিতে পারিল না; সে নতমুখে ঈষৎ কুণ্ঠিত

ভাবে বলিল, "হাঁ, আমার নাম সোনিয়া মোরোনফ। কিন্তু আমার দাদা সেণ্ট জন্‌স্‌-উড রোডের কোনও বাড়ীতে ছিল—এ সংবাদ আমি জানিতাম না, আজ আপনার নিকটেই শুনিলাম।—সে সেখানে কত দিন ছিল ?"

সীল বলিল, "তিন দিন ত বটেই ; কিন্তু তাহার জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। সে এখন নিরাপদ। কাল সকালে তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে।"

সোনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তিন দিন ! তবে—তবে কি সেই পত্র খানি জাল পত্র ?"

সীল বলিল, "কোন্ পত্রের কথা বলিতেছ ? তুমি সকল কথা প্রথম হইতে আমাকে খুলিয়া বল। কোন কথা গোপন করিও না।"

সীল তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সোনিয়া সেই দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইল না। সীল সুপুরুষ ছিল না। তাহার মুখ দেখিলে তাহার হৃদয়ের কোমলতার কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না ; কিন্তু সোনিয়ার মনে হইল সেই কাঠখোট্টা চুয়াড়ে চেহারার ষণ্ডাটাকে বিশ্বাস করিয়া মনের কথা বলিলে তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

সোনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "গোড়া হইতে যদি সকল কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে ১৯১৭ সালের ঘটনা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। রুসিয়ায় সে সময় বিপ্লবের যুগ। আমার বয়স তখন দশ বৎসর। মস্কো হইতে প্রায় পাঁচ শত মাইল দূরে মিরাক নামক একটি নগর আছে ; আমার পিতা কাউণ্ট মোরোনফ সেই স্থানের জমীদার ছিলেন। রুসিয়ায় যখন বিপ্লব আরম্ভ হয়, সেই সময় আমার দাদার বয়স সতের বৎসর মাত্র ; কিন্তু হৈস-ষরদের

সেই সে বাবার সঙ্গে রুসিয়ান পল্টনে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এবং জর্ম্মান সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল। বাবার জমীদারীর ঠিক পাশেই যে জমীদারী ছিল, কাউণ্ট গগল সেই জমীদারীর মালিক ছিল; কিন্তু সে সরকারের অধীনে চাকরীও করিত,—ছোট-খাট চাকরী নয়, সে ছিল সেই প্রদেশের গবর্ণর।

"সেই যুদ্ধের পর বোলসেভিক বিপ্লব আরম্ভ হইল। আমরা বিপদ-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম। একটি ইংরাজ মহিলা আমার অভি-ভাবিকা ছিলেন। বিপদের আশঙ্কায় তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। এক সপ্তাহ কি ভাবে কাটিল, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। এক মিনিট পরে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে, এক মিনিট পূর্ব্বে তাহা আমাদের অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না। সেই অবস্থায় আমরা পোলাণ্ড-সীমায় প্রবেশ করিলাম। আমরা তখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল; পরিহিত পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কোন বস্ত্র আমাদের সঙ্গে ছিল না; কিন্তু পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসতে কর্ণেল ক্রাসভের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনিই দ্যিগুইট রেস্তরাঁর স্বত্বা-ধিকারী। তিনিও বিপন্ন হইয়া আমাদের মত পলায়ন করিতে-ছিলেন। তিনি আমাদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া দয়া করিয়া আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন।

"আমার অভিভাবিকা সেই ইংরাজ মহিলাটি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কর্ণেল ক্রাসভ শ্বেত রুসিয় সৈন্যদলের পক্ষাবলম্বন করিয়া লালকুর্ত্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রুসিয়ায় ফিরিলেন। আমি মিস্ ক্রাসভের আশ্রয়ে প্রায় এক বৎসর ওয়ারস নগরে বাস করি-লাম। বৎসরান্তে কর্ণেল ক্রাসভ যুদ্ধে আহত হইয়া কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি রুসিয়া হইতে অনেক সংবাদ সংগ্রহ

করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট আমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম। শুনিলাম দাদা জীবিত আছে; কিন্তু ডিক্-কাকার সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। ডিক্-কাকা কে বুঝিতে পারিলেন না? কর্ণেল ক্রাসডের পূরা নাম ডিক্‌রান ক্রাসড। আমি তাঁহাকে ডিক্-কাকা বলিতাম; কাকার মতই তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। ডিক্ কাকা বলিলেন, দাদার সঙ্গে তাঁহার দেখা না হইলেও তিনি তাহার পত্র পাইয়াছিলেন। সে তখন আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় একশত মাইল দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে ছদ্মনামে কাঠুরিয়ার হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতেছিল। ভাগ্য—দেবতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

"ডিক্-কাকার নিকট আরও শুনিতে পাইলাম বিখ্যাত জমীদার এবং একটি বৃহৎ প্রদেশের ভাগ্য-বিধাতা কাউণ্ট গগল বিপ্লব আরম্ভের পর বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করিয়াছিল! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বহুপূর্ব্ব হইতেই সে বিপ্লবীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সরকারের প্রসাদপুষ্ট একজন প্রধান কর্ম্মচারীর এইরূপ বিচিত্র ব্যবহার! কাউণ্ট গগলের আশা ছিল বিপ্লববাদীরা দেশ-শাসনের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে তাহাকে রাজ্যের কোন উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবে; কিন্তু তাহারা গগলের সেই আশা পূর্ণ করে নাই। যাহারা সরকারের আশ্রয়ে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সুখ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহারা যাহাদের জন্য ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহারা সেই বিশ্বাসঘাতকদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিতে পারে কি? কিন্তু তাহারা তাহাকে সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদেই নিযুক্ত রাখিয়াছিল। ইহাই তাহার

বিশ্বাসঘাতকতার যথেষ্ট পুরস্কার। তাহারা তাহার উচ্চতর আশা পূর্ণ করে নাই।"

সোনিয়া এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইল। সহসা তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল, চক্ষু অশ্রুভারে ঝাপসা হইয়া উঠিল; সহসা কোন্ দুঃখ কষ্টের স্মৃতিতে তাহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছে, নীল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু সে তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সোনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবেগ-কম্পিত-স্বরে বলিল, "বিশ্বাসঘাতক প্রাদেশিক গভর্ণর গগল আমাদের বহু-পুরুষের আনন্দ-নিকেতন, বহু-প্রাচীন বাসভবন অগ্নি-মুখে সমর্পণ করিয়া তাহা ভস্মীভূত করিয়াছিল। সে আমার পিতার বিশ্বস্ত অনুচরগণকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বন্দুকের গুলীতে নিহত করিয়াছিল; কতকগুলি অনুগত প্রজাও তাহার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকায় যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য পুরুষ পরম্পরায় সঞ্চিত ছিল, তাহাও সে অপহরণ করিয়াছিল। আমার পিতার আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন হইলেও তাঁহার ধনভাণ্ডারের হীরক রত্নাদির মধ্যে একখানি সুবৃহৎ নীলবর্ণ হীরক ছিল; তাহাই বোধ হয় 'নীলকান্ত মণি' নামে প্রসিদ্ধ। সেই হীরকখানি অতুলনীয় রত্ন, অমূল্য ধন। পৃথিবীতে সেরূপ বৃহৎ হীরা দ্বিতীয় নাই। সেই হীরকখানি আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ রুসিয়ার মহিয়সী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথেরাইনের নিকট উপহার পাইয়াছিলেন। অন্যান্য ধন রত্নের সহিত সেই নরপিশাচ সেখানিও লুণ্ঠন করিয়াছিল।

"কাকা ভিকের নিকট এই সকল সংবাদ পাইয়াছিলাম। তিনি যে পর্য্যন্ত সুস্থ হইতে না পারিলেন, সে পর্য্যন্ত আমরা ওয়ারসতেই ছিলাম। তাহার পর কিছুদিনের জন্য আমরা প্যারিসে যাত্রা

করি। কাকা ডিকের সম্বল ফুরাইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং অর্থাভাবে তাঁহাকে কোন কায কর্ম্মের চেষ্টা করিতে হইল; কিন্তু সে সময় নিরাশ্রয় রুসিয়ানদের দল প্যারিসে আসিয়া ফরাসী-রাজধানী পূর্ণ করিয়াছিল; সুতরাং প্যারিসে অর্থার্জ্জনের সুযোগের অভাবে আমাকে লইয়া তিনি লণ্ডনে আসিলেন, এবং অর্থ উপার্জ্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া দ্যিগুইট নামক ভোজনাগারটি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আমার তখন বয়স হইয়াছিল, রেস্তরাঁর কার্য্য পরিচালনে আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। এই ব্যবসায়ে তেমন অধিক অর্থাগমের আশা নাই; কারণ লণ্ডন-প্রবাসী রুসিয়ানেরাই এখানে আহার করে। তাহাদের কাহারও আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে; অনেকেই দরিদ্র ও নিরাশ্রয়। অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে, তাহাদের সেরূপ সামর্থ্য নাই। কাকা বিনামূল্যে অনেককে আহার দিয়া থাকেন। আমরা মধ্যে মধ্যে দেশের সংবাদ পাই। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এক দিন সংবাদ পাইলাম, সোভিয়েট-সরকারের সহিত কাউণ্ট গগলের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। লোকটার স্বভাবই বিশ্বাসঘাতকতা করা। সে সোভিয়েট-সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সীল বলিল, "জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করাই লোকটার স্বভাব।"

সোনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সেইজন্যই ত সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। কে তাহাকে ঘৃণা না করে? আমার বিশ্বাস, তাহার মত বদলোক পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। সে প্রথমে আমাদের দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে দলে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের

সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন্ কুকর্ম সে না করিতে পারে? দুনিয়ার কাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কুণ্ঠা নাই। ক্ষমতা ও অর্থই তাহার কামনার বস্তু; তাহার আরাধ্য দেবতা। সে যেমন বিশ্বাসঘাতক, সেইরূপ ফন্দিবাজ ও নিষ্ঠুর। লোকে তাহাকে 'লাল দস্যু' বলে। সে কিরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক তাহা কল্পনা করাও আপনার অসাধ্য।"

সীল বলিল, "তাহার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে; এইজন্য আমি তাহাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।"

সোনিয়া সীলের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিতে লাগিল, "এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার দাদা হঠাৎ আমাদের এই রেস্তরায় উপস্থিত! সে আমাদের ঠিকানা জানিত না; তথাপি তাহার এখানে আসিতে তেমন অসুবিধা হয় নাই; সে লণ্ডনে আসিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে নদীতীরস্থ পথ ধরিয়া চলিতেছিল। নদীতীরে যে ছবি-ঘর আছে, তাহারই পাশে বাবার এক বন্ধুর বাড়ী, তাঁহার নাম জেনারেল টুরভ। তিনি হঠাৎ দাদাকে রাস্তায় চলিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। দাদা তাঁহারই নিকট আমার ঠিকানা জানিতে পারিয়া এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল। কত কাল পরে দাদার সঙ্গে দেখা! আমি যেন হারানিধি হাতে পাইলাম। আমাদের কথা আর ফুরায় না; সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল।

"দাদার কাছে শুনিলাম, বহু দিন হইতে সে কাউণ্ট গগলের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল; কিন্তু গগল হীরাখানি খোয়াইবার আশঙ্কায় এ রকম কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিল যে, দাদার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কাউণ্ট গগলও সর্ব্বদা সতর্কভাবে বাস করিত, এক জন দেহরক্ষী না লইয়া পথে বাহির হইত না। কারণ তাহার অত্যা-

চারে সকলেই উৎপীড়িত হইয়াছিল; তাহার আশঙ্কা ছিল হঠাৎ আততায়ী-হস্তে তাহার প্রাণ যাইতে পারে। এক দিন দাদা সুযোগ পাইয়া হীরাখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই কাউণ্ট গগলের রক্ষীরা তাহাকে দেখিতে পায়। দাদা অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করে; কিন্তু তথাপি সে হীরাখানি হস্তগত করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, মানুষ জীবন মরণ পণ করিয়া সঙ্কল্প সাধনের চেষ্টা করিলে তাহাই তপস্যা। প্রাচ্য মহাদেশেই হউক, বা প্রতীচ্যেই হউক, মানুষ একাগ্র চিত্তে কঠোর তপস্যা করিলে তাহা বিফল হয় না। কখন কখন দাদা হতাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইত না, ভাবিত, এক দিন আশা পূর্ণ হইবেই। আমাদের ব্রত ভঙ্গ হয় তখনই—যখন আমরা হতাশ হইয়া চেষ্টা ত্যাগ করি।

"অবশেষে সোভিয়েট-সরকারের কোপানলে পড়িয়া কাউণ্ট গগলকে রুসিয়া হইতে পলায়ন করিতে হইল। সে যখন বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছিল, সেই সময় সোভিয়েট-সরকার-প্রেরিত সৈন্যেরা তাহার বাস-ভবন আক্রমণ ও অধিকার করে; সে মফস্বল হইতে সদরে ফিরিলেই তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ পাইয়াছিল; কিন্তু গুপ্তচরের নিকট সরকারের আদেশ জানিতে পারিয়া সে আড্ডায় না ফিরিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে ইংলণ্ডে পলায়ন করিল। আমাদের সেই হীরাখানি সে বাড়ীতে ফেলিয়া গিয়াছিল; সে তাহা সঙ্গে লইতে পারে নাই। কিন্তু সরকারের পল্টন সেই মহামূল্য হীরার কথা জানিত; তাহারা গগলের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াও হীরার সন্ধান পাইল না। কারণ লেভিনস্কি নামক একটা লোক পূর্ব্বেই তাহা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

"লেভিনস্কি সেই হীরা লইয়া রুসিয়ায় বাস করা নিরাপদ নহে বুঝিয়া প্যারিসে পলায়ন করে। সেখানে একজন ইংরাজ জহরীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। এই ব্যক্তি ধনবান; হীরক জহরত সংগ্রহের জন্য তিনি দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার নাম সার চার্লস বক্‌ফাষ্টলে। লেভেনস্কি তাঁহার অনুরোধে হীরাখানি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য লণ্ডনে লইয়া আসে।

"আমার দাদা প্যারিসে আসিয়া তিন জন রুসিয়ানের দেখা পাইয়াছিল। তাহারাও ধরা পড়িবার ভয়ে রুসিয়া হইতে পলায়ন করিয়া ফ্রান্সে আসিয়াছিল। দাদা হীরাখানি উদ্ধারের জন্য তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা দাদার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়া বলিল, লেভিনস্কি যখন সেই হীরা লইয়া প্যারিস হইতে বোঁলো যাইবে, সেই সময় তাহারা তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে। তদনুসারে তাহারা স্থির করিল—যে দিন লেভিনস্কি প্যারিস-বোঁলো একস্‌প্রেসে বোঁলো যাইবে, সেই দিন তাহারা সেণ্ট হিলেরী ও বরেন নামক গ্রাম দুইখানির মধ্যবর্ত্তী কোন নির্জ্জন মাঠে ট্রেণ থামাইয়া হীরাখানি লুঠ করিবে, এবং ট্রেণ হইতে নামিয়া-পড়িয়া একটি অরণ্যের ভিতর দিয়া মোটর-কারে উঠিয়া পলায়ন করিবে। মোটর-কার পূর্ব্ব হইতেই সেই অরণ্য-প্রান্তে তাহাদের প্রতীক্ষা করিবে। মোটর-কারে তাহারা সমুদ্র-কূলে উপস্থিত হইবে। সেখানে তাহারা একখানি দ্রুতগামী মোটর-বোটে আশ্রয় লইয়া ইংলণ্ডে আসিবে।

"তাহাদের এই সঙ্কল্পের প্রথমাংশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা সেই ট্রেণের কোন কামরার শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়াছিল; তাহার পর লেভিনস্কির নিকট হইতে হীরাখানি কাড়িয়া লইয়া তাহারা ট্রেণ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে

অদূরবর্ত্তী অরণ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু যে সময় তাহারা মোটর-কারে উঠিতে যাইবে, সেই সময় একদল দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের নিকট লাঠী ছোরা ও রিভলবার ছিল ; উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একজন দস্যু আমার দাদার মাথায় লাঠী মারিতেই দাদা অচেতন হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। দাদার চেতনা হইলে চারি দিকে চাহিয়া সে কাহাকে দেখিতে পাইল না ; অরণ্য তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ট্রেণখান অনেক পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। দাদার পকেটে কিছুই ছিল না। সে মুর্চ্ছিত হইলে তাহার পকেটের সকল দ্রব্যই অপহৃত হইয়াছিল।

"কিন্তু সেই হীরাখানি সে যে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, দস্যুরা তাহার সন্ধান পায় নাই ; যদিও দাদা জানিত না যে, দস্যুরা হঠাৎ তাহাদিগকে সেই অরণ্যের প্রান্তে আক্রমণ করিবে, তথাপি সে আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কায় পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়াছিল। সে যখন প্যারিসে ছিল, সেই সময় সে আমাদের সেই মহামূল্য নীল হীরার অনুরূপ একখানি ঝুটা হীরা সংগ্রহ করিয়াছিল ; তাহার আকার, গঠন, ও বর্ণ আসল হীরারই অনুরূপ। সেই ঝুটা হীরা দাদার কাছেই ছিল। কিন্তু সে আসল হীরাখানি লেভিনস্কির কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার কোন সহযোগীর হস্তে প্রদান করে। সেই ব্যক্তি বিশালদেহ ; তাহার দেহেও অসীম বল। তাহার নাম পুষ্‌কিন। আমার দাদা পুষ্‌কিনকে সৎলোক বলিয়া জানিত ; এ জন্য হীরাখানি তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দাদা হীরাখানি তাহার হাতে দিয়া তাহাকে বলিয়াছিল—যদি দস্যুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে যুদ্ধে তাহার সঙ্গীদের সাহায্য না করিয়া হীরা লইয়া যেন লণ্ডনে পলায়ন করে। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সে দাদার সহিত

সাক্ষাতের প্রত্যাশায় প্রত্যহ বেলা ১২ টার সময় ট্রেকোভোরোতে উপস্থিত থাকিবে। দাদা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, যদি সে সেখানে আসিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেও দাদাকে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে সে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই হীরাখানি আমার হস্তে অর্পণ করিবে। আমার দাদা আমার ঠিকানা না জানিলেও আমি লণ্ডনে আছি, এবং কর্ণেল ক্রাসভের আশ্রয়েই বাস করিতেছি, এ সংবাদ জানিত।

"দাদা পুষকিনের সঙ্গে এই রকম পরামর্শ করিয়াছিল, পুষকিনের দলের অন্য দুইজন লোক তাহা জানিত না। পরামর্শটা সেই দুইজনের নিকট গোপন করিয়া দাদা ভালই করিয়াছিল; কারণ তাহাদের একজন বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু সে 'মানব-শত্রুসঙ্ঘে'র লোক —এ সন্দেহ কোনও দিন দাদার মনে স্থান পায় নাই।"

সোনিয়ার কথা শুনিয়া সীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মানব শত্রুসঙ্ঘ?" সে আবার কি?"

সোনিয়া বলিল, "সেই কথাই এখন বলিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি দাদা দস্যুদের লাঠীর আঘাতে সেই অরণ্যে মূর্চ্ছিত হইবার পর যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সেই বনভূমি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কোন দিকে জন-সমাগম না দেখিয়া দাদার আশা হইল কিছু কালের জন্য সে নিরাপদ। সেই অরণ্যের নিকট কোন লোকালয় ছিল না। আট মাইল দূরে একখানি গ্রাম ছিল; নগর পনের মাইল দূরে। সুতরাং থানার কোন চৌকিদার বা নগরের পুলিশ শীঘ্র সেখানে তদন্তে আসিবে —তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি দাদা সরিয়া পড়িবার জন্য উৎসুক হইল; কারণ যাহারা দুরভিসন্ধিতে ট্রেণ থামাইয়া ছিল, তাহাদের সন্ধানের জন্য পুলিশ আসিবে—সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ

ছিল না। পুলিশ আসিয়া মহা উৎসাহে চারি দিকে খানাতল্লাস আরম্ভ করবে—ইহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

"দাদা উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কোন লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। যে দস্যুরা দাদাকে ও তাহার সঙ্গীদ্বয়কে আক্রমণ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের দলের লোক। সে আহত হইয়া একটি খদে পড়িয়া ছিল; কতকগুলি শুষ্ক খড় ও লতা-পাতা উড়িয়া-পড়িয়া তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। খদের ভিতর পড়িয়া সে একখানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। দাদা সেই আহত ও বিপন্ন খোঁড়াকে অসহায় অবস্থায় খদে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যথিত হইল। সে সারা-রাত্রি সেই গর্ত্তে পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিবে ভাবিয়া হতভাগ্যের প্রতি সহানুভূতিতে দাদার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইল। সে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহা দুই-টুকরা করিল,এবং তাহা খোঁড়ার পায়ের ভাঙ্গা অংশের দুই দিকে বাঁধিয়া, রুমাল দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। আহত লোকটিকে এই ভাবে সাহায্য করায় সে দাদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, এবং ডাকাতি সম্বন্ধে অনেক কথাই দাদাকে জানাইল।

দাদা তাহার নিকট জানিতে পারিল যাহারা সেই অরণ্যপ্রান্তে দাদাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে লাঠী ছোরা ও পিস্তলের সাহায্যে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা কাউণ্ট গগলেরই অনুচর; তাহারই আদেশে তাহারা লুঠ করিতে আসিয়াছিল। সে রুসিয়া হইতে পলায়নের পর মানব সমাজকে শত্রু মনে করিয়া সকল লোককেই ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে; কারণ সে জানিত সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত। তাহার হাতে তখনও প্রচুর অর্থ ছিল; টাকার জোরে সে অনেক লোককে নিজের দলে ভিড়াইয়া একটা দল গঠন করিল; সেই দলের

নাম রাখিল, 'মানব-শত্রুসঙ্ঘ।' গগলই সেই সঙ্ঘের অধিনায়ক হইল। এই দস্যুদল এদেশে 'লাল কুর্ত্তার দল' নামে পরিচিত। এই দুঃসাহসী নিষ্ঠুর দস্যুরা অল্প দিনেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে; খ্যাতিই বলুন আর অখ্যাতিই বলুন, দেশ বিদেশের লোক তাহার নামে কাঁপে। যে একবার তাহাদের নেক-নজরে পড়ে, তাহার আর রক্ষা নাই। গগলের দুইজন প্রধান অনুচর আছে। তাহাদের একজনের নাম ইলিনস্কি, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম পেট্রফ। ইলিনস্কি, সাপ এবং পেট্রফ ভালুক নামে পরিচিত। এই সঙ্ঘের সকল লোকই দাগী বদমায়েস; সকলেই ফেরারী আসামী। কিন্তু এই দলের সকলেই রুসিয়ান নহে; এই দলে ফরাসী আছে, ইংরাজ আছে, আমেরিকানও দুই একজন আছে। সেই আহত লোকটা দাদাকে এই সকল সংবাদ দিয়া, তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল, তাহাদের সঙ্গে বিরোধ করিয়া লাভ নাই; তাহারা এরূপ পরাক্রান্ত যে, তাহাদের আক্রমণ করিলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটিবে।

"এই সকল সংবাদ পাইয়া দাদা সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য মনে করিল। পেট্রফ এক সময় দাদার দলে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিত। দাদা তাহারই নিকট গগলের ফন্দী ফিকিরের সন্ধান পাইয়াছিল। যাহা হউক, দাদা সেই আহত খোঁড়াটাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী গোলা-বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে দরজার সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িল। দাদার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; হাতে একটি পয়সাও সম্বল ছিল না, তাহার উপর না ছিল পরিচয়-পত্র, না ছিল দেশান্তরে যাইবার ছাড়-পত্র; সুতরাং ফরাসী পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার ভয় তখন পদে পদে! তিন দিন পর্য্যন্ত সে প্রকাশ্য পথে না চলিয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিল; ক্ষুধা অসহ্য হইলে

কাহারও বাগানে প্রবেশ করিয়া ফল চুরি করিত; পিপাসা পাইলে কোন নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিত; গাছের ডালে বসিয়া রাত্রি কাটাইত; দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। কষ্ট অসহ্য হইলে পরমেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত। এইরূপ অনাহারে অনিদ্রায় তিন দিন কাটাইয়া পরমেশ্বরের করুণায় দাদা প্যারিসে উপস্থিত হইল; পথিমধ্যে তাহাকে আর ধরা পড়িতে হইল না।

"এই সময় শ্বেত রুসিয়ান সম্প্রদায়ের অধিনায়ক প্রিন্স জর্জ্জ নিকলোভিচ প্যারিসে বাস করিতেছিলেন। দাদা বহু চেষ্টায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা তাঁহার গোচর করিল। দাদা তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিল না।

"প্রিন্স জর্জ্জ দাদাকে চিনিতেন না, তাহার পরিচয়ও জানিতেন না; কিন্তু তিনি গগলকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। গগলই দাদার সকল দুর্দ্দশার মূল, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি দাদাকে সাহায্য করিলেন। দাদাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য তিনি তাহাকে অর্থ সাহায্য করিলেন, এবং একখানি ছাড়-পত্রও সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি লণ্ডনের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে একখানি সুপারিশ-পত্র দিয়া দাদাকে সাহায্য করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া দাদাকে নিরাশ্রয় হইতে হইবে না বুঝিতে পারিয়া দাদা নিশ্চিন্ত মনে প্যারিস ত্যাগ করিল। হাঁ, আর একটা কথা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; প্রিন্স জর্জ্জ দাদাকে ঐ ভাবে সাহায্য ত করিলেনই, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে একটি অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। সেই অঙ্গুরীতে রুসিয় ভাষায় কয়েকটি অক্ষর খোদিত ছিল। প্রিন্স দাদাকে সেই অঙ্গুরীটি দিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—দাদা ইংলণ্ডে যাহার আঙ্গুলে

সেইরূপ অঙ্গুরী দেখিতে পাইবে, তাহাকে গ্রিপের সেই অঙ্গুরী দেখাইলে তিনি দাদাকে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন; কেবল এক জনের নহে, অনেকের আঙ্গুলেই সেইরূপ অঙ্গুরী আছে শুনিয়া দাদা আশ্বস্ত হইয়াছিল; তাহার আশা হইয়াছিল ঐরূপ অঙ্গুরীধারী কোন না কোন লোককে সে দেখিতে পাইবে।

"দাদা ইংলণ্ডে আসিয়া পরদিন প্রভাতে ট্রেকোডোবোতে উপস্থিত হইল। ট্রেকোডোরো হোটেলে সে পুষকিনের সন্ধান পাইল না। শেষে সে হোটেলের পরিচারিকাকে পুষকিনের চেহারার পরিচয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে সেখানে ঐরূপ চেহারার কোন লোককে দেখিয়াছে কি না। দাদার কথা শুনিয়া পরিচারিকা বলিল—সে ঐ রকম চেহারার এক জোয়ানকে দুই দিন পূর্ব্বে সেখানে দেখিতে পাইয়াছিল। দাদা পরদিনও সেখানে গিয়াছিল; কিন্তু পুষকিনকে দেখিতে পায় নাই। পুষকিনের কোন সন্ধান না পাইয়া, এবং তাহার কি হইল জানিতে না পারায় দাদা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সেই দিন অপরাহ্ণে দাদা নদীর ধার দিয়া যাইবার সময়, জেনারেল টুরভ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। দাদা তাঁহারই নিকট আমার ঠিকানা জানিতে পারায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

"আমি দাদার সকল কথা শুনিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাহিলাম; কিন্তু দাদা মাথা নাড়িয়া বলিল—আমার শক্তিই বা কতটুকু, আর কি ভাবেই বা তাহাকে সাহায্য করিব?—সে আমার সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইল না। তবে সে আমাকে বলিল—সুবিধা হইলেই আমার সঙ্গে দেখা করিবে, এবং তাহার চেষ্টার কি ফল হয় তাহা আমাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সে কোন কারণে দুই এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, তাহা হইলে সেজন্য আমাকে চিন্তিত হইতে

নিষেধ করিল। সে কখন কোথায় থাকিবে, বা কি করিবে তাহা ত সে জানিত না। যাহা হউক, এই সকল কথা বলিয়া সে আমার নিকট বিদায় লইল। তাহার পর চার দিনের মধ্যে আর তাহার সংবাদ পাইলাম না।

"দাদা আমাকে বলিয়া গিয়াছিল বটে—তাহার দেখা বা সংবাদ না পাইলে আমি যেন চিন্তিত না হই ; কিন্তু চারি দিন তাহার কোন সংবাদ না পাইয়া আশঙ্কায় ও উদ্বেগে আমি বিচলিত হইয়া উঠিলাম, দুর্ভাবনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম ; অথচ এখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে বহুদিন তাহার কোন সংবাদ না পাইয়াও আমার মন সে রকম ভয়ানক ব্যাকুল হয় নাই ! যাহা হউক, দুর্ভাগ্যক্রমে গতকল্য আমাদের রেস্তরাঁয় একটি ভদ্রলোক আসিয়াছিল, তাহার হাতের আঙ্গুলে প্রিন্স জর্জ্জের প্রদত্ত অঙ্গুরীর অনুরূপ একটি অঙ্গুরী দেখিতে পাইলাম। সে কথায় কথায় দাদার কথা তুলিয়া আমাকে বলিল—'প্রিন্স জর্জ্জ দাদার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন ; তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। তিনি জানেন দাদা এদেশে আসিয়াছে ; এবং আমি এখানে আছি—এ সংবাদও জানেন ; এ জন্য তিনি আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন ; এবং আমাকে তাঁহার সহিত ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলে তিনি ভারী খুসী হইবেন।'—লোকটার কথা শুনিয়া তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল এরূপ সন্দেহ করি নাই ; বিশেষতঃ, প্রিন্স জর্জ্জ দাদাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা দাদার মুখেই শুনিয়াছিলাম ; এজন্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত বলিয়াই মনে হইল। আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলাম, তাহাই হইবে ; আমি প্রিন্সের অনুরোধ রক্ষা করিব। আমার কথা

শুনিয়া লোকটা বলিল, পৌনে আটটার সময় আমার জন্য একখান মোটর-কার প্রেরিত হইবে। সেই গাড়ীতে যেন আমি প্রিন্সের বাসায় যাই। লণ্ডনের সহরতলিতে তিনি বাসা করিয়াছেন। আহারাদির পর সেই গাড়ীতেই আমি ফিরিয়া আসিব—এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"একটি-মাত্র সান্ধ্য পরিচ্ছদ আমার সম্বল; আমি সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলাম। রাত্রি পৌনে আটটার সময় একখান মোটর-কার আমাকে লইতে আসিল। ষ্টরফীল্ডের সন্নিহিত সেই বাড়ীখানির কথা আপনি জানেন। মোটর-চালক আমাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া সেই বাড়ীতে লইয়া গেল। বাড়ীখানি দেখিয়া আমার কেমন একটু সন্দেহ হইল; প্রিন্স জর্জ্জ—অত বড় সম্ভ্রান্ত লোক, তিনি বাসের জন্য লণ্ডনের সহরতলিতে এ রকম ছোট্ট একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন যে বাড়ীতে চাকর-বাকরদেরই স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব! কিন্তু তখনও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে গুণ্ডার মত চেহারার দাড়িওয়ালা একটা প্রকাণ্ড জোয়ান প্রিন্স জর্জ্জ বলিয়া আমার নিকট নিজের পরিচয় দিল! তাহার নিকট আরও দুইজন লোক দেখিলাম; একজন বৃদ্ধ, চেহারা দেখিয়া তাহাকে শান্ত শিষ্ট লোক বলিয়াই মনে হইল। আর একজনের কি বিকট মূর্ত্তি! তেমন কদাকার, কশাইয়ের মত চেহারা আমি পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই! তাহাদের সকলেরই আঙ্গুলে এক একটি অঙ্গুরী ছিল; প্রিন্স দাদাকে যে অঙ্গুরী দিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম অঙ্গুরী।

"আমরা টেবিলে আহার করিতে বসিলাম; প্রিন্স জর্জ্জ বলিয়া যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিল, সে আমার মনোরঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে

লাগিল; কিন্তু কথাবার্ত্তা যাহা কিছু বলিবার, তাহা সেই বুড়োটাই বলিতে লাগিল। তাহারা আমার কথা, দাদার কথা, আমাদের বংশের গৌরবের সামগ্রী সেই মহামূল্য নীল হীরার কথা, কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই! আমি ত বেশী কথা জানিতাম না, যে দুই চারিটি কথা জানিতাম তাহাই বলিলাম।

"গল্প করিতে করিতে আহার চলিতে লাগিল; গল্পও ফুরায় না ডিনারও শেষ হয় না! দশটা বাজিয়া গেল, তখনও ভোজন শেষ হইল না। যাহা হউক, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমরা ভোজন-টেবিল হইতে উঠিয়া পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলাম; সেখানে রুসিয়ান প্রথা অনুযায়ী চা এবং ছোট ছোট পিষ্টকখণ্ড আনীত হইল। রাত্রি এগারটার সময় আমি বলিলাম, যথেষ্ট রাত্রি হইয়াছে, আর আমার বাহিরে থাকা উচিত নয়; আমি বাসায় ফিরিব। কিন্তু দেড়ে প্রিন্স আমাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, সেই রাত্রেই আমার দাদার সেখানে আসিবার কথা আছে; দাদা আসিলে সে তাহার কাছে নূতন সংবাদ শুনিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। দাদা গাড়ীতে আমার সঙ্গে থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরিতে পারিব—সে আমাকে এ ভরসাও দিল।

"গল্প করিবার সময় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম—একটা চাকর কেমন যেন আগ্রহ ভরে আমার মুখের দিকে চাহিতেছিল; তাহার মুখের ভঙ্গি দেখিয়া আমার ধারণা হইল আমাকে কোন কথা বলিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছে। আমাদের চা পান শেষ হইলে, সে টেবিল হইতে চা ও কেকের পাত্রগুলি তুলিয়া লইতে আসিল, সেই সময় এক-খান চামচে তাহার হাত হইতে খসিয়া আমার চেয়ারের পাশে পড়িল। আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহার হাতে দেওয়ার জন্য টেবিলের

পাশে মাথা নামাইলাম; সেই মুহূর্ত্তে সে তাহা কুড়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যে ব্যগ্রভাবে মস্তক অবনত করিল, এবং আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "তোমার ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা, শীঘ্র পলাও। আমি সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়াছি; বাগানের দেউড়িও খোলা পাইবে।"

"চাকরটার চাতুর্য্যে বিস্মিত হইলাম। সে এত তাড়াতাড়ি ও এরূপ মৃদুস্বরে কথা কয়টি আমার কর্ণমূলে বলিয়াই মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল যে, কেহই তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিল না, তাহার কথাও শুনিতে পাইল না; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে আমার বুক ঢুক-ঢুক করিতে লাগিল। আমি সেই জাল গ্রিল ও তাহার সঙ্গী-দ্বয়ের মুখের দিকে আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার মনে হইল তাহারা মানুষ নহে, এক একটা ভীষণ নর-রাক্ষস; আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শোষণ করিবার জন্যই তাহারা কৌশলে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া ফাঁদে ফেলিয়াছে! এখন কি উপায়ে তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি? পরমেশ্বর এ বিপজ্জাল হইতে কি এই নিরুপায় অনাথাকে রক্ষা করিবেন না? আমি তাহাদের কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মিথ্যাবাদী দুর্জ্জনের কথায় নির্ভর করিয়া আমার ন্যায় বয়স্থা কুমারী সেই রাত্রিকালে অজ্ঞাত-কুলশীল অপরিচিত লোকের বাড়ীতে নিরাশ্রয় ভাবে একাকী আসিয়া কি অন্যায় করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনায় আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বুড়াটা সেই চাকরটার মুখের দিকে আরক্তিম নেত্রে চাহিয়া তাহার অসতর্কতার জন্য ইতর ভাষায় তাহাকে গালি দিতে লাগিল। তাহার অপরাধ, সে চামচেখানা সরাইতে গিয়া টেবিল হইতে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল; তাহার এই

অসতর্কতা অমার্জ্জনীয়। আমি কোথায় এবং কাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

"যাহা হউক, তখন আর আমার ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার অবসর ছিল না। আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল! আমি কি করিলাম তাহাও ঠিক স্মরণ নাই। স্বপ্নের মত মনে হইতেছে, আমি তৎক্ষণাৎ টেবিলের ধারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং দ্রুতবেগে সেই কক্ষ হইতে পার্শ্বস্থ হল-ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া, বাগানের দেউড়ির দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, আমাকে হঠাৎ এই ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই নর-পশুগুলা তখন এরূপ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহারা কি করিবে তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারে নাই; শেষে যখন তাহাদের ধারণা হইল শিকার সত্যই হাতছাড়া হইল, তখন তাহারা আমাকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে আমার অনুসরণ করিল। আমি বাগানের দেউড়ির বাহিরে আসিয়া পশ্চাতে তাহাদের পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহারাও নক্ষত্রবেগে দৌড়াইতেছিল, কিন্তু প্রাণের দায়ে দৌড়ানো এক, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়াইয়া যাওয়া অন্য রকম—ঈসফের গল্পে এ তথ্য অবগত হইয়াছিলাম; ইহা সম্পূর্ণ সত্য, তাহা আমার কার্য্যেই প্রতিপন্ন হইল। আমি রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে একটা মাঠে পড়িলাম, এবং কোন দিকে না চাহিয়া সেই মাঠ ভাঙ্গিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে, খামারের ভিতর একখান ঘর দেখিতে পাইলাম। আমি প্রাণভয়ে দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই যাঁহাকে সেখানে বসিয়া চুরুট টানিতে দেখিলাম—তিনি আপনি! সেই প্রান্তর গাঢ় নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন না হইলে তাহারা আমাকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিত; কিন্তু

তাহারা আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। আমি আপনার আদেশে গাজরের স্তূপের আড়ালে লুকাইলাম। তাহারা সন্দেহক্রমে দ্রুতবেগে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পর আপনার সহিত তাহাদের তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আপনাদের সে সকল কথা শুনিবার আমার অবসর ছিল না; আমি তখন প্রাণভয়ে ব্যাকুল। বিশেষতঃ, আপনি একা—আর তাহারা তিনজন! আপনি তাহাদের কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, ইহা আশা করিতে পারিলাম না; এ জন্য তাহাদের অলক্ষ্যে পলায়ন কবিবার জন্য অধীর হইলাম। আমি খুঁজিতে খুঁজিতে সেই ঘরের পশ্চাতে একটা ফুকর দেখিতে পাইলাম; তখন তাড়াতাড়ি সেই ফুকর দিয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম, তাহার পর সেই খামারের পশ্চাতের আঙ্গিনা ও বেড়া পার হইয়া পথে আসিলাম। কিছু দূর যাইতেই একখানি লরী দেখিতে পাইলাম; লরীখানি তরি-তরকারী লইয়া লণ্ডনে যাইতেছিল। আমার কাতর প্রার্থনায় সেই লরীর চালক আমাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইল। আমি সেই লরীতে নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে আসিলাম বটে, কিন্তু আমার দাদার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। সে সেই নর-পশুদের কবলে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি এই রেস্তর‍াঁয় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আজ সকালে একটু বেলা হইলে একজন লোক আমাকে একখান পত্র দিয়া গেল। দেখিলাম দাদার পত্র; দাদা আমাকে লিখিয়াছিল সে ভাল আছে, তাহার কোন অসুবিধা নাই; আমি যেন তাহার জন্য চিন্তা না করি। আমার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও দুই এক দিন সে এখানে আসিতে পারিবে না তাহার হাতে বিস্তর কায।"

সীল বলিল, "তোমার দাদার হাতের লেখা কি তুমি চেন না?"

সোনিয়া বলিল, "না, পূর্ব্বে তাহার হাতের লেখা দেখি নাই; কিন্তু পত্রখানি পাইয়া তাহা জাল-পত্র বলিয়া আমার সন্দেহ হয় নাই। আমার দাদা কোন বিপদে পড়িয়া থাকিলে, সে ভাল আছে, আমার নিকট এই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া কাহারও কোন লাভ ছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

সীল বলিল, "তাহার বিপদের আশঙ্কায় তুমি থানায় গিয়া পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পার—ইহা ভাবিয়া তোমাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য কেহ তোমার দাদার নাম জাল করিয়া ঐ পত্র পাঠাইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখি না। যদি তোমার আশঙ্কা হইত তোমার দাদা কোন বিপদে পড়িয়াছে, তাহা হইলে তুমি কি পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিতে?"

সোনিয়া মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তা ঠিক বলিতে পারি না। দাদা আমাকে বলিয়াছিল, যে কোনও বিপদ ঘটুক, আমি যেন পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা না করি। গগলের সঙ্গেই দাদার বিরোধ; ইহার ভিতর তৃতীয় পক্ষকে আনিতে তাহার ইচ্ছা নাই। তদ্ভিন্ন আরও একটা কথা আছে; এই ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য চাহিলে, আমাদিগকে সেই হীরাখানির আশা ত্যাগ করিতে হইবে। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিলে, দাদাই যে ট্রেণ থামাইয়াছিল, এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন দাদাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফরাসী দেশে পাঠাইবার জন্য সেই দেশের পুলিশ এদেশের পুলিশকে অনুরোধ করিবে। তাহার পর দাদার অপরাধের বিচারের সময় সেই মহামূল্য হীরার কথার আলোচনা হইবে; সে কথা শুনিয়া রুসিয়-সরকারই হউক, আর অন্য কেহ হউক, সেই হীরার দাবী করিয়া বসিবে।"

সীল মনে মনে সোনিয়ার কথাগুলির আলোচনা করিয়া বলিল,

"তোমার দাদাই যে কেবল এই ব্যাপারে পুলিশকে জড়াইতে চাহে না এরূপ নহে, গগলও পুলিশকে এড়াইয়া চলিতে চাহে। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমিও পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করি না। আমি গগল ও তাহার সহযোগীদের কীর্ত্তির কথা যতই শুনিতেছি,ততই আমার আগ্রহ হইতেছে কাহারও সাহায্য না লইয়া আমি একাই তাহাদের সকলের মুণ্ডপাত করি; কিন্তু পেট্রফকে প্রিন্স জর্জ্জ সাজাইয়া তোমার উপর লেলাইয়া দেওয়া তাহাদের দুঃসাহসের কায হইয়াছে।—পেট্রকের চেহারা কিরূপ, তাহা কি তোমার দাদা কোন দিন তোমাকে বলে নাই?"

সোনিয়া বলিল, "না, তেমন ভাবে বলে নাই; আর যদি বলিত, তাহা হইলেও কি আমাকে প্রতারিত হইতে হইত না? প্রিন্স জর্জ্জের মত তাহারও মুখে খুব লম্বা ঘন দাড়ি আছে; সে সেই রকমই লম্বা-চওড়া জোয়ান; মুখকান্তিও লোহিতাভ; কাযেই আমাকে ভ্রমে পড়িতে হইত। প্রিন্স জর্জ্জকে দেখি নাই; কে প্রিন্স জর্জ্জ, আর কে নয়—তাহা কিরূপে বুঝিতাম? তবে আর দু'জনের চেহারা যেমন কদাকার, তাহাদের প্রকৃতিও সেই রকম ভয়ানক! প্রিন্স জর্জ্জের ঐ রকম বয়স্য! তাহাদের দেখিয়া ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল।"

নীল বলিল, "গগলের দুই সঙ্গী, সাপ আর ভালুক! সাপের তুলনায় ভালুক অনেকটা নিরাপদ জানোয়ার। (a more wholesome kind of beast.) কাল রাত্রে পেট্রফের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হইয়াছিল—ঘুসি মারিয়া আমি তাহার চুয়াল ফুলাইয়া দিলেও আমার উপর তাহার তেমন বিদ্বেষ ছিল না। আমি স্বীকার করি সে বদ লোক; কিন্তু তার সঙ্গী দু'জন আরও পাকা বদ্মায়েস। সে তাহাদের অপেক্ষা অল্প খল; চতুরও একটু কম।"

সীল হোটেলের বিল আনিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি এখন কর্ণেল ক্রাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিব—তুমি আপাততঃ দুই একদিন রেস্তরায় আসিতে পারিবে না। তাঁহার আদেশ পাইলে তুমি আমার বাসায় যাইবে। তোমার দাদা দস্যুদের গুদামে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকায় অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে; তাহার সর্ব্ব শরীরে বেদনা। তুমি এক আধ দিন তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলে সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইবে। সেই হীরার কথা বা গগলের কথা লইয়া এখন তোমার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমি ওসকল বিষয়ের ভার লইলাম। তুমি অনায়াসে আমার উপর নির্ভর করিতে পার।"

ঐসকল বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিয়া সোনিয়ার বিপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই, ইহা তাহাকে বুঝাইবার জন্যই সে সোনিয়াকে তাহার আদেশ পালন করিতে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহার উপর নির্ভর করিতে বলিল। সীল তাহাকে এ কথাও বুঝাইয়া দিল যে, গগলের ও তাহার দলের লোকের অনুসরণ করা এবং তাহাদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করা পুরুষের কায; সে কার্য্যে নারীর হস্তক্ষেপণ করা অনুচিত। তাহার ফল ভাল হইবে না।

সোনিয়া সীলের উক্তি যুক্তি সঙ্গত বলিয়াই স্বীকার করিল। সে বিস্মিত ভাবে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—যেন সেরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সে পূর্ব্বে কোন দিন দেখিতে পায় নাই! মানুষ কাহারও হিতের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে স্বেচ্ছায় বিপদরাশিকে বরণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি না হওয়ায় সে যেন ধাঁধায় পড়িয়া হতবুদ্ধি হইল! তাহার পর সে মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনি অজেয় বীরের মত কথা বলিতে-ছেন! আপনার এই অহঙ্কার চূর্ণ না হয়। কাযটা যত সহজ মনে

করিতেছেন, তত সহজ নহে; শেষে আপনাকে সাপের ছুঁচো-ধরার মত অবস্থায় পড়িতে না হয়।"

সীল হাসিয়া বলিল, "তাহারা ছুঁচো হইলেও আমি সাপ নহি; বরং আমাকে বাজ পাখী বলিয়া মনে করিতে পার। বাজের তীক্ষ্ণধার নখে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছুঁচো চিঁ চিঁ শব্দ করে, বাজের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।"—সীল বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া সোনিয়ার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ প্রবাহ

দস্যু-কবলিতা

কাপ্তেন কারডোসোর সহিত সোনিয়া সম্বন্ধে সীলের গল্প চলিতেছিল। কাপ্তেন কারডোসো সোনিয়ার বিপদের কথা শুনিয়া সীলকে বলিলেন, "মোরোনফের ভগিনী যে ভাবে ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল, শুনিলাম মোরোনফকেও ঠিক সেই ভাবে গগলের ফাঁদে ধরা পড়িতে হইয়াছিল। একটা লোক তাহাকেও সেই রকম একটা অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিয়াছিল, সেণ্ট জন্‌স-উড্ রোডের এক বাড়ীতে তাহাকে যাইতে হইবে। ইঁদুর যেমন অতি সহজে ফাঁদে প্রবেশ করে, তাহার কথা শুনিয়া সে সেইরূপ অবলীলাক্রমে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। সদাশয় প্রিন্স জর্জ্জ নিকোলভিচ্ সদভিপ্রায়েই তাঁহার বন্ধুগণকে সেই অঙ্গুরিগুলি দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যের ফল হইল ঠিক বিপরীত !"

সীল বলিল, "সে কথা মিথ্যা নয় ; গগল সেই অঙ্গুরীর সন্ধান পাইয়া নকল অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইয়াছিল ; কিন্তু যে ভৃত্যটি তাহার ভগিনীর বিপদের আশঙ্কায় তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল, পূর্ব্বে সে প্রিন্স জর্জ্জের কাছে চাকরী করিত। এইজন্য সে তাঁহার অঙ্গুরী-সংক্রান্ত সকল কথা জানিত। সোনিয়া গগলের আড্ডা টরফীণ্ডের সন্নিহিত বাড়ী হইতে পলায়ন করিলে, ভৃত্যটা সেই রাত্রেই তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছিল ! আমরা অগ্নিকাণ্ডের সময় ঘরের বাহিরে যে মৃতদেহটি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা সম্ভবতঃ তাহারই মৃতদেহ। সোনিয়াকে সে চিনিত, তাহার পকেটে

ভিগুইট রেস্তরাঁর কার্ড পাওয়া গিয়াছিল; নতুবা কি আমরা রুসিয় রেস্তরাঁর সন্ধান পাইতাম ?”

সীল কথাগুলি বলিয়া ঈষৎ হাসিল বটে, কিন্তু সেই শুষ্ক হাসিতে মাধুর্য্য ছিল না; তাহা সুতীব্র, জ্বালাময় হাসি! সে আবেগ ভরে উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিল। তাহার পর সে কাপ্তেনকে বলিল, “হীরাখানি পুষকিনের কাছেই ছিল। পুষকিনের চেহারা কিরূপ, তাহা কি মোরোনফের নিকট জানিতে পারিয়াছিলে ?”

কাপ্তেন বলিলেন, “হাঁ, লোকটা না কি তোমারই মত পালোয়ান; আর সে কদাকারও তোমারই মত। বিকটাকার মুখ, এবং তাহার বাঁ গাল হইতে থুৎনি পর্য্যন্ত লম্বা একটা দাগ আছে—যেন কোন অস্ত্রে গাল কাটিয়া গিয়াছিল; ঘা শুকাইলে যে রকম দাগ থাকে, সেই রকম দাগ।—তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারা যাইবে।”

পোর্টম্যান স্কোয়ারে সীলের যে বাসা ছিল, সেই বাসায় বসিয়া সীল কাপ্তেন কারডোসোর সহিত এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিল। সীলের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল; এ জন্য এই বাসায় সে সুখ-সচ্ছন্দতা বিধানের ব্যবস্থা করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করে নাই। তাঁহারা উভয়েই দুইখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহাদের উভয়েরই পার্শ্বে দুইখানি ছোট টেবিলে সেরির গ্লাস্ সংরক্ষিত ছিল। অন্য কক্ষে সোনিয়া তাহার দাদার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কি একখান রুষ ভাষার বহি পড়িয়া তাহাকে শুনাইতেছিল; কিন্তু তাহা শুনিতে শুনিতে তাহার দাদা নিদ্রিত হইয়াছিল, এ জন্য সোনিয়া তাহা তখন মনে মনে পড়িতেছিল। কিছু দূরে পাকশালা; সেখানে সীলের সুদক্ষ পাচক টমসন রন্ধন করিতেছিল।

সীল সেরীর গ্লাস্ নিঃশেষিত করিয়া নামাইয়া রাখিল, তাহার

পর কাপ্তেনকে বলিল, "পুষকিনের কথা লইয়া আপাততঃ আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই ; আগে আমরা গগলের সঙ্গে বুঝা-পড়া করি, তাহার পর তাহার কথা ভাবিলেই চলিবে। আজই রাত্রে আমরা সেন্ট-জন্স উড্ রোডের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গগলের দর্প চূর্ণ করিতে চাই।"

কাপ্তেন কারডেসো ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "আলবৎ! যদি তাহারা ঘুমাইয়া থাকে, এবং আমাদিগকে তাড়া করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে আমরা সহজেই কৃতকার্য্য হইব; কিন্তু আমার ধারণা, তাহারা আমাদের সুযোগ নষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, এবং যদি আমরা তাহাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকে সতের নকম চর্কি-কলে তুলিবার ব্যবস্থা করিবে। আমরা কি কৌশলে তাহাদের বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! তাহাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করা ত দূরের কথা।"

সীল বলিল, "যদি তাহারা আমাদের প্রতীক্ষা করে, তাহা হইলে তাহারা হয় তাহাদের বাগানে, না হয় জানালার কাছে উপস্থিত থাকিবে; কিন্তু আমরা ঐ দুই স্থানের কোনও স্থানে তাহাদের দেখা দিব না। এমন কি, আমরা তাহাদের সদর দরজাতেও উপস্থিত হইব না। এখন সে সকল কথা ভাবিয়া তোমার অসার, স্থবির মস্তিষ্ক আলোড়িত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি কিরূপ ফন্দী স্থির করিয়াছি; তাহা তুমি পরে জানিতে পারিবে। আগে আমি মতলবগুলা কাযের উপযোগী করিয়া লইবার উপায় চিন্তা করি।"

কাপ্তেন হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? আমার অসার স্থবির মস্তিষ্ক? কিন্তু তোমার কি ধারণা

করিবার শক্তি আছে যে, আমার একখানি পায়ে যেটুকু সার পদার্থ আছে, তোমার সমগ্র দেহের মাংসপিণ্ডেও তাহা নাই? আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি শুনিয়া রাখ—”

সেই মুহূর্ত্তে বাবুর্চ্চি টমসন দ্বারপ্রান্ত হইতে বলিল, “খাবার দেওয়া হইয়াছে।”

তর্ক বিতর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আহারে বসিলেন। সীল মহিলা-সমাজে মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করিত, তাহার সেরূপ অভ্যাস ছিল না; তাহাদের সাক্ষাতে সে কথা বলিতে পারিত না। সেই দিন অপরাহ্ণে সে সোনিয়ার সহিত গল্প করিয়াছিল বটে, এবং গগলের ভোজন-টেবিলে আহারে বসিয়া সোনিয়া তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাও তাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছিল। সীল তাহাকে সে সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু সে নিজের ভোজন-টেবিলে সোনিয়াকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিল না; তাহাকে কি কথা বলিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সীলের ধারণা ছিল নারী জাতি পোষাক, পরিচ্ছদ এবং থিয়েটার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই ভালবাসে, অন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় আনন্দ লাভ করে না; কিন্তু সীল ঐ দুইটি বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সীলের সৌভাগ্যক্রমে সোনিয়া তাহাদের ভোজন-টেবিলে আসিয়া কোন কথার আলোচনা করিল না। তাহার মুখ দেখিয়া সীলের মনে হইল সে তখন কি ভাবিতেছিল। সোনিয়া তখন ঘোর অন্যমনস্ক।

তাহারা নিঃশব্দে আহার শেষ করিল। ভোজন-শেষে সোনিয়া উঠিয়া নিঃশব্দে তাহার দাদার শয়ন-কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ করিল। তখনও তাহার দাদার শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল।

আহার শেষ হইলে সীলের মনে হইল, সোনিয়াকে দুই একটি কথা

না বলিলে চলিবে না; এইজন্য সে সোনিয়ার সহিত দেখা করিতে তাহার দাদার শয়ন-কক্ষে চলিল।

সে সোনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ সোনিয়া, কাপ্তেন কারডোসোকে সঙ্গে লইয়া আমি এখন বাহিরে যাইব। আমরা যতক্ষণ বাসায় অনুপস্থিত থাকিব, ততক্ষণ তুমি কোন কারণে বাড়ীর বাহির যাইও না। আমি টমসনকে বলিয়া রাখিয়াছি আমরা বাহিরে যাইবার পর যদি কোন লোক বাহিরের দ্বারে ধাক্কা দেয়, বা দ্বার খুলিয়া দিতে অনুরোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিবে না। তুমি ও ঘরেই থাকিবে।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

সোনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি; বুঝিতে না পারিবার মত কোন কথা ত আপনি বলেন নাই।"

সোনিয়া মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সীলের মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিরক্তি ভরে বলিল, "কিন্তু আপনি আমাকে খুব শিশু মনে করেন! কেমন? অভিভাবকেরা বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে যেভাবে কথা বলে, আপনার কথা অনেকটা সেই রকম নয় কি?"

সীল তাহার কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, যেন তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, সোনিয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলিল? তাহার মঙ্গলের জন্য তাহাকে যতটুকু সতর্ক করা উচিত, সীল তাহাই করিয়াছিল; সে কথা শুনিয়া সোনিয়ার অসন্তুষ্ট হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সোনিয়ার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "কেন? আমার প্রস্তাবে তোমার আপত্তির কি কোন কারণ আছে?"

সোনিয়া হঠাৎ এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিল যে, সীলের আশঙ্কা হইল সে তাহার গালে একটা চড় মারিবে! সোনিয়া হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া যেন গর্জ্জন ও বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হইল!

কিন্তু সোনিয়া সেরূপ কিছুই করিল না; সে নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া সংযত স্বরে বলিল, "আপনি আমার উপর হুকুম চালাইবার কে? আপনি ইহা কি আপনার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করেন না?"

ধৃষ্টতা! সোনিয়ার কথা শুনিয়া সীল বিস্মিত হইল; সে ভাবিল সে সোনিয়ার মঙ্গলের জন্য তাহাকে যে কথা জানাইল, বিনা প্রতিবাদে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ না করিয়া, তাহার প্রস্তাব সম্বন্ধে সে কেন তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহা ধৃষ্টতা মনে করিয়া তাহার ক্ষুব্ধ হইবারই বা কারণ কি?

সীল ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, "তুমি আমার স্নেহের পাত্রী। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি। এইজন্য আমাদের অনুপস্থিত কালে তোমাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছি; সে সময় তোমার বাহিরে যাওয়া উচিত নহে, এবং আমার বিশ্বাস, তাহার প্রয়োজনও নাই।

সোনিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "আমি আপনার স্নেহের পাত্রী নহি। আপনার এই রকম মুরুব্বিয়ানা আমার অসহ্য; কারণ আমি কাউণ্টেস্ মোরোনফ। কাউণ্টেসরা কোন সাধারণ লোকের মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিতে পারে না; কোন আদেশেও গ্রাহ্য করে না।"

সোনিয়ার কথা শুনিয়া সীলের সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হইল; কিন্তু সে অধীরতা প্রকাশ করিল না। সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "সন্ধ্যাকালে বাহিরে না বেড়াইলে কি কাউণ্টেসদের জীবন-ভার অসহ্য মনে হয়? ওটা কি অপরিহার্য্য অভ্যাস—কাউণ্টেসদের পক্ষে?"

সীল মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "দেখ, ওরকম ছেলেমানুষি করিও না; নির্ব্বোধের মত কথা বলিও না। তুমি বাহিরে যাইলেই যে একটা মস্ত ভাল কায করিবে এরূপ মনে করিও না; শুধু তাহাতে এই লাভ হইবে যে, তুমি স্বেচ্ছায় বিপদকে আলিঙ্গন করিবে। ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল পাকাইয়া বসিবে। তুমি ঘরে থাকিয়া অসুস্থ ভ্রাতার পরিচর্য্যা কর; এ কায তোমার পক্ষে আদৌ কঠিন হইবে না। বাহিরে গিয়া বিপদে পড়া অপেক্ষা ঘরে থাকিয়া অসুস্থ ভ্রাতার পরিচর্য্যায় সময়ের সদ্ব্যবহার হইবে, ইহা কি তোমাব বুঝিবার শক্তি নাই?"

সীল অন্য কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; কিন্তু সোনিয়ার ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইল। সে তাহার প্রতি সোনিয়ার অশ্রদ্ধার কারণ বুঝিতে পারিল না। সে কোন কার্য্যে বা ব্যবহারে কোন দিন তাহাকে অসন্তুষ্ট করে নাই; তথাপি সোনিয়া তাহার প্রতি বিরূপ! নারী-চরিত্রের রহস্য ভেদে তাহার অক্ষমতার কথা ভাবিয়া তাহার দুঃখও হইল।

সোনিয়াও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; সীল তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না; তাহার ত বাহিরে কোন কায ছিল না, তবে সে বাহিরে যাইবার জন্য কেন জিদ করিতেছিল! কিন্তু সীল তাহাকে যে ভাবে গৃহত্যাগের নিষেধাজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা আপত্তিজনক বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোন লোক তাহার উপর হুকুম চালায় নাই; সীলের আদেশ তাহার অপ্রীতিকর হইয়াছিল, ইহাই সে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সীল কাপ্তেন কারডোসোর সহিত গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় গমন করিলেন ইহা বুঝিতে না পারিয়া সোনিয়া

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। অবশেষে সে মানসিক উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের জন্য একখানি পুস্তক হাতে লইয়া তাহার দাদার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। সে এক ঘণ্টার কিছু অধিক কাল তাহার দাদাকে পুস্তকখানি পাঠ করিয়া শুনাইল; সেই সময় সেই অট্টালিকার কোন অংশে ঘণ্টাধ্বনি হইল; মুহূর্ত্ত পরে টমসন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোনিয়াকে বলিল, "মিস্, টেলিফোনে কে আপনাকে ডাকিতেছে।"

হল-ঘরে টেলিফোন ছিল। সোনিয়া কলের নিকট উপস্থিত হইয়া রিসিভার তুলিয়া লইল; সে টেলিফোনে কর্ণেল ক্রাসভের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সোনিয়া সাড়া দিল।

টেলিফোনে প্রশ্ন হইল, "সোনিয়া, তুমিই সাড়া দিলে কি? সেই প্রকাণ্ড জোয়ানটা অর্থাৎ পুষকিন্ এখানে আসিয়াছে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়; তাহার ভারী গরজ! সে বলিল, দুই তিন দিন হইতে সে তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছে।"

সোনিয়া বলিল, "পুষকিন? আমাদের সেই হীরাখানা যাহার জিম্বায় ছিল?"

টেলিফোনে উত্তর হইল, "হাঁ। আমি কি তাহাকে পোর্টম্যান স্কোয়ারের বাসায় তোমার কাছে পাঠাইব?"

সোনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "হাঁ, তাহাকে পাঠাইলে সুখী হইব।"

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তাহার স্মরণ হইল সীল বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে, তাহাদের অনুপস্থিত কালে কোন লোককে তাহার বাসায় প্রবেশ করিতে দিতে টমসনকে নিষেধ করিয়াছিল; সে সীলের সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছে!

কথাটা স্মরণ হওয়ায় সে টেলিগ্রামে বলিল, "না, এখনই তাহাকে পাঠাইবেন না ; আমি একটু ভাবিয়া,—দেখুন, আপনি দয়া করিয়া এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

সেনিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিল ; তাহার পর টেলিফোনে বলিল, "তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমিই রেস্তরাঁয় যাইতেছি।"

সে তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া কোট ও টুপি পরিল, তাহার পর হল-ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সদর দরজায় আসিয়া সে সেই দ্বার খুলিতে পারিল না। তাহা চাবি বন্ধ ছিল।

সোনিয়া দ্বার খুলিতে না পারিয়া পাচক টমসনকে ডাকিল ; টম্‌সন আসিলে সে তাহাকে বলিল, "এ দরজা যে খোলে না টমসন! চাবি দিয়া বন্ধ।"

টমসন বিনীত ভাবে বলিল, "হাঁ মিস্‌, মিঃ সীলের এইরূপই আদেশ।"

সোনিয়া টমসনের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল টমসন্ ইচ্ছা করিলে দ্বার খুলিতে পারে ; কিন্তু সে মিঃ সীলের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিল না। সোনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার কামরায় ফিরিয়া গেল এবং ভিতর হইতে দ্বার অর্গল রুদ্ধ করিল। সে কয়েক মিনিট গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিল, তাহার পর সেই কক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সেই কক্ষ দোতালায় অবস্থিত ছিল ; তাহার পশ্চাতে পথের দিকে একটি জানালা ছিল ; সেই জানালাটি ভূমিতল হইতে পনের ফিট উচ্চে ; সোনিয়া দুখানি বিছানার চাদর একত্র বাঁধিয়া

তাহার এক প্রান্ত জানালায় বাঁধিল, অন্য প্রান্ত বাহিরে ঝুলাইয়া দিয়া সেই চাদরের দড়ি অবলম্বনে যখন অট্টালিকার নীচে নামিল, সেই সময় একটি বৃদ্ধা মহিলা সেই পথে যাইতেছিলেন; তিনি মেয়েটার কাণ্ড দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন। সোনিয়া সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা হইল তাহা তিনিই জানেন।

সোনিয়া দ্রুতপদে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিল, এবং একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি সোহো পল্লীর স্তিগুইট রেস্তরাঁর সম্মুখে আসিয়া থামিল।

রেস্তরাঁ তখন বন্ধ হইয়াছিল। তাহার পাশে একটি দরজা ছিল। সোনিয়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই দরজার সম্মুখে আসিল; সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সে ঘণ্টাধ্বনি করিলে কর্ণেল ক্রাসভ দোতালা হইতে নামিয়া আসিয়া অবিলম্বে সেই দ্বার খুলিয়া দিলেন।

সোনিয়া কর্ণেল ক্রাসভকে সম্মুখে দেখিয়াই আগ্রহভরে বলিল, "সে এখনও এখানে আছে ত? সেই হীরাখান তাহার কাছে—"

সোনিয়া এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, মুখের কথা শেষ না করিয়াই সে হাঁপাইতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া কর্ণেল ক্রাসভের মুখে হাসি আসিল; কিন্তু তিনিও যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়াছিলেন। সোনিয়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "হাঁ, সে এখানেই আছে। হীরাখানি সে আনিয়াছে বলিল; কিন্তু তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে তাহা কাহাকেও দেখাইতে সম্মত হয় নাই।"

তাঁহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন। রেস্তরাঁর পশ্চাতে একটি কামরা ছিল; তাঁহারা একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সেই

কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কর্ণেল ক্রাসভ ও তাঁহার স্ত্রী সেই কক্ষটি উপবেশন-কক্ষ-রূপে ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র এক্টি দীর্ঘদেহ কদাকার লোক চেয়ার হইতে উঠিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। সোনিয়াকে দেখিয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। সে একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রসর হইয়া হাসিমুখে সোনিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে পূর্ব্বে দেখি নাই, তাই ঠিক চিনিতে না পারিলেও তোমার দাদার আর তোমার চেহারার সাদৃশ্য এতই বেশী যে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কর্ণেল ক্রাসভের নিকট জানিতে পারিয়াছি তোমার দাদা এখন নিরাপদ। সে বিপন্ন হইয়াছে ভাবিয়া আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল।"

সোনিয়া বলিল, "দাদাও তোমার সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহার আশা ছিল সে টেকোডোরোতে তোমার দেখা পাইবে।"

পুষকিন বলিল, "আমি তিন দিন সেখানে গিয়াছিলাম; তাহার পর হঠাৎ আমার পায়ে আঘাত লাগায় দুই দিন বাহিরে যাইতে পারি নাই। পায়ের বেদনা হ্রাস হইলে তাহার সন্ধানে পুনর্ব্বার সেখানে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। সে সেখানে যায় নাই। তখন তোমার সন্ধান করিতে লাগিলাম। অনেক চেষ্টায় আজ সন্ধ্যাকালে তোমার ঠিকানা জানিতে পারিলাম।"

সোনিয়া বলিল, "সেই হীরা তোমার কাছেই আছে ত?"

পুষকিন বলিল, "হাঁ, হীরাখান তোমার দাদা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিবার পর আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাহা কাছ-ছাড়া করি নাই।

আমি তাহা তোমাকে দেখাইতেছি; তাহার পর আমি তোমার সঙ্গে তোমার দাদার কাছে যাইব, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া হীরা-খানি তাহাকে ফেরত দিব।"

পুষকিন একখানি ছুরী বাহির করিয়া ছুরীর ডগা দিয়া তাহার কোটের পশ্চাৎ ভাগের আস্তরের ভিতর একটা ফুটা করিল, এবং সেই ফুটার ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি বাহির করিল। সে সেই থলির মুখ খুলিয়া তাহা হাতের উপর উল্টাইয়া ধরিতেই হীরাখানি তাহার করতলে পড়িল।

হীরা সুনীল উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হওয়ায় হীরকের প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। হীরকের জ্যোতিতে দর্শকগণের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। তাঁহারা বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে নির্নিমেষ নেত্রে জগতের দুর্ল্লভ রত্নরাজির অন্যতম সেই মহামূল্য অপূর্ব্ব-সুন্দর হীরাখানি দেখিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কথা সরিল না। দর্শকগণ পুষকিনকে পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সোনিয়া অতৃপ্ত নয়নে হীরকখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য পুষকিনের প্রসারিত করতলের দিকে হাত বাড়াইল, এবং অস্ফুটস্বরে বলিল, "এত দিন পর সত্যই কি—"

তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে, এবং সে হীরকখানি স্পর্শ না করিতেই কর্ণেল ক্রাসভ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ও কি? কেহ কি বাহির হইতে—"

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের দ্বার সশব্দে উদঘাটিত হইল, এবং 'সর্প' নামে পরিচিত দস্যু ইলিনস্কি সেই দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার মুখের নিম্নভাগ রঙিন রস্ত্রনির্ম্মিত মুখোস দ্বারা আবৃত। তাহার গোলাকার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী হইতে ধূর্ত্ততা ও বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া বাহির

হইয়াছিল। তাহার পশ্চাতে তাহার কয়েকজন সঙ্গী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের মুখও সেইরূপ রঙিন বস্ত্রের মুখোসে আবৃত।

তাহাদিগকে দেখিয়া কর্ণেল ক্রাসভ ও অন্য সকলে হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল কাহারও নড়িবারও সামর্থ্য হইল না; সকলেই যেন বজ্রাহত!

সেই এক মুহূর্ত্তেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! পুষকিন বিকট গর্জ্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করিল, এবং দ্বার-সন্নিহিত দস্যুর উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তাহা দেখিয়া ইলিনস্কির মুখ হইতে একটা চাপা হাসি উদ্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র কাচের ভাটা সেই মেঝের উপর সজোরে সেই কক্ষের নিক্ষেপ করিল; মেঝের কঠিন সানে পড়িয়া সেই ভাটাটা সশব্দে শত খণ্ডে চূর্ণ হইল, এবং শুভ্র বাষ্পরাশিতে সেই কক্ষ পূর্ণ হইল,—যেন নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি সকলকে আবৃত করিল।

সোনিয়া সেই বাষ্পরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন স্বপ্নের মত দেখিল—পুষকিন ইলিনস্কির ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতে গিয়া হঠাৎ যেন আহত হইয়া ঘুরিয়া পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুষ্টি শিথিল হওয়ায় হীরাখানি তাহার করতল হইতে খসিয়া মেঝেয় পড়িয়া গড়াইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কে লোহার সাঁড়াশীর মত সুদৃঢ় আঙ্গুলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল! তাহার পর কি ঘটিল, সোনিয়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল তাহার সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল। তাহার এইমাত্র অনুভব হইল—সেই দস্যুটা মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া হীরাখানি তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। শুভ্র বাষ্পরাশির মধ্যে সোনিয়া তাহার দেহ অস্ফুট ছায়ার মত দেখিতে পাইল।

ইলিনস্কি চক্ষুর নিমেষে হীরাখানি হস্তগত করিয়া পকেটে ফেলিল; তাহার পর পশ্চাদ্বর্ত্তী একজন অনুচরকে আদেশ করিল, "এই যুবতীকে সঙ্গে লইয়া চল।"

একটা দীর্ঘদেহ জোয়ান দস্যু সোনিয়াকে দুই হাতে টানিয়া তুলিয়া তৎক্ষণাৎ কাঁধে ফেলিল, এবং তাহাকে লইয়া দ্রুতবেগে দস্যু-দলপতির অনুসরণ করিল। দলপতির অন্যান্য অনুচরেরাও সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। তাহারা সকলেই দ্বারের বাহিরে আসিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পথে তখন জনমানবের সমাগম ছিল না। তাহারা দ্রুতবেগে পথ পার হইয়া অদূরস্থিত সুবৃহৎ মোটর-গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং সোনিয়াকে সেই গাড়ীর ভিতর ফেলিয়া সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীখানি তৎক্ষণাৎ চলিতে আরম্ভ করিল।

দশ মিনিট পরে মোটর-কার লণ্ডনের বাহিরে দস্যুদলের আড্ডায় উপস্থিত হইলে সোনিয়ার চেতনাসঞ্চার হইল; সে চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে চাহিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

ইলিনস্কি তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সোনিয়াকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বিদ্রূপের সুরে বলিল, "কাউণ্টেসের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে দেখিতেছি! ভাল, ভাল; আবার আমাদের দেখা হইল। কিন্তু আবার যে তুমি আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিবে, সে আশা ত্যাগ কর। কসিকা দ্বীপে তোমার জন্য একখানি চমৎকার বাগানবাড়ী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; দুই এক দিনের মধ্যেই তুমি সেখানে বাস করিবার সুযোগ লাভ করিবে। সেখানে বেশ সুখে থাকিবে।"

হঠাৎ সেই নরপিশাচ সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সোনিয়ার হাতখানি

তুলিয়া লইল এবং তাহার পর দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। সেই সময় সে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কাউণ্ট সেই মহামূল্য হীরকখানি হস্তাগত করিবার জন্য উৎসুক; কিন্তু আমি তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা এ হৃদয়ে পোষণ করি। তুমি নারী-রত্ন; আমি তোমাকেই চাই। তোমার মত দুর্লভ রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে আমার—"

সোনিয়া তাহাকে মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া তাহার দৃঢ়মুষ্টি হইতে সবলে হাত ছাড়াইয়া লইল; ভয়ে, উত্তেজনায় অধীর হইয়া সে কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল আর তাহার নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই; তাহার সকল আশার অবসান হইয়াছে। তাহার ও তাহার দাদার সকল চেষ্টা যত্ন বিফল হইয়াছে। এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে তাহাদিগকে যে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে আর কে তাহাদের রক্ষা করিবে? অসহায় অবস্থায় তাহাকে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে—তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল; কিন্তু আত্ম-হত্যার জন্য কি সে এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে?

সোনিয়াকে অবনত মস্তকে স্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া ইলিনস্কি মৃদু হাসিয়া বলিল, "চিন্তা করিয়া আর ফল কি? তুমি কি মনে করিয়াছ হাত ছাড়াইয়া লইলেই আমার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে? না, তোমার নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই। যদি আশা করিয়া থাক তোমার দাদা তোমাকে সাহায্য করিবে, অথবা তোমার সেই কদাকার হাঁড়িমুখো ইংরাজ বন্ধুটার চেষ্টায় উদ্ধার লাভ করিবে—তাহা হইলে সেই বৃথা আশা ত্যাগ কর। তাহাদের কেহই আর তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। তাহাদের কোন চালাকিই আর খাটিবে না।"

ইলিনস্কি সোনিয়াকে নিরাশ করিবার জন্য এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার ফল অন্যরূপ হইল। সীলের সতর্ক-বাণী সোনিয়ার শ্রবণ-বিবরে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সীলের কঠোর হাসি, তাহার প্রদীপ্ত নেত্রের তীব্র দৃষ্টি, মুহূর্ত্তের জন্য সোনিয়ার মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হইল। সীল তাহার কিরূপ হিতৈষী মিত্র, তাহার উপদেশ কিরূপ মূল্যবান, তাহা সে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল। আত্মাভিমানে সে তাহার সদাশয় সুহৃদের প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়াছিল, এ কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল; কিন্তু সীলের সাহস, ধৈর্য্য, ও তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার কথা স্মরণ হওয়ায় সোনিয়ার মুহ্যমান হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। সে বুঝিতে পারিল, সীল তাহার বিপদে উদাসীন থাকিবে না; তাহার উদ্ধারের জন্য এই সকল ইতর দস্যুদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে। সে কখন পরাজয় স্বীকার করিবে না, এবং তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া, সোনিয়া সদর্পে মাথা তুলিয়া অসঙ্কোচে সেই দস্যুর মুখের দিকে চাহিল, এবং অবজ্ঞাভরে বলিল, "ওরে কুকুর, তুই কি আশা করিয়াছিস্ সিংহনন্দিনী প্রাণভয়ে একটা লুব্ধ কুকুরকে আত্ম-সমর্পণ করিবে? আমাকে বন্দিনী করিয়া রাখা কি তোর সাধ্য? ঐ দুরাশা ত্যাগ কর কাপুরুষ!"

সোনিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। দুর্দ্দান্ত রুষ-দস্যু তাহার কথা শুনিয়াও কথা বলিল না; বিজয়-গর্ব্বে বিদ্রূপ ভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তাহার সেই নিষ্ঠুর হাসি সোনিয়ার হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল।

পঞ্চম প্রবাহ

পেট্রফের পতন

সীল কাপ্তেন কারডোসোকে সঙ্গে লইয়া বাসার বাহিরে আসিল; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তাহারা পরস্পরকে ছাড়িয়া বিভিন্ন পথে চলিল। কাপ্তেন ভূগর্ভস্থ রেলপথে নটিং-হিল গেটের দিকে চলিলেন; সীল ট্যাক্সির আড্ডায় আসিয়া একখানি ট্যাক্সি লইয়া হাইড-পার্ক কর্ণারে চলিল। হাইড-পার্ক কর্ণারে সে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, ভূগর্ভস্থ রেলপথে পিকাডেলি-সার্কাশে উপস্থিত হইল; তাহার পর সে পাঁচ মিনিট চলিয়া সেণ্ট মার্টিন্‌স লেনে আসিল। সেই গলির মোড়ে একখানি ব'স দেখিয়া, সে তাহাতে উঠিয়া বসিল, এবং কিছুদূর গিয়া রসেল্ স্কোয়ারে নামিয়া পড়িল। সেখানে সে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া টটেনহাম-কোর্ট রোড ষ্টেশনে আসিল। সে সম্মুখের দেউড়ি দিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া, অন্য দিকে ঘুরিয়া অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। সেখানে ট্যাক্সি লইয়া সে বেকার ষ্ট্রীটের সন্নিহিত একটা সাধারণ ভোজনাগারের সম্মুখে আসিল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সেই ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সেই ভোজনাগারের ভোজন-কক্ষে কাপ্তেন কারডোসোর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া অল্পকাল পূর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল—কোন গুপ্তচর সীলের বাসার বাহিরে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল; তাঁহারা উভয়ে একত্র চলিতে আরম্ভ করিলে সে

তাঁহাদের অনুসরণ করিত। সে যাহাতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে না পারে,এই উদ্দেশ্যে উভয়েই স্বতন্ত্র পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভোজনালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না।

তাঁহারা উভয়ে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সেই ভোজনাগারে অপেক্ষা করিলেন। তাঁহারা একত্র বসিয়া মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এগারটার পর তাঁহারা ভোজনাগার ত্যাগ করিয়া সেণ্ট জনস্-উড রোডের দিকে চলিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই পথে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহারা সেই পথের মোড়ে আসিয়া বাঁ-ধারের একটি সঙ্কীর্ণ কাণা গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই গলির প্রান্তভাগে একটি উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরের মাথায় তীক্ষ্ণাগ্র শিক শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট। এই প্রাচীরটি একটি রেল-লাইনের পার্শ্বস্থ বাঁধের সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। সীল জানিত এই প্রাচীর যে স্থানে শেষ হইয়াছিল, সেই স্থানে সেণ্ট জন্স-উড রোডের পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটি বাগানের প্রান্তসীমা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহারা সেই দিন অপরাহ্নে গগলের যে আড্ডা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীখানি সেই সকল বাড়ীর অন্যতম।

যাহা হউক, সেই প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়া সীল একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই গলির এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া দেখিয়া লইল; এবং কোন দিকে জনপ্রাণীও না দেখিয়া পকেট হইতে সুদীর্ঘ রজ্জুর একটি বাণ্ডিল বাহির করিল। তাহার এক মুড়ায় একটা ঢিলা ফাঁস ছিল। সীল সেই দড়ির কয়েক গজ খুলিয়া লইয়া তাহা এরূপ তাক করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল যে, সেই ফাঁসটা প্রাচীরের মস্তকে প্রোথিত একটি শিকে বাধিয়া গেল। তখন কাপ্তেন কারডোসো সেই দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে প্রাচীরের মাথায় উঠিলেন। তাহার পর সেই দড়ি টানিয়া

তাহার কিয়দংশ অপর দিকে ঝুলাইয়া, তাহার সাহায্যে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অবতরণ করিলেন। সীলও এইভাবে দড়ি ধরিয়া প্রাচীরে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু সে দড়ি খুলিয়া লইয়া কৌশলে প্রাচীর হইতে ভূতলে অবতরণ করিল। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে বুঝিয়া, সে দড়ির মায়া ত্যাগ করিতে পারিল না।

তাঁহারা উভয়ে তিন চারি মিনিট সেই প্রাচীরের ধারে ধারে চলিলেন। তাহার পর সীল হঠাৎ থামিয়া, অদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "ঐ গাছের সাহায্য লইতে হইবে।"

বৃক্ষটি বৃহৎ; সীল সেইদিন অপরাহ্নে সেই বৃক্ষটি দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিল, তাহা ৩৭এ নং বাড়ীর পরবর্ত্তী বাড়ীর বাগানের গাছ; সে আরও দেখিয়াছিল সেই গাছের একটি উচ্চ শাখা ৩৭এ নং বাড়ীর ছাদের ঊর্দ্ধ্বে প্রসারিত ছিল।

সীল বলিল, "উহাই আমাদের অবলম্বন। আশা করি ৩৮নং বাড়ীর লোকগুলা এত রাতে জাগিয়া নাই। যদি তাহাদের কেহ আমাদিগকে তাহাদের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখে—তাহা হইলে আমাদের সকল মতলব ফাঁসিয়া যাইবে।"

অতঃপর তাঁহারা সেই রজ্জুর সাহায্যে প্রাচীর পার হইয়া ৩৬নং বাড়ীর বাগানের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। বাগানের দিকে সেই অট্টালিকার পশ্চাতের জানালা হইতে দীপালোক লক্ষিত হইল না; গৃহবাসীগণের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তাঁহারা নিঃশব্দে অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী পুষ্প কানন অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই বৃক্ষারোহণে সুদক্ষ ছিলেন;

তাঁহারা বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিভিন্ন শাখায় বসিয়া রহিলেন।

সীল কাপ্তেনকে বলিল, "আমিই প্রথমে যাই; ঘরের ছাতের উপর যে ডালটা ঝুকিয়া পড়িয়াছে তাহা অত্যন্ত সরু, সেই ডাল দুই জনের ভার বহন করিতে পারিবে না।"

সীল সেই বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া অতি ধীরে ও সতর্ক ভাবে ৩৭ এ নং বাড়ীর ছাদের দিকে আসিতে লাগিল। একে রাত্রিকাল, তাহার উপর গাছের সেই ডালটি অত্যন্ত সরু; যদি কোনরূপে পদস্খলন হয় তাহা হইলে সেই উচ্চ শাখা হইতে চল্লিশ ফিট নীচে মাটীতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিবার আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক, সে সেই ডালের উপর দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিয়া প্রতি মিনিটে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি মাত্র অগ্রসর হইয়া, অবশেষে ডালের অগ্রভাগ ধরিয়া নিঃশব্দে ছাদের উপর নামিয়া পড়িল। সীল ৩৭এ নং বাড়ীর ছাদে নামিলে কাপ্তেন কারভোসোর সেখানে অবতরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। কারণ সীল ছাদে নামিয়া সেই ডালটির মাথা ধরিয়া থাকায় কাপ্তেনের দেহের ভরে সেই শাখা আন্দোলিত হয় নাই। কাপ্তেনও সেই শাখা অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সীলের পার্শ্বে নামিয়া পড়িলেন।

সেই অট্টালিকার ছাদ সমতল; এজন্য সীলের ধারণা হইল, ছাদের কোন অংশে প্রবেশের দ্বার আছে। তাঁহারা উভয়ে ছাদের উপর অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি দ্বার দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু দ্বারের অর্গলটি ভিতর হইতে রুদ্ধ থাকায় তাঁহারা সেই দ্বার টানিয়া খুলিতে পারিলেন না।

এইরূপ অসুবিধা ঘটিতে পারে ভাবিয়া সীল সে জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। তাহার পকেটে এক জোড়া ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণধার, কঠিন ইস্পাত-

নির্ম্মিত করাত ছিল ; সে সেই করাত এবং একখানি দীর্ঘ ও অত্যন্ত পাতলা ফলা-বিশিষ্ট ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া, দ্বারের অর্গলটির কোথায় কাটিতে হইবে তাহা সেই ছুরীর ফলার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইল ; তাহার পর সেই স্থানে অর্গলটি দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য করাত-খানি চালাইতে লাগিল।

সীলের কায প্রায় শেষ হইয়াছিল ; সেই সময় সেই রুদ্ধ দ্বারের নীচে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া সে করাতের ঘর্ষণ-শব্দ বন্ধ করিল, এবং উৎকর্ণ কর্ণে রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে সেই অট্টালিকার দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়ায় হল-ঘরের দীপালোকে সম্মুখের বাগান আলোকিত হইল, এবং একজন লোকের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইল।

গৃহবাসীর চিৎকার শুনিয়া সীল কাপ্তেনকে বলিল, "লোকটা নীচে চেঁচাইতেছে কেন ? ব্যাপার কি ?"

সীল করাতখানি পকেটে ফেলিয়া, বুকে ভর দিয়া প্রসারিত দেহে ছাদের কিনারায় উপস্থিত হইল, এবং কার্ণিসের উপর দিয়া মাথা বাড়াইয়া নীচে চাহিতেই দেখিল, দুইজন লোক ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা নিম্নস্বরে পরামর্শ আরম্ভ করিলে, অন্য একজন নীচে আসিয়া গৃহপ্রান্তবর্ত্তী গ্যারেজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ব্যগ্রভাবে গ্যারেজের দরজা খুলিল। কয়েক মিনিট পরে সীল আরও দুইজন লোককে ঘরের বাহিরে আসিতে দেখিল। তাহাদের একজনকে সীল চিনিতে পারিল ;—সে 'সাপ' নামে পরিচিত রুষ-দস্যু ইলিনস্কি ! ইলিনস্কি প্রত্যেকের হাতে কি একটা জিনিস গুঁজিয়া দিল। একজন সেই জিনিসটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলে সীল দেখিয়া বুঝিতে পারিল—তাহা ফানুসের মত পাতলা এক রকম মুখোস ; কিন্তু

এরূপ ক্ষুদ্র যে, তদ্বারা নাকের ডগা হইতে চিবুকের নিম্নভাগ মাত্র আবৃত হইল।

গ্যারেজে যে মোটর-কার ছিল, তাহা 'সেল্‌ফ্‌ ষ্টার্টার' (self-starter) গাড়ী। মুহূর্ত্ত পরে তাহা হইতে বজ্‌-বজ্‌ শব্দ আরম্ভ হইল; কিন্তু দুই মিনিট ঐরূপ শব্দ হইবার পর শব্দটা বন্ধ হইল। সীলের ধারণা হইল—সেই মোটর-কারের ইঞ্জিন বিগড়াইয়া যাওয়ায় অচল গাড়ী চলিল না।

ইলিনস্কি সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া রুষ ভাষায় কি বলিল; তাহার পর গ্যারেজের দিকে দৌড়াইয়া গেল। কিছুকাল ধরিয়া খট-খট শব্দে ইঞ্জিন মেরামত হইল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পুনর্ব্বার ষ্টার্টারের বজ্‌-বজ্‌ শব্দ আরম্ভ হইল, এবং ইঞ্জিন তীব্র শব্দ করিলে গাড়ী গ্যারেজের বাহিরে আসিল। তাহার দ্বার জানালা বন্ধ। গাড়ী সেই বাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে ইলিনস্কি তিনজন অনুচরসহ সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিল; অতঃপর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, এবং পথে আসিয়া অদৃশ্য হইল।

সীল বড় ধাধায় পড়িল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল; সেই গভীর রাত্রে দস্যুদল হঠাৎ মোটর-গাড়ীতে উঠিয়া গৃহত্যাগ করিল; ইহা তাহার ভাল বলিয়া মনে হইল না। উহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদের কার্য্যে বাধা দানের উপায় ছিল না, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সে সেই বৃক্ষের সাহায্যে ছাদ হইতে তাড়াতাড়ি বাগানে নামিবার চেষ্টা করিলে হয়ত তাহার সে চেষ্টা সফল হইত; কিন্তু বাগানের ভিতর তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। বিশেষতঃ, তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া তাহার ভারে বৃক্ষশাখা আন্দোলিত হইলে সেই অবস্থায়

দস্যুরা যদি তাহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে গাছ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরা পড়িতে হইত, এবং তাহার বিপদের সীমা থাকিত না।

যাহা হউক, সীল ছাদের সেই মুড়া হইতে সরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সেই সময় সে দেখিল গ্যারেজ হইতে আরও একখানি মোটর-কার বাহিরে আসিল। সেই গাড়ীখানির আকার ক্ষুদ্র। গাড়ী সেই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিলে একটি বৃদ্ধ ঘর হইতে নামিয়া আসিয়া সেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সীল তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল—সে গগল।

গগলকে সেই মোটরকারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সীল অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "কচুপোড়া খেলে! দলের সব ডাকাত গুলাই যে আড্ডা ছাড়িয়া সরিয়া পড়িল দেখিতেছি! রাত জাগিয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আসিয়া চতুর্ভূজ হইলাম আর কি!"

সীল আর সময় নষ্ট না করিয়া পকেট হইতে সেই ক্ষুদ্র করাতখানি বাহির করিল, এবং পূর্ব্ববৎ তাহা দ্বারের অর্গলের উপর চালাইতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে অর্গলটি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায়, সীল দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সীল সেই দ্বারের নীচে সঙ্কীর্ণ কাঠের সিঁড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে দোতালায় নামিতে লাগিল।

সেই কাঠের সিঁড়ি একটি ক্ষুদ্র কক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই সিঁড়ির নীচে যে প্রশস্ততর সোপানশ্রেণী ছিল, তাহাদের সাহায্যে বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে সীল তাহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র বিজলি-বাতির আলোকে একবার চারি দিক দেখিয়া লইল। সিঁড়ির অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও সে বিজলি-বাতির আলোকে

একবার চারি দিক দেখিয়া লওয়ায় সিড়ি দিয়া নামিতে তাহার অসুবিধা হইল না। সে সেই সিড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কান পা'তয়া দোতালার কক্ষে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল। তাহার ধারণা হইয়াছিল সেই অট্টালিকার অধিবাসীরা সকলেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কক্ষমধ্যে পদশব্দ শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল—সেই অট্টালিকা নির্জ্জন নহে; সেখানে তখন আরও লোক ছিল।

সীল বুঝিতে পারিল ঘরে যখন লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন সতর্ক ভাবে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেই বাড়ীতে কতজন লোক ছিল, তাহা সে জানিত না, এবং তাহা জানিবার জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল না। সে যখন কাপ্তেন কারডোসোকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন সে স্থির করিয়াছিল প্রয়োজন হইলে তাহারা এক ডজন সশস্ত্র দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিবে। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া গৃহবাসীদের অজ্ঞাতসারে সেই অট্টালিকার ছাদ হইতে নামিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা আকস্মিক আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে। সীলের পকেটে যে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী অটোমেটিক পিস্তলটি সংগুপ্ত ছিল, তাহা 'সাইলেন্সার'-সংযুক্ত; কাপ্তেন কারডোসোও আর একটি পিস্তল আনিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অব্যর্থ গুলীতে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিতেন। উভয়েই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি গুলী চালাইতেও অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্র দশ-বার জন শত্রুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

সীল সিড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কাপ্তেনকে বলিল, "কাপ্তেন, তুমি প্রস্তুত?"

কাপ্তেন অস্ফুটস্বরে বলিলেন "হাঁ, প্রস্তুত।"

"তবে এস"—বলিয়া সীল পিস্তল হাতে লইয়া দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল; কাপ্তেন তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে কিছুদূর নামিয়া নীচের তলায় পদশব্দ সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। দোতালায় তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, এবং কেহই তাঁহাদের অবতরণে বাধা দিতে আসিল না। দোতালার কোন দিকে কেহ নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা দোতালার কোন কক্ষে প্রবেশ করিলেন না; দোতালা হইতে তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া একতালায় নামিতে লাগিলেন। তাঁহারা একতালায় নামিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া একজন দস্যু একতালার হল-ঘরের বাম পার্শ্বস্থ একটি কক্ষ হইতে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিল, এবং উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সোপানশ্রেণী দিয়া তাঁহাদিগকে নামিতে দেখিয়াই তাহার সঙ্গীদের সতর্ক করিবার জন্য চিৎকার করিয়া উঠিল।

সীল তখন একতালার কক্ষের মেঝে হইতে উর্দ্ধগামী অষ্টম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে সেই লোকটির চিৎকার শুনিয়াই সেই সিঁড়ি হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার হাতের পিস্তল উচাইয়া ধরিয়া কুঁদা দ্বারা লোকটার মাথায় এরূপ বেগে আঘাত করিল যে, সে তৎক্ষণাৎ সটান চিৎ হইয়া পড়িল। সীল ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সেই লোকটার বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে বাম পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তে সে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সুগম্ভীর হুঙ্কার-ধ্বনি শুনিতে পাইল।

হল-ঘরের বাম পার্শ্বস্থ যে কক্ষে সীল প্রবেশ করিল, সেখানে তখন চারিজন লোক ছিল। সেই চারিজনের একজন পেট্রক; অন্য তিনজন

তাহার দলের লোক। পেট্রফের মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল, এবং তাহার ডান হাত পাতলা তক্তার ফালি-বাঁধা অবস্থায় গলার সহিত ঝুলিতেছিল। সীল সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র চোখে মুখে প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করিল; কারণ সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে তখন দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল; অগ্নিকুণ্ডে প্রয়োজনানুযায়ী শুষ্ক কাঠ জ্বালাইলে সেই কক্ষে তেমন প্রখর উত্তাপ অনুভূত হইত না; কিন্তু শুষ্ক কাঠরাশির উপর নিক্ষিপ্ত কতকগুলি মোটা মোটা কেতাব, খাতা ও কাগজপত্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, সেইগুলিই তখন জ্বলিতে থাকায় কক্ষটির উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল সামগ্রী ঐ ভাবে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের কারণ এই যে, গগল সেই অট্টালিকা ত্যাগের জন্য পূর্ব্বেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যে সে সেখানে পেট্রফ ও তাহার অন্য তিনজন অনুচরকে রাখিয়া তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিল—তাহারা যে সেই অট্টালিকায় বাস করিত, ইহার সকল প্রমাণ নষ্ট করিয়া যেন সেখানে তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন বিলুপ্ত করে।

সীল প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় মহাবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতের পিস্তলের কুঁদা পূর্ব্ববৎ সবেগে আন্দোলিত হইয়া এক একজনের মাথায় হাতুড়ির মত পড়িতে ও উঠিতে লাগিল! তাহার ডান হাতের সুদৃঢ় পেশীর সমগ্র শক্তিদ্বারা বজ্র লৌহদণ্ড পরিচালিত হইতেছিল। যে ব্যক্তি সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল, পিস্তলের কুঁদার সেই প্রচণ্ড আঘাত সর্ব্বপ্রথম তাহারই মস্তকে নিপতিত হওয়ায় সেই ভীষণ আঘাতে সে কক্ষমধ্যে তিন হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, এবং মেঝের উপর দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিয়া দুই একবার খাবি খাইল; তাহার পর নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল। তাহার মাথা ফাটিয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল।

কাপ্তেন কারডোসো সেই কক্ষে সীলের অনুসরণ না করিয়া, হল-ঘরের ডান দিকে যে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছিলেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই কক্ষে কেহ ছিল কি না সীল তাহা জানিবার চেষ্টা করে নাই; কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল পরেই সীল সেই কক্ষ হইতে সবেগে পিটুনীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নকণ্ঠের আর্ত্তনাদ, এবং কাপ্তেনের হুঙ্কার-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল সেই কক্ষে যাহারা ছিল তাহারা কাপ্তেনের হাতে উত্তম মধ্যম লাভ করিয়া বিলাপে ও প্রলাপে কক্ষটি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

সীল যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই কক্ষস্থিত একটি লোক দুই একটা গুতা খাইয়া মাথা বাঁচাইবার জন্য কিছু দূরে সরিয়া গেল; তাহার পর পকেট হইতে ফস্ করিয়া একখান তীক্ষ্ণধার লক্‌লকে ছুরী বাহির করিল। এই লোকটি সুকৌশলে ছুরী নিক্ষেপ করিতে পারিত; সেই দিন অপরাহ্নে এই ব্যক্তিই সীলকে লক্ষ্য করিয়া ছুরী নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে দূরে সরিয়া গিয়া পকেট হইতে ছুরী বাহির করিবামাত্র সীল চক্ষুর নিমেষে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পেট্রফ বাঁ হাতে আগুন খোঁচাইবার লৌহ-দণ্ডটি টানিয়া লইয়া, সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই দীপটি নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত না হওয়ায় তাহার লোহিত আভায় সেই কক্ষ ঈষৎ আলোকিত হইতেছিল। সীল সেই মৃদু আলোকে দস্যুনিক্ষিপ্ত ছুরীখানি দেখিতে পাইয়া, চক্ষুর নিমেষে এক পাশে মাথা সরাইয়া লইল, এবং উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার আততায়ীকে জড়াইয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে হাতের পিস্তলের কুঁদা দ্বারা তাহার মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিল যে,

সে সীলের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। সীল সেই আলো-অন্ধকারে চারি দিকে চাহিয়া আর কোন আততায়ীকে সেখানে দেখিতে পাইল না; কিন্তু সে সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই একজন লোক অন্য দিক হইতে তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া-পড়িয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। সীলের মনে হইল কেহ এক জোড়া লোহার সাড়াশী দিয়া তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে!

লোকটা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বদমায়েসটাকে আমি পাকড়াইয়াছি। জল্‌দি উহার মাথায় দাণ্ডা লাগাও।"—লোকটার কণ্ঠস্বরে মার্কিনী টান ছিল।

ঐ কথা শুনিয়া সীল হো-হো শব্দে হাসিয়া, বাঁ হাতে তাহার আততায়ীর ডান হাতের কনুইএর উপর এরূপ এক ঘুসি মারিল যে, সে 'বাপ' বলিয়া হাতখানি টানিয়া লইয়া যন্ত্রণায় তাহা আন্দোলিত করিতে লাগিল। সেই অবসরে সীল একটা ঝাকুনি দিয়া সেই ব্যক্তির বাঁ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার তলপেটে এরূপ বেগে আঘাত করিল যে, সে দুই হাত শূন্যে তুলিয়া অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ছিটকাইয়া পড়িল। অগ্নিকুণ্ডের ভস্মীভূত ও অর্দ্ধদগ্ধ কাগজ পত্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ছুরী নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইত্যবসরে সে সামলাইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু দূরে সরিয়া গিয়া আর একখানি ছুরী বাহির করিল, এবং তাহা সীলের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিল। এবারও সীল চক্ষুর নিমেষে সরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু ছুরীর আঘাত ব্যর্থ করিতে পারিল না। ছুরীখানি তাহার বক্ষঃস্থলে না পড়িয়া, তাহার পরিচ্ছদ বিদীর্ণ করিয়া তাহার পাঁজরে বিদ্ধ হইল। সীল তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতে তাহার হাত ধরিয়া, ডান হাতের পিস্তল ঊর্দ্ধে তুলিল, এবং তদ্দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। ছুরী তখনও সীলের আততায়ীর হাতে ছিল; পিস্তলের

কঠোর আঘাতে সে ছুরীসহ ধরাশায়ী হইল। এবার সে নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল। প্রথম বারের আঘাতে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই, এ জন্য শীঘ্র উঠিয়া পুনর্ব্বার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু এবার তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

সীল যে লোকটিকে ধাক্কা দিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে অক্ষত দেহে অগ্নিকুণ্ডের বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। সে সীলকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবামাত্র সীল তাহার চুয়ালে প্রচণ্ড বেগে এক ঘুসি মারিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দুই হাতে উর্দ্ধে তুলিয়া সেই কক্ষের দেওয়ালের গায়ে সবেগে নিক্ষেপ করিল। সে সেই দেওয়াল হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া একখান ছোট টেবিলে পড়িল, এবং তাহা হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িলে, সেই ঝোঁকে টেবিলখানিও তাহার দেহের উপর উল্টাইয়া পড়িল। তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সীল দন্তশ্রেণী উদ্‌ঘাটিত করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার কদাকার মুখের সেই হাসি দেখিলে সহজেই মনে হইত একটা সাদা উল্লুক মনের আনন্দে মুখব্যাদান করিয়াছে! তাহার সজীব ঘুসির ফলে এতদূর হইবে, ইহা সে আশা করিতে পারে নাই।

অতঃপর সীল সেই কক্ষের আলো-অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, অন্যান্য আততায়ীর প্রতীক্ষায় বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তাহার উভয় বাহুর ও বক্ষঃস্থলের পেশীগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল; চক্ষু হইতে উৎসাহের অনল-শিখা নিঃসারিত হইতেছিল। কিন্তু সেই কক্ষ তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ; সে কোন দিকে কাহারও কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ শুনিতে পাইল না। সে পেট্রফকে দেখিবার আশা করিতেছিল; কিন্তু পেট্রফ লৌহদণ্ডের আঘাতে বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা সে জানিতে

পারে নাই। সীল যখন অন্যান্য আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল —সেই সময় সে পেট্রফকে সেই কক্ষে দেখিয়াছিল; তাহার পর সে কোথায় অদৃশ্য হইল? সে তাহার অজ্ঞাতসারে সেই অট্টালিকা হইতে পলায়ন করিয়াছিল কি না সীল তাহাও বুঝিতে পারিল না।

সেই মুহূর্ত্তে অগ্নিকুণ্ড-নিক্ষিপ্ত একখানি কাগজ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সীল সেই আলোকে পেট্রফকে দেখিতে পাইল।

পেট্রফ সেই কক্ষে টেবিলের পাশে হাত পা গুটাইয়া ও মাথাটা বুকের কাছে গুঁজিয়া কুকুর-কুণ্ডলীর আকারে পড়িয়া ছিল। তাহার দেহ ভঙ্গি কৌতূহলোদ্দীপক-বিদ্‌ঘুটে (a curiously unnatural attitude)বলিয়াই সীলের ধারণা হইল; কিন্তু পেট্রফের ভাঙ্গা হাতখানি ফিতা দিয়া তাহার গলার সঙ্গে আবদ্ধ থাকিলেও,যে লৌহদণ্ডের আঘাতে সে আলোটি চূর্ণ করিয়াছিল, তাহা তখনও তাহার হস্তচ্যুত হয় নাই। তাহার বক্ষঃসংলগ্ন মুখ ঈষৎ উন্মুক্ত, এবং চক্ষু অর্দ্ধ-নিমিলিত; সেই অবস্থায় শূন্যদৃষ্টিতে সে পার্শ্বস্থ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার চিবুকের নীচে কণ্ঠ-সংলগ্ন ছুরীখানার কেবল বাঁটটিই দেখা যাইতেছিল। সীলের ধারণা হইল, যে ছুরীখানি পূর্ব্বে তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা সেই ছুরী! ছুরী পেট্রফের কণ্ঠ বিদীর্ণ করায় সেই স্থান হইতে শোণিতধারা নিঃসারিত হইয়া কার্পেট সিক্ত করিতেছিল।

সীল তৎক্ষণাৎ পেট্রফের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিজলি-বাতির আলোক-রশ্মি সীলের মুখের উপর বিক্ষিপ্ত করিল। সীল সেই আলোকে পেট্রফের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল, 'ভল্লুক" নামধারী দস্যু পেট্রফের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ভাগ্যদেবতার অদ্ভুত বিধানে তাহার

সহযোগী দস্যুদের কাহারও হস্ত-নিক্ষিপ্ত ছুরিকার অব্যর্থ আঘাতই তাহার মৃত্যুর কারণ। পেট্রফের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সীল কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না, বা তাহার মনে করুণার উদ্রেক হইল না। পেট্রফ তাহার অন্য দুইজন সহযোগীর ন্যায় নর-পিশাচ না হইলেও তাহার এইরূপ ভয়াবহ পরিণাম যে তাহার অনুষ্ঠিত নানা দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল, এ বিষয়ে সীল নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

সেই মুহূর্ত্তে কাপ্তেন কারডোসো সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্ত হইতে উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লড়াই ফতে?"

সীল বলিল, "নিঃসন্দেহে; অসুবিধা এই যে, এ ঘরের আলোটা নিবিয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে; পেট্রফের নিজের দলের কোন দস্যুর ছুরীর খোঁচায় তাহার প্রাণ বিহঙ্গ খাঁচা ছাড়িয়াছে। পরের জন্য ফাঁদ পাতিলে নিজেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়, ইহা তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছুরীখানি উহার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করিয়াছে দেখিলাম। তোমার ও-পাশের ঘরের খবর কি? সব শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ?"

কাপ্তেন বলিলেন, "ও ঘরে দুইজন মাত্র লোক ছিল, তাহারা আমাকে অসুবিধায় ফেলিতে পারে নাই; ও রকম দুই পাঁচটা বদমায়েসকে আমি মুঠায় পুরিয়া বিস্‌কিটের মত চিবাইয়া খাইতে পারি। সেকালে আমার জাহাজের বেয়াড়া নাবিকগুলা দল বাঁধিয়া আমাকে গুঁতাইতে আসিলে কি ভাবে তাহাদের শিক্ষা দিতাম, তাহা এখনও স্মরণ আছে; তবে অনেক দিনের অনভ্যাসে হাত একটু আড়ষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহারা ত দশ কুড়ি জন নহে, দুইজন মাত্র। যাহা হউক, এখন বাকি কাযের ফিরিস্তিটা কি শুনি?"

সীল বলিল, "আপাততঃ এই ঘরে একটা আলোর দরকার। পেট্রফ

লোহার একটা শিকের খোঁচা মারিয়া আলোর বল্‌বটা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করায় আলোটা নিবিয়া গিয়াছে ; আর একটা বল্‌ব লাগাইলেই আলো জ্বলিবে। তুমি হল-ঘরের আলোর বল্‌বটা খুলিয়া আনিবে ?”

কাপ্তেন বলিলেন, “সে আর শক্ত কায কি ? এখনই আনিতেছি।” কাপ্তেনের সুদীর্ঘ মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বার-প্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইল। সীল তাহার হাতের বিজলি-বাতির আলোক-প্রভা সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল ; কিন্তু সেই আলোক এরূপ ক্ষীণ যে, তাহার সাহায্যে সেই কক্ষের সকল অংশ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল না। এই জন্য সীল কাপ্তেনের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সেই সময় হল-ঘরের টেলিফোন পুনঃ পুনঃ বাজিতে আরম্ভ করিল। তাহার ঝন্‌-ঝনির আর বিরাম নাই ! সীল সেই ঝন্‌-ঝনি শুনিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য-চিন্তা করিতে লাগিল। সে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিবে কি না প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না ; কিন্তু তাহাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে হইল না। দুই এক মিনিট পরে হল ঘরে সে কাপ্তেনের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল। কাপ্তেন টেলিফোনের ঝন্ ঝনি শুনিয়া কলের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ; তিনি ‘হুক’ হইতে রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন।

সীল হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কাপ্তেন কারডোসো টেলিফোনে সাড়া দিলে, যে ব্যক্তি কথা বলিল, সীল তাহার কথা শুনিতে না পাইলেও সে যে রুষীয় ভাষায় কথা বলিতেছিল, ইহা সে অবিলম্বে বুঝিতে পারিল ; কারণ কাপ্তেন কারডোসো তাহার প্রশ্নের উত্তরে রুষ ভাষা ব্যবহার করিলেন। কাপ্তেন অত্যন্ত সতর্কভাবে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিলেন।

কাপ্তেনের কথা শেষ হইলে তিনি 'রিসিভারটা' নামাইয়া রাখিলেন।

সীল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "টেলিফোনে কে কাহাকে ডাকিতেছিল? ব্যাপার কি?"

কাপ্তেন কারডোসো ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা জানিতে পারিলে তোমাকে বলিতাম। ভাগ্যে রুষ ভাষায় 'ইয়েস্,' 'নো,' 'ভেরীগুড্' বলিবার অভ্যাস ছিল! ঐ শব্দ কয়টি জানা না থাকিলে সব ভ্যাস্তাইয়া যাইত। লোকটা এক একবার হড়-হড় করিয়া কি কতকগুলা কথা বলিয়া যায়, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি না; রুষ ভাষা জানা থাকিলে ত বুঝিব। সে কথাগুলা একনিঃশ্বাসে বলিয়া নীরব হইলে আমি বলি 'ইয়েস'। তবে তাহার কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম, যাহার সঙ্গে তাহার কথা বলিবার প্রয়োজন, সে পেট্রফ। সে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি পেট্রফ?' আমি উত্তর দিয়াছিলাম—'ইয়েস্।' তাহার পর, এ কথা, সে কথা। তুমি ত শুনিয়াছ আমি শেষ পর্য্যন্ত 'ইয়েস্' ও 'নো' চালাইয়া আসিয়াছি। যদি লোকটা কোন কারণে উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত না হইত, তাহা হইলে সহজেই সে বুঝিতে পারিত—টেলিফোনে যাহার সহিত তাহার আলাপ চলিতেছিল সে পেট্রফ নহে। আমি সংক্ষিপ্ত উত্তরেও রুসিয়ানের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতে পারি নাই! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে আমার ত্রুটি ধরিতে পারে নাই।"

সীল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু লোকটা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল, তাহা কি আদৌ বুঝিতে পার নাই?"

কাপ্তেন বলিলেন, "না, কিছুই বুঝিতে পারি নাই; যে রুষ ভাষা জানে না, সে কি সেই ভাষার কথা বুঝিতে পারে? অপরিচিত ভাষা মাত্রই তাহার কাছে হিব্রু। তবে সে মোয়োনকের নাম উচ্চারণ করিয়া-

ছিল ; আরও একটা ইংরাজী নাম শুনিয়াছি—কোনও স্থানের নাম ; সেই স্থানটি 'ক্রোক পয়েণ্ট।' ইহা ভিন্ন একটা সময়ের কথাও বলিয়াছে ; বলিয়াছে, 'তিনটা ত্রিশ মিনিটে, তাহার পরে নহে।' একখান জাহাজ সম্বন্ধে কি যে বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বহুকাল পূর্ব্বে কিছুদিন আর্কেঞ্জেলে ছিলাম বটে, কিন্তু উহাদের ভাষা শিখিবার কোন চেষ্টা করি নাই ; ঠারে-ঠোরে কায চালাইতাম। দুই একটা কথা বুঝিতে পারিতাম ; কিন্তু এখন তাহা শুনিবার অভ্যাস নাই।"

শীল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নত মস্তকে দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিল ; তাহার পর মাথা তুলিয়া কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বেগ ভরে বলিল, "কথাগুলা রহস্যপূর্ণ ; কিন্তু ভারি জরুরী কথা বলিয়াই মনে হইতেছে! উহা জানিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইত। তুমি তিনটি মাত্র কথা বুঝিতে পারিয়াছ ; মোরোনফ, "ক্রোক পয়েন্ট, এবং 'তিনটা ত্রিশ মিনিট তাহার পরে নয়।' কথাগুলি শুনিয়া মনে হইতেছে বক্তা ঐ সময় উক্ত স্থানে কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং এই ব্যাপারের সহিত মোরোনফের কোন সম্বন্ধ আছে। আমার মনে হইতেছে, গগল ও তাহার দলের লোকগুলা তাড়াতাড়ি ইংলণ্ড ত্যাগের আয়োজন করিতেছে ; কিন্তু সে সেই হীরাখানি হস্তগত করিবার পূর্ব্বে এ দেশ হইতে পলায়ন করিবে, ইহা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। আর এই ব্যাপারের সহিত মোরোনফের কি সম্বন্ধ, তাহার নাম উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মোরোনফ ও তাহার ভগিনী উভয়েই ত এখন আমার বাসায় বাস করিতেছে। গগল সদলে পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু মোরোনফের প্রসঙ্গে তাহার কি কথা থাকিতে পারে?"

কাপ্তেন কারভোসো মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তুমি বড় খুনী

আমাকে জেরা করিতে পার, কিন্তু আমার কোন উত্তর শুনিয়া অন্ধকারের ভিতর আলোকের ক্ষীণ প্রভাও দেখিতে পাইবে না; তবে তুমি জেরা না করিলেও একটা কথা তোমাকে বলিতে পারিব। যে লোকটা টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল তাহার কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইল, কোন কারণে সে ভয়ঙ্কর খুসী হইয়াছে; কিন্তু সে এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সে আমাকে আমার অপরিচিত ভাষার কথা বলিলেও সে সকল কথায় তাহার মানসিক উত্তেজনা আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।"

সীল বলিল, "এ বিষয়ে তুমি যখন নিঃসন্দেহ, তখন—"

সীল কথাটা শেষ না করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। সহসা তাহার স্মরণ হইল—সেই অট্টালিকা-সংলগ্ন গ্যারেজ হইতে মোটর-কার বাহির করিয়া বাড়ীর কয়েক জন কিছুকাল পূর্ব্বে সেই সময় তাড়াতাড়ি গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা সেই গভীর রাত্রে কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাত্রা করিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য তখন তাহার আগ্রহ না হইলেও, কাপ্তেন কারডোসোর সহিত এই সকল কথার আলোচনা করিবার সময় এই চিন্তা তাহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সে সোনিয়াকে নিজের বাসায় তাহার দাদার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল; তাহার ও কাপ্তেন কারডোসোর অনুপস্থিতকালে কেহ তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে না পারে—তাহারও ব্যবস্থা সে করিয়া আসিয়াছিল; তথাপি কি তাহারা তাহার বাসায় নিরাপদ নহে? তাহারা কি গগল ও তাহাদের সহযোগী দস্যুদের কবলে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সীল অধীর হইয়া উঠিল।

সীল দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "আমরা তাড়াতাড়ি এই বাড়ীর বিভিন্ন কক্ষ খানাতল্লাস করিয়া, যত শীঘ্র

সম্ভব বাসায় ফিরিয়া যাইব কাপ্তেন! নানা কারণে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। ও ঘরে আলো নাই, তোমায় একটা বল্‌ব সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি, তাহা পাইয়াছ কি?”

কিন্তু সীলের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। কাপ্তেন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে কে বহির্দ্বারে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। সীল তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাহিরের দিকের জানালার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাড়াতাড়ি জানালার খড়খড়ি তুলিয়া বহির্দ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যে লোকটি দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, সীল তাহাকে দেখিতে পাইল; সেই লোকটির পশ্চাতে আরও দুইজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। পথের দীপালোকে তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়া সীল বুঝিতে পারিল তাহারা উভয়েই পুলিশম্যান—ঘাটির পাহারাওয়ালা! সেই অট্টালিকার অদূরে যে সকল বাড়ী ছিল, সেই সকল বাড়ীর অধিবাসীরা গগমের বাসায় কোলাহল, পিটুনীর শব্দ ও দাপাদাপি শুনিয়া, সেখানে ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া পুলিশে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, এইজন্য পুলিশ তদন্তে আসিয়াছিল, এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে রুদ্ধদ্বারে বারংবার করাঘাত করিতেছিল।

কেহই দ্বার খুলিল না; তখন দ্বারে পুনর্ব্বার আঘাত চলিতে লাগিল। অট্টালিকার ভিতর হইতে কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া পুলিশ-প্রহরী হুইশ্‌ল-ধ্বনি দ্বারা গৃহবাসীগণের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। সীল আর সেখানে বিলম্ব করা সঙ্গত মনে করিল না। পুলিশকে দ্বার খুলিয়া দিয়া ধরা দিবে, এবং যে সকল কথা পুলিশ বিশ্বাস করিবে না, সেই সকল কথা বলিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিবে, সীল সেরূপ নির্ব্বোধ ছিল না। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই পুলিশ দ্বার

ভাঙ্গিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে বুঝিয়া সীল কাপ্তেন কারডোসোকে সঙ্গে লইয়া, দ্রুতবেগে সেই অট্টালিকার খিড়কি দিয়া পশ্চাতের বাগানে প্রবেশ করিল, এবং পকেট হইতে দড়ি বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে বাগানের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। প্রাচীরের বাহিরেই রেলপথ। তাঁহারা উভয়েই রেলপথ পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত কাণা গলিতে প্রবেশ করিলেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে পথে আসিলেন ; পথে একখানি ট্যাক্সি দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। সেই ট্যাক্সিতে তাঁহারা নিরাপদে পোর্টম্যান স্কোয়ারের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

পুলিশ দ্বার ভাঙ্গিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া কি দেখিল—সীল সে কথা চিন্তা করিবার অবসর পাইল না ; কিন্তু সেই অট্টালিকার দ্বার ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া পুলিশের চক্ষু আতঙ্কে ও বিস্ময়ে কপালে উঠিয়াছিল। তাহার পর সারারাত্রি সেখানে পুলিশের জটলা ও আনাগোনা !

——:০:——

ষষ্ঠ প্রবাহ

যঃ পলায়তি সঃ জীবতি

সীলের বাবুর্চি টমসন বাসার দরজা খুলিয়া দিলে সীল টমসনের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল—তাহার ও কাপ্তেন কারডোসোর অনুপস্থিতিতে বাসায় কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে! টমসন সীলের নিকট প্রথমেই সোনিয়ার পলায়নের সংবাদ প্রকাশ করিল। সীল সকল ঘটনার বিবরণ আদ্যোপান্ত জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে টমসন বিষন্ন মুখে ব'লিল, "মিস্ বাহিরে যাইবার জন্ম সদর দরজায় আসিয়া তাহা খুলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহা খুলিতে না পারিয়া আমাকে উহা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'কর্ত্তার আদেশ নাই। তিনি সদর দরজা খুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; আমি তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারি না।' আমি দ্বার খুলিলাম না দেখিয়া তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে একটি স্ত্রীলোক সদর দরজায় আসিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আমি আপনার আদেশানুসারে তাহাকেও দ্বার খুলিয়া দিলাম না। তখন স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিল, তাহার ভিতরে আসিবার প্রয়োজন নাই, সে একটা সংবাদ জানাইতে আসিয়াছে। তাহার কি বলিবার আছে তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, এই দোতালার পিছনে যে জানালা আছে, সেই জানালার সঙ্গে চাদর বাঁধিয়া, একটি যুবতী সেই চাদর ধরিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে; তাহা দেখিয়া সে আমাদিগকে সেই সংবাদ জানাইতে আসিয়াছে।—আমি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া নিজের চরকায় তেল দিতে বলিলাম।

যে ঘরে থাকিবে না, সে জানালা গলিয়া পলাইয়াছে—এ সংবাদ জানিয়া কি লাভ? খবরটা শুনিয়া কি করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মিস্ মেরোনফ পলায়ন করিয়াছে, তাহা শুনিতে পাইলাম; কিন্তু আপনি কোথায় গিয়াছেন তাহা জানিতাম না; এজন্য সংবাদটা আপনাকে জানাইতে পারিলাম না। আমি আপনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি এগারটার পূর্ব্বেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। বারটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেই একজন ভদ্রলোক সদর দরজায় আসিয়া উপস্থিত! তাঁহাকেও আমি দ্বার খুলিয়া দিলাম না। তিনি বলিলেন, তাঁহার নাম কর্ণেল ক্রাসভ। তিনি আপনার সঙ্গে বা মিঃ মেরোনফের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল কোন কারণে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন।

"তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম আপনি বাহিরে গিয়াছেন; আপনার আদেশ ভিন্ন আমি কাহাকেও দ্বার খুলিয়া দিব না। আমার আপত্তি শুনিয়া লোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, একটা জীবন-মরণের ব্যাপারে তিনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন, আপনার সঙ্গে দেখা না করিয়া ফিরিবেন না। তিনি আপনার ঠিকানা জানিতে চাহিলেন; কিন্তু আপনি কোথায় গিয়াছেন তাহা আমি জানি না বলায়, তিনি বলিলেন আপনি বাসায় ফিরিবামাত্র যেন আপনাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে বলি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হওয়ায় তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু পাঁচ মিনিট অন্তর টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'তোমার মনিব' কি বাসায় ফিরিয়াছেন?'—আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার ভয়ানক আগ্রহ!"

টমসন্ এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। সীলের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাহার ধারণা হইল তাহার মনিব কোন কারণে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তাহার কোন ক্রটি তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ কি না তাহা স্থির করিতে না পারিয়া টমসন্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সীল তাহাকে বলিল—তাহার কর্ত্তব্যের কোন ক্রটি হয় নাই।

টমসন্ অপরাধীর মত মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া সীল বলিল, "তুমি ঠিকই কায করিয়াছ, টমসন্! তোমার কোন দোষ নাই। তুমি যাহা করিয়াছ তাহাব অধিক আর কিছুই করিবার ছিল না। এখন যাও, আমার গাড়ীখান বাহিরের দরজায় আনিয়া রাখ। আমাকে এখনই তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতে হইবে।"

টমসন্ তাহার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল; তখন সীল কাপ্তেন কারডোসোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাপ্তেন, মনে হইতেছে আমাদের রাত্রির কায আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল! যদি সেই নরপিশাচগুলা মেয়েটাকে আবার মুঠায় পুরিয়া থাকে —

সে কথাগুলি মৃদুস্বরে বলিলেও তাহার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইল; ক্রোধে ক্ষোভে তাহার চক্ষু জলিয়া উঠিল। সে সজোরে উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করায় তাহার বাহুর পেশীগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল,— যেন সুপ্ত সিংহ খোঁচা খাইয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহার গম্ভীর মুখে কঠোরতা পরিলক্ষিত হইল।

সীল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "টমসন্ গাড়ী লইয়া আসুক, ইতিমধ্যে আমি সন্ধান লইয়া আসি—ক্রোক পয়েণ্ট কোথায়? আমার বিশ্বাস, রাত্রি তিনটা ত্রিশ মিনিটের সময় সেখানে এরূপ কোন ভীষণ কাণ্ড ঘটিবে—যাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।"

একটি আলমারিতে রাশিকৃত পুস্তক সজ্জিত ছিল। সীল সেই আলমারি হইতে একখানি বৃহৎ এট্‌লাস বাহির করিয়া লইল। সেই এট্‌লাসখানি বহু নির্ঘণ্টে পূর্ণ; তাহা দেখিয়া সে ক্রোক পয়েণ্ট' কোথায়, তাহা জানিয়া লইল; তাহার পর মানচিত্র খুলিয়া তাহার অবস্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে সীল মাথা তুলিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "পাইয়াছি। ইহা হর্ণি-বে ও বার্চিং-সির মধ্যে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রাম; হর্ণি-বে ও বার্চিং-সি এই উভয় স্থান হইতেই উহার দূরত্ব পাঁচ মাইল। লণ্ডন হইতেএই স্থানটির দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল। বেন্‌টলি-কারে এই পথটুকু সওয়া ঘণ্টায় পাড়ি দিতে পারিব।"

তাহার কথা শেষ হইবার মুহূর্ত্ত পরে সেই অট্টালিকার বহির্দ্বারে মোটর-কারের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দে গাড়ী আসিয়া সেখানে থামিল।

সীল সেই এট্‌লাসখানি আলমারিতে রাখিয়া নীচে চলিল। দ্বারের বাহিরে একখানি সুগঠিত, বৃহৎ ছয় সিলিণ্ডারের মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল। এই বেন্‌টলি-কারে চারিজনের বসিবার আসন ছিল। সীল টমসনকে চালকের আসন হইতে নামিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

টমসন তাহার সম্মুখে আসিলে সীল বলিল, "তোমাকে আর কষ্ট করিয়া আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে না। তুমি বাসায় পাহারায় থাক। মোরোনফের উপর লক্ষ্য রাখিবে; সে বেচারা এখানে থাকিতে কোন ফ্যাসাদে না পড়ে।"

টমসন ঘরে ফিরিয়া গেল। সীল কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সীল গাড়ী চালাইতে লাগিল। শকট বায়ুবেগে সেই

পথে ধাবিত হইয়া তিন মিনিটের মধ্যেই লণ্ডনের সোহো পল্লীর স্তিগুইট্ রেস্তরাঁর সম্মুখে আসিয়া থামিল।

স্মীথ তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া রেস্তরাঁর বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিল। কর্ণেল ক্রাসভ মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বার খুলিয়া পথে আসিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু হইতে নিদারুণ উদ্বেগ যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছিল! তিনি উত্তেজিতভাবে আবেগ-কম্পিত হাতখানি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া সীলের হাত ধরিলেন, এবং স্খলিত স্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন! দুশ্চিন্তায় আমি প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছি। সেই নরপিশাচগুলা—"

সীল বাধা দিয়া বলিল, "দেখুন, এখন বেশী কথা শুনিবার সময় নাই; কি ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপে, এবং সহজে সকল কথা বুঝিতে পারি, এ ভাবে তাড়াতাড়ি আমাকে বলুন। তাহা শুনিয়া আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

সীল বৃদ্ধ কর্ণেলকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কর্ণেল যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও হতাশ হইয়াছিলেন, সীল তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। অধিক কথা বলিতে তাঁহার কষ্ট হইবে, ইহাও তাহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

কর্ণেল ক্রাসভ সীলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই পরোপকারী, বলবান ও তেজস্বী যুবক তাঁহার মনের কষ্ট দূর করিবার জন্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইবে না; প্রয়োজন হইলে আত্মোৎসর্গেও পরাঙ্মুখ হইবে না। নারীর সম্মান রক্ষায় যাহারা অসঙ্কোচে জীবন উৎসর্গ করে, তাহারা পরের প্রশংসার লোভে বিপদরাশিকে বরণ করে না; সুতরাং এই যুবকের সাহায্য লাভের জন্য মিষ্ট কথায় তাহার

মনোরঞ্জন করিবার প্রয়োজন ছিল না। যদি কেহ দস্যুদলের কবল হইতে সোনিয়াকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই যুবকের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার আশা অপূর্ণ রহিবে না, ইহা তিনি সীলের কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

কর্ণেল ক্রাসভ আশ্বস্ত হইয়া মানসিক ব্যাকুলতা দমন করিলেন; সীলকে বলিলেন, "পথ পরামর্শের স্থান নহে; চলুন ঘরে যাই, সেখানে সকল কথা শুনিবেন।"

কর্ণেল ক্রাসভ, সীল ও কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া দোতালায় চলিলেন; কর্ণেলের স্ত্রী এবং পুষকিন দোতলায় রেস্তরাঁর পার্শ্বস্থ একটি বাস-কক্ষে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কর্ণেল তাহাদিগকে সীল ও কাপ্তেনের সহিত পরিচিত করিলেন। সীল ও পুষকিন উভয়েই দীর্ঘদেহ, মুষ্টিযুদ্ধে সুদক্ষ, বলবান পালোয়ান। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া পরস্পরের কদর বুঝিবার চেষ্টা করিল। উভয়েই বুঝিল হাঁ একটা মানুষের মত মানুষ! অবশেষে তাহারা পরস্পরের হাত ধরিয়া ঝাঁকুনী দিল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের মনের মিল হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে সেই রেস্তরাঁয় যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা কর্ণেল সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সীল স্তব্ধভাবে সকল কথাই শ্রবণ করিল, তাহার মুখ ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না; সে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা বিরক্তি প্রকাশ করিল না। কর্ণেলের কর্ত্তব্য শেষ হইলে সীল গম্ভীর স্বরে বলিল, "তাহারা সেই মহামূল্য হীরাখানি হস্তগত করিয়া, যাইবার সময় কাউণ্টেস্ মোরোনফকেও কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হীরা এবং কাউণ্টেস্‌কে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে; ইহাই এখন আমাদের কায।"

সীল উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর পুষকিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি যখন দরজার নিকট হইতে আসিয়া আমাদের পাশে বসিলে, তখন তোমাকে একটু খোঁড়াইতে দেখিয়াছিলাম। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে কি তোমার অসুবিধা হইবে?"

সীলের কথা শুনিয়া সেই তেজস্বী সাহসী রুসিয়ানের চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তে ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জলিয়া উঠিল। তাহার পর সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, "কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে? গগলের বিরুদ্ধে? যদি পরমেশ্বর আমাকে দু'খানি হাতের এবং দু'খানি পায়ের ব্যবহারে বঞ্চিত করিতেন, তাহা হইলেও আমি কেবল আমার সুতীক্ষ্ণ দন্তের সাহায্যে সেই নর-পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না একখানি পা সামান্য জখম হইয়াছে; ইহা গ্রাহ্য করা আমি অপমানের বিষয় বলিয়া মনে করি।"

সীল হাসিয়া বলিল, "তোমার মত বীর-পুরুষের নিকট এইরূপ উত্তরেরই আশা করিয়াছিলাম। উত্তম, আমাদের সঙ্গে চল, কর্ণেল আপাততঃ আপনার আর কিছু করিবার নাই। আপনি এবং মিসেস্ ক্রাসভ এখন শয়ন-কক্ষে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। দুশ্চিন্তায় যেন আপনাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। আমরা তিনজন আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে চলিলাম। কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে সাফল্যগর্ব্বে স্ফীত হওয়া মূঢ়তামাত্র। আমরা কি করিতে পারি না পারি, তাহা প্রভাতেই আপনাকে জানাইব, আপনাদিগকে কোন দুঃসংবাদ শুনিতে হইবে না, এই আশায় আপনারা নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুমাইতে পারেন; ইহার অধিক কোন কথা বলিব সে শক্তি নাই। চেষ্টামাত্র মানুষের সাধ্য, ফল পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন।"

এই ম্লেচ্ছ খৃষ্টানগুলা গীতার নামও শুনিয়াছে কি না জানি না

কিন্তু গীতার চিরন্তন উপদেশ ইহারা কার্য্যে পরিণত করে, এবং সেই ধ্রুব সত্য জীবন-সংগ্রামে অনুভব করে।

কর্ণেল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিব্রতভাবে বলিলেন, "কিন্তু এখন আপনারা যাইতেছেন কোথায়?"

সীল বলিল, "কেণ্টের উপকূলে 'ক্রোক পয়েণ্টে'। আসুন, আমরা যাই; আর সময় নষ্ট করা সঙ্গত নহে।"

সীল কাপ্তেন কারডোসো ও পুষকিনকে সঙ্গে লইয়া নীচে আসিল। তাহারা গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল; সীল লণ্ডনের বিভিন্ন পথে সতর্কভাবে গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল। লণ্ডনের যানবাহন-সমাকীর্ণ পথে তাহার গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে না পারিলেও, গাড়ী যখন সহরতলী অতিক্রম করিয়া খোলা মাঠে আসিয়া পড়িল, তখন সীলের অঙ্গুলি-স্পর্শে শকটের গতিমান-যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিয়া ৬৫ মাইলের চিহ্ন স্পর্শ করিল।

তখন গভীর রাত্রি। নৈশ প্রকৃতি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, মুক্ত প্রান্তর-প্রবাহিত বায়ুর বেগ অত্যন্ত প্রবল। সীল সুদক্ষ মোটর-চালক; শকটের মাথায় যে উজ্জ্বল আলোক ছিল, সেই আলোকের সাহায্যে পথ দেখিয়া সীল বায়ুবেগে মোটর চালাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বেগে মোটর চলিয়া অবশেষে তাহা হর্ণি-বেতে প্রবেশ করিল। সেই সময় পথপ্রান্তবর্ত্তী গীর্জ্জার ঘড়িতে আড়াইটা বাজিল। সীল জানিত তখনও যথেষ্ট সময় ছিল; কিন্তু সে 'ক্রোক পয়েণ্ট' নামক স্থানটি পরীক্ষার জন্য তিনটা ত্রিশ মিনিটের অনেক পূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য উৎসুক হইল।

সীল সমুদ্রতটের সমান্তরালভাবে প্রসারিত একটি পথ দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। সেই পথে পাঁচ মাইল চলিবার পর মোটরখানি

পথপ্রান্তবর্তী একটি বেড়ার ধারে একটি শাখাবহুল বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সীল তাহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিল, "এই পথে যতদূর গাড়ী চলিতে পারে, ততদূর আমরা আসিয়াছি; ইহার পর এই পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, আমাদিগকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। নক্সা দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি 'ক্রোক পয়েণ্ট' নামক স্থানটি অদূরে অবস্থিত।

সীল সেই স্থানে গাড়ী রাখিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত হাঁটিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পাঁচ ছয় শত গজ পথ পার হইয়া একটি অত্যুচ্চ পাহাড়ের ধারে উপস্থিত হইল। সেই পাহাড়টি সমুদ্রতট হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যেন সমুদ্রের দিকে মাথা বাড়াইয়া সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-ভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতেছে। সেই পাহাড়ের একটি সমুন্নত অধিত্যকা হইতে একটা কাঠের সিঁড়ি সমুদ্রের তটস্থিত শৈকতরাশির উপর প্রসারিত ছিল; কিন্তু যে সময় তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল সে সময় জোয়ারের জল উঠিয়া সেই শৈকতরাশি পরিপ্লাবিত করিয়াছিল এবং সমুদ্রের ফেনমণ্ডিত উত্তাল তরঙ্গরাশি সবেগে গিরিপাদমূলে অবিশ্রান্তভাবে আছড়াইয়া পড়িতে-ছিল।

তখন সমুদ্র-বায়ুর উদ্দাম প্রবাহের ও গিরিপাদমূলে প্রতিহত তরঙ্গ-রাশির অবিরাম ছল্-ছল্ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল না। বামভাগে শ্রেণীবদ্ধ আলোকরাশি হর্ণি-বের অবস্থান ভূমির পরিচয় প্রদান করিতেছিল; বাটিসির আলোকগুলি উচ্চ ভূখণ্ডের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকায় তাহা দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল বহুদূরস্থ আলোকস্তম্ভের আলোকরশ্মি মধ্যে মধ্যে তরঙ্গোর্মিরূপ জলরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছিল।

সীল তাহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "আরও প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে; তাহার পর কি ঘটিবে তাহা অনুমান করা কঠিন। আমার ধারণা, এই সোপানশ্রেণীতেই সেই দস্যুদলের সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে; অন্য দল সম্ভবতঃ সমুদ্রের অন্য দিক হইতে আসিবে। নিকটে কোথাও লুকাইয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করাই আমাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহারা এখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া আক্রমণ করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে।"

তাহারা সেই সিঁড়িতে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; এক এক মিনিট এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ মনে হইল। অবশেষে তাহারা সমুদ্র-বক্ষে একটি ক্ষীণ আলোক-শিখা দেখিতে পাইল; তাহা বার্চিংসির দিক হইতে ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে আসিতেছিল। সেই আলোক সমুদ্রতরঙ্গের উত্থান পতনের সঙ্গে একবার ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, একবার নিম্নে নামিতেছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা স্পন্দিত বক্ষে সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল; সমুদ্র-বক্ষস্থ আলোক তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা কিরূপ দৃশ্য দেখিবে তাহা বুঝিতে না পারিলেও, তাহারা কোন অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেই আলোক আরও নিকটে আসিলে তাহারা আলোকের পশ্চাতে একটি সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইল, তাহা একখানি জাহাজ। মোটর-চালিত জাহাজ!

সীল তাহার সঙ্গীগণকে নিম্নস্বরে বলিল, "মোটর-চালিত সুবৃহৎ জাহাজ! জাহাজখানির আকার সাধারণ মোটর-বোট অপেক্ষা অনেক বড়। দেখ, দেখ, উহা কত কিনারায় আসিতেছে!"

জাহাজ তীরভূমি হইতে প্রায় চারি শত গজ দূরে থাকিতে সেই আলোকটির গতিরোধ হইল; তাহা পূর্ব্ববৎ তাহাদের সম্মুখে সমু

অগ্রসর হইল না। এই সময় সমুদ্র-বায়ু তটের অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। জাহাজে যে সকল লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের পদধ্বনি তত দূর হইতেও বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া সীল ও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। জাহাজের একজন আরোহী তাহাদের সঙ্গীদের কি আদেশ করিল; তাহার কণ্ঠ-ধ্বনিও তাহাদের কর্ণগোচর হইল। সীল সম্মুখে ঝুঁকিয়া অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সেই জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে সীল বলিল, "জাহাজ হইতে উহারা বোট নামাইতেছে। আমার বোধ হয় বোটখানি এইস্থানেই লইয়া আসিবার কথা আছে। আমরা এই সকল সিঁড়ি দিয়া আরও নীচে নামিয়া যাই।"

জোয়ারের জলে তখন সেই সোপানশ্রেণীর নিম্নতম ধাপগুলি ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহারা ধীরে ধীরে সতর্কভাবে জলের নিকট নামিলে সমুদ্রের তরঙ্গরাশি তাহাদের পদমূলে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, নির্নিমেষ নেত্রে জাহাজের দিকে চাহিয়া একখানি ক্ষুদ্র বোট দেখিতে পাইল, তখন তাহা কয়েকজন নাবিক দ্বারা পরিচালিত হইয়া তটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; নাবিকেরা বোটের কিনারায় বসিয়া সমতালে দাঁড় ফেলিতেছিল। সেই সকল দাঁড়ের ঝুপ-ঝুপ শব্দও তাহারা শুনিতে পাইল। বোটখানি সমুদ্রতটের যতই নিকটে আসিতে লাগিল, দাঁড়ের শব্দ ততই অধিকতর সুস্পষ্টরূপে তাহাদের কর্ণগোচর হইল।

সীল বলিল, "চল আমরা একটু আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া উহাদের আগমন প্রতীক্ষা করি। বোট সোপানপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের মুখ বাঁধিয়া ফেলিব; তাহা হইলে উহারা চিৎকার করিবার অবসর পাইবে না।"

বোট ক্রমশঃ সোপানশ্রেণীর আরও নিকটে আসিতে লাগিল; তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইয়া একবার তাহা উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, পর-মুহূর্ত্তেই অধোগামী তরঙ্গপৃষ্ঠে নিম্নে অবতরণ করিয়া, নাচিতে নাচিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইল। সেই গভীর রাত্রিতে তটস্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন সোপানে কেহ তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এরূপ সন্দেহ বোটের দাঁড়ি মাঝিদের মনে স্থান পাইল না।

বোট সমুদ্রতটের অদূরে উপস্থিত হইলে সীল ও তাহার সঙ্গীরা দেখিতে পাইল দুইজন নাবিক দাঁড় টানিতেছিল; আর একজন লোক বোটের মাথায় বসিয়া মাঝিগিরি করিতে করিতে দাঁড়িদ্বয়কে কি আদেশ করিতেছিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে বোটখানি তাহাদের ঠিক সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বোটখানি পাছে সমুদ্রতটস্থ পাহাড়ে ধাক্কা লাগে এই ভয়ে বোটের একজন দাঁড়ি একখানি লগির সাহায্যে বোটখানি একটু দূরে ঠেলিয়া রাখিল। সীল ও তাহার সঙ্গীদ্বয় সোপানশ্রেণীর পার্শ্বস্থ অত্যুচ্চ পাষাণ-স্তূপের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া বোটের গতি লক্ষ্য করিতেছিল, বোটের মাঝি তাহা জানিতে পারে নাই। সে তাহাদের তিনজনের একজনকেও দেখিতে পায় নাই।

সীল তাহার সহযোগীদ্বয়কে অস্ফুটস্বরে বলিল, "লাগাও।"

সীল, কাপ্তেন ও পুষকিন চক্ষুর নিমেষে বোটের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল ছিল। তাহারা সেই পিস্তলের নল মুঠায় পুরিয়া কুঁদা দিয়া বোটের দাঁড়ি মাঝিদের এলোপাথাড়ি ঠেঙ্গাইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া একজন দাঁড়ি আর্ত্তনাদ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক আক্রমণে অন্য দাঁড়ি ও মাঝিটা প্রাণভয়ে চীৎকার করিল।

তাঁহাদের সকলের দাপাদাপিতে বোটখানি সবেগে আন্দোলিত হইয়া মগ্নোন্মুখ হইল। সীল দেখিল বোটখানি কাত হইয়াছে; যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা ডুবিতে পারে; সে তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন ও পুষকিনের হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে বোটের অন্তধারে টানিয়া লইয়া যাওয়াতে বোটখানি সোজা হইল। যে দাঁড়িটা পিস্তলের কুঁদার আঘাতে বেসামাল হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার দাঁড়খানি সেই সময় তাহার হাত হইতে খসিয়া জলে পড়িয়াছিল। কাপ্তেন কারডোসো বোটের পাশ দিয়া তাহা ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, বোটের কিনারায় ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইলেন। বোটে তখন একজন মাত্র দাঁড়ি ও মাঝি ছিল; প্রহারে তাহাদের চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। অগত্যা তাঁহারা সীল ও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে বোটখানি সীলের হস্তগত হইল।

যে দাঁড়িটা বোট হইতে সমুদ্রের জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার প্রাণরক্ষার জন্য সীলের আগ্রহ হইলেও সে তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় সময় নষ্ট করিতে সাহস করিল না; কারণ সেজন্য সময় নষ্ট করিলে অদূরবর্ত্তী জাহাজের আরোহীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। সীল অবশিষ্ট দাঁড়ি মাঝির অচেতন দেহ সমুদ্রতটস্থিত সোপানে প্রসারিত করিয়া জলের কিছু উর্দ্ধে ফেলিয়া রাখিল, এবং বোটখানি পাহাড়ের কিনারা হইতে কিছু দূরে লইয়া গেল। অতঃপর তাহারা বোটখানি সমুদ্রস্থিত জাহাজের অভিমুখে পরিচালিত করিল।

বোট কিছুদূর অগ্রসর হইলে সীল তাহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিল, "ঐ জাহাজ হইতে দড়ির সিঁড়ি জলের উপর ঝুলিতেছে [illegible] মনে হয়'।

সেই সিঁড়ির সাহায্যে তোমরা জাহাজে উঠিবে; তাহার পর ডেকে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই ঠেঙ্গাইবে। অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে যথা-বিহিত ব্যবস্থা করা যাইবে।"

বোটখানি অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। জাহাজের ডেকে কয়েকজন লোক বোধ হয় তাহাদের বোটের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। বোটখানি নিঃশব্দে জাহাজের পার্শ্বে নীত হইলে, সেখানে রজ্জু-সোপান ঝুলিতে দেখা গেল; কিন্তু বোটখানি জাহাজের ডেকের লোকগুলির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাহা জাহাজের কয়েক-গজ দূরে থাকিতেই জাহাজের ডেক হইতে কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথভাষায় কি বলিল। ডেকের লোকেরা বোটের উপর তিনজন লোক দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু সেই তিন জন যে তাহাদের প্রেরিত দাঁড়ি মাঝি নহে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। ডেক হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, বোটের কোন আরোহী তাহাতে সাড়া দিল না। বোটখানি জাহাজের পাশে ভিড়িলে সীল সেই রজ্জু-সোপান অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিবার চেষ্টা করিল।

জাহাজের ডেক হইতে বোটের আরোহীগণকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহার কোন উত্তর না পাওয়ায় ডেকের লোকগুলি কি করিবে তাহা প্রথমে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সেই সুযোগে সীল রজ্জু-সোপানের সাহায্যে সুদক্ষ নাবিকের ন্যায় অবলীলাক্রমে এবং অতি অল্প সময়ে জাহাজের ডেকে বহিল; কিন্তু তাহার মস্তক যখন ডেকের কিনারায় উঠিল, সেই সময় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ডেকের একজন লোক অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে গর্জ্জন করিয়া ডেকের [illegible] আসিল; আর [illegible] সীলকে [illegible] করিল।

সীল ডেকের পাটাতনের কিনারায় ডান হাতের কনুইয়ের উপর ভর দিয়া ডেকে উঠিতে উদ্যত হইয়াছিল; ডেকের লোকটির বুট-মণ্ডিত পা তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিবামাত্র সীল তাহার সেই পা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া এরূপ জোরে টানিয়া রাখিল যে, লোকটা মুহূর্ত্তের জন্যও পা নড়াইতে পারিল না। সীল তাহার পা অবলম্বন-দণ্ডের মত ধরিয়া, তাহার উপর দেহের সকল ভার নিক্ষেপ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ডেকে লাফাইয়া উঠিল।

সীলকে ডেকে উঠিতে দেখিয়া জাহাজের আরোহীরা প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিল। সীল ডেকে উঠিয়া কিনারায় দাঁড়াইবামাত্র আর একজন লোক লাফাইয়া তাহার সম্মুখে আসিল, এবং ডেকের কিনারা হইতে তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার জন্য তাহার বুকে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিল; কিন্তু ধাক্কাটা যেন একটা লোহার থামে পড়িল! সীল সেই ধাক্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে মুহূর্ত্ত কাল সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার সম্মুখস্থ লোকটির বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, এবং চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, সেই পিস্তলের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিল। প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া লোকটা সীলের অদূরে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল, এবং অসহ্য আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

সেই সময় জাহাজের ব্রীজের উপর সবেগে হুইস্‌ল-ধ্বনি উত্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানি নড়িয়া উঠিল। তাহার পর জাহাজ আন্দোলিত হওয়ায় সীল বুঝিতে পারিল জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সময় কাপ্তেন হুঙ্কার দিয়া জাহাজের ডেকে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং সীলকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। মুহূর্ত্ত পরে পুরবিলের মাথা ও কাঁধ ডেকের

কিনারায় দেখিতে পাওয়া গেল। সে কাপ্তেন কারডোসোর পশ্চাতে ডেকে উঠিতেছিল। সেই সময় সীল কাপ্তেন কারডোসো ভিন্ন অন্ত কোন লোককে ডেকে দেখিতে পাইল না। যে ব্যক্তি সীলকে ডেকে উঠিতে দেখিয়া পদাঘাতে তাহাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, সে তাহার সহযোগীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছিল।

সীল আর কোন বাধা না পাইয়া কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে নীচে নামিতেই সম্মুখে একটি কামরা দেখিতে পাইল। তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। সীল সেই দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল। সেই সময় সে কি একটা শব্দ শুনিতে পাইল; সেই শব্দ পুনর্ব্বার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলে সে বুঝিতে পারিল উহা উচ্চ হাসির শব্দ, বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যধ্বনি! তাহার মুহূর্ত্ত পরেই কাহারও আতঙ্কপূর্ণ কাতর আর্ত্তনাদ সীলের কর্ণগোচর হইল। কে যেন কাতর কণ্ঠে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "না, না, ছাড়; আর যে সহ্য হয় না।" সীল সেই আর্ত্তনাদ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল—ডান দিকের দ্বিতীয় কামরা হইতে তাহা নির্গত হইয়াছিল। উভয় কণ্ঠস্বরই সীলের পরিচিত। সেই বিদ্রূপপূর্ণ কঠোর হাস্যধ্বনি ইলিনস্কির কণ্ঠনিঃসৃত, এবং নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া উৎপীড়িতা সোনিয়া মোরোনফ ঐ ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। শত্রু-কবলিতা, আতঙ্কবিহ্বলা, বিপন্না নারীর সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া সীলের ধমনীতে অনলের স্রোত বহিল। সে ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া, এবং দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া, এক লম্ফে ডান-দিকের সেই দ্বিতীয় কামরার দ্বারে উপস্থিত হইল। সে দ্বারের হাতল ধরিয়া সবেগে ধাক্কা দিল; কিন্তু কক্ষ-দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ থাকায় তাহা খুলিল না। তখন সে আর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া দ্বার

হইতে প্রায় দুই হাত দূরে সরিয়া গেল, এবং দ্বারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগে সেই বামে কাঁধের যে ধাক্কা দিল, সে অতি ভীষণ ধাক্কা! সেই এক ধাক্কাতেই কামরাটির পাতলা কাঠের দ্বার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নীল তৎক্ষণাৎ ঝড়ের ন্যায় বেগে কামরায় প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই সোনিয়াকে ও নর-পিশাচ ইলিনস্কিকে দেখিতে পাইল। ইলিনস্কি বাঁ হাতে সোনিয়ার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমাদের দেশে আজ কাল এই রূপ লোমহর্ষণ দৃশ্য বিরল নহে; এদেশেও কামান্ধ নরপশুরা দরিদ্রের কুটীর হইতে কত বিধবা, সধবা, কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং অন্যান্য নরপশুর সহায়তায় তাহাদিগকে নানা স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া, সদলে তাহাদের ধর্ষণ করিতেছে; আবার ভদ্রনামধারী মনুষ্যচর্ম্মাবৃত কামুক কুকুর লালসার তাড়নায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সুপবিত্র পারিবারিক সম্বন্ধও অগ্রাহ্য করিয়া, মাতৃ স্থানীয়া সতী সাবিত্রীর কি কঠোর নির্য্যাতন না করিতেছে? যষ্টি-প্রয়োগে তাহাদের লজ্জা সম্ভ্রম বিধ্বস্ত করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছে; এবং বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভের আশায় ব্যবহারাজীবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে কি বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছে! এই সকল নরপ্রেতের কুকর্ম্মের বিবরণ প্রত্যহই সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি; কিন্তু তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতেছে! তাহার পর সমাজের মোড়লেরা মহাসমারোহে বৈঠক করিয়া সেই সকল নিরপরাধ, পূতচরিত্রা অনাথাকে পুরুষের অপরাধে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে—সতীর মহাপাপকে প্রোৎসাহিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছে না। এই দুর্দিনে সোনিয়ার মত [illegible] [illegible]—

রমণীকে নারীনির্য্যাতক কামুক বর্ব্বরের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সীলের স্তায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, বলিষ্ঠ, উৎসাহী যুবকের অভাব কি আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি না? এই সকল ধর্ষিতা নারীকে অনাথাশ্রমে আশ্রয় দান করিলেই কি কামান্ধ পিশাচদের অত্যাচার প্রসমিত হইবে? তাহাদের পাপাচরণ অন্তর্হিত হইবে? না, সে আশা নাই। এখন আমাদের দেশে সীলের মত বণ্ডামার্কের আবির্ভাব প্রার্থনীয় হইয়াছে। সীল দস্যু-কবলিতা, আতঙ্কবিহ্বলা সোনিয়ার দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া কি করিল তাহাই বলিতেছি।

পিশাচ-কবলিতা সোনিয়া তখন থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল; প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় তাহার লাবণ্যপূর্ণ মুখ পাণ্ডুর, মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ। আতঙ্কে তাহার বিস্ফারিত চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল; সুদীর্ঘ কেশরাশি স্থানভ্রষ্ট হইয়া কপোলে স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলভাবে আন্দোলিত হইতেছিল; ললাটের ঘর্ম্মধারা উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতেছিল। আততায়ী তাহার ফ্রকের কিয়দংশ টানাটানি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল। ইলিনস্কির বাম বাহু দ্বারা তাহার ক্ষীণ কটি পরিবেষ্টিত। সোনিয়ার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতেছিল,—যেন অসহায়, আত্মরক্ষার অসমর্থ মৃগশিশু ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের কবলে নিপতিত!

সেই অবস্থায় সীলকে জাহাজের সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ইলিনস্কির চক্ষু ক্রোধে জলিয়া উঠিল। তখন তাহার ডান হাতে একটি পিস্তল ছিল; সোনিয়া সহজে তাহার বশীভূত না হইলে, বা সবলে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলে, তাহাকে গুলী করিবার ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যেই সে বোধ হয় পিস্তলটি সেইভাবে চাপাইয়া ধরিয়াছিল। সে শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সীলের

দিকে চাহিয়া তাহারও হাতে পিস্তল দেখিতে পাইল; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, সীল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইলে, সেই গুলীতে তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী সোনিয়া আহত হইতে পারে ভাবিয়া গুলী বর্ষণে সে বিরত থাকিবে। ইলিনস্কির ওষ্ঠে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সীল ইলিনস্কিকে গুলী করিবার চেষ্টা করিল না। সে কঠোর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, বাঘ যেমন তাহার শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, সেইভাবে ইলিনস্কির উপর লাফাইয়া পড়িতেই ইলিনস্কির হাতের পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই ক্ষুদ্র কামরার ভিতর পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষ মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, এবং তাহা সেই নিশীথকালে জাহাজখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া স্তব্ধ সমুদ্রে বিলীন হইল। পিস্তলের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সীল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মধ্যপথেই ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তাহার হাতের পিস্তল হাত হইতে স্খলিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল; কিন্তু সীল সেদিকে না চাহিয়া, মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া ইলিনস্কি ও সোনিয়ার দেহের উপর পতিত হইল, এবং প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে সোনিয়ার বাহুমূল দৃঢ়রূপে ধরিয়া. তাহাকে সবেগে সম্মুখে আকর্ষণ করিতেই সোনিয়া ইলিনস্কির বাম বাহুর বন্ধন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সীলের স্কন্ধ-সংলগ্ন হইল। সেই অবস্থায় সীল চক্ষুর নিমেষে বাঁ হাত দিয়া ইলিনস্কির হাতের পিস্তলটি ছিনাইয়া লইল, এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় সোনিয়ার কম্পিত দেহ এক পাশে নামাইয়া রাখিয়া দুই হাতে ইলিনস্কির গলা টিপিয়া ধরিল। সে এরূপ জোরে তাহার গলায় চাপ দিল যে, ইলিনস্কির জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল; তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল।

লৌহবৎ সুদৃঢ় আঙুলের কঠোর চাপে ইলিনস্কির অবস্থা কিরূপ

শোচনীয় হইল, তাহা লক্ষ্য না করিয়া সীল তাহার কণ্ঠনালীতে আরও অধিক জোরে চাপ দিতে লাগিল। 'সর্প' উপনামধারী ইলিনস্কির কণ্ঠ-রোধ হইলেও তাহার গলার ভিতর হইতে যে অস্ফুট ঘড়-ঘড় শব্দ নির্গত হইতে লাগিল তাহা বর্শাবিদ্ধ-কণ্ঠ কেউটের ফোঁস-ফোঁসানীর অনুরূপ। সে সীলের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য দুই হাতে তাহার হাত আঁচড়াইতে, এবং তাহার উরুর উপর পদাঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার ধস্তাধস্তি নিষ্ফল হইল। সীল তাহার নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেও তাহার হাতের বন্ধন শিথিল করিল না। সীল তাহার নখরা-ঘাত ও পদ-তাড়না অগ্রাহ্য করিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় অবিচলিত রহিল। ইলিনস্কির কণ্ঠ-সংলগ্ন উভয় হস্ত যেন লৌহনির্ম্মিত দুইটি গরাদে; তাহা এক চুলও বাঁকিল না। সীলের দুই হাতের আঙ্গুলগুলি মুহূর্ত্তের জন্য স্থানভ্রষ্ট হইল না। অবশেষে সাপের মাথা অসাড় হইয়া এক পাশে ঢলিয়া পড়িল; তাহার দেহের সকল শক্তি যেন অন্তর্হিত হইল, এবং হাত দু'খানি নিস্তেজ হইয়া দুই পাঁজরের পাশে লতাইয়া পড়িল। তাহার আর হাত নাড়িবার সামর্থ্য রহিল না। তাহার কণ্ঠের ঘড়-ঘড়ানি ক্রমশঃ অস্ফুট হইয়া অবশেষে নীরব হইল; কেবল তাহার ওষ্ঠ দুই একবার ঈষৎ কম্পিত হইল। ইলিনস্কি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল; তাহার পর চক্ষু মুদিত করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সীল ধীরে ধীরে তাহার কণ্ঠের বন্ধন মুক্ত করিল। শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় ইলিনস্কির প্রাণ বাহির হইয়াছিল। সীল তাহাকে ত্যাগ করিবামাত্র তাহার প্রাণ-হীন দেহ সীলের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

সীল অবজ্ঞাভরে নতমস্তকে ইলিনস্কির মৃতদেহের দিকে চাহিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "এ কাযের ইহাই ফল; এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপই কঠোর হইয়া থাকে।"

সীল ধারে ধারে মেঝের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া পিস্তলটি কুড়াইয়া লইল। ইভিনস্কিকে আক্রমণ করিবার সময় তাহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। সোনিয়া সীলের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিয়া অবসন্ন দেহে সেই কামরার একপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল, এবং দেহ শক্তিহীন হইয়াছিল। অন্য কোন যুবতী হয়ত সেই অবস্থায় মূর্চ্ছিত হইত। তাহারও মোহের উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু আততায়ীর সহিত তাহার পরম হিতৈষী মুক্তি-দাতার যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই ফলাফল লক্ষ্য করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

সীল সেই ভয়-কম্পিতা, আড়ষ্ট-প্রায় যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতিভরে বলিল, "আশা করি এই নরপশুটার আক্রমণে তোমাকে আহত হইতে হয় নাই। আমার এখানে আসিতে আর দুই এক মিনিট বিলম্ব হইলে তোমার কি সর্বনাশ হইত,সে কথা চিন্তা করিতেও আমার দেহ লোমাঞ্চিত হইতেছে।"

এই কথা বলিয়াই সীল নীরব হইল; হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দুই হাত প্রসারিত করিয়া একখানি টেবিল ধরিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া মুদিত নেত্রে স্থিরভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

সীলের কথা শুনিয়া সোনিয়ার মোহাচ্ছন্ন ভাব মুহূর্তে বিলুপ্ত হইল তাহার মনে সাহস ও উৎসাহ, প্রাণে আনন্দ ও আত্মনির্ভরের শক্তি যেন ফিরিয়া আসিল। সে সীলের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, উৎকণ্ঠাকুল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল, "কি—কিন্তু আপনি বোধ হয় আহত হইয়াছেন। ঐ ন—নর-পশুটা পিস্তল তুলিয়া আপনাকে গুলী করিয়াছিল, আমি ত তাহা দেখিয়াছিলাম।"

সীল হাসিয়া বলিল, "গুলীটা আমার কাঁধে বিঁধিয়া চলিয়া গিয়াছিল; কাঁধটা কাটিয়া গিয়াছে মাত্র, তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করিয়া, যে তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহাকে দুই একটা থাবা সহ্য করিতে হয়।"

সীল মুগ্ধ নেত্রে সোনিয়ার মুখের দিকে চাহিল। সোনিয়া সুন্দরী চক্ষুদুটি অতি সুন্দর, যেন একজোড়া নীলোৎপল। সীল পূর্ব্বে কোন দিন সে ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহে নাই; সে কত সুন্দরী, তাহা সে পূর্ব্বে কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। সে নারীর পক্ষপাতী ছিল না, এবং নারীর রূপের আকর্ষণী শক্তি আছে, ইহা সে কোন দিন অনুভব করে নাই; কিন্তু সেইদিন যেন তাহার মুদ্রিত নেত্র হঠাৎ প্রস্ফুটিত হইল। নীরস কর্ম্মসঙ্কুল জগৎ যেন রূপ, রস, গন্ধের মোহে তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। হায় 'ত্রিভুবন-বিজয়ী মন্মথ তুমিবার!'

সহসা তাহার চিন্তাস্রোত বিক্ষিপ্ত হইল। ডেকের উপর সে ভীষণ চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইল। সেই শব্দে তাহার অবসন্ন হৃদয় উত্তেজিত হইল; তাহার বিপদের কথা স্মরণ হইল। তখনও সে নিরাপদ নহে; তখনও তাহার অনেক কায বাকি। মুহূর্ত্তে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং ধীর পদ-বিক্ষেপে সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল।

সেই মুহূর্ত্তে সেই কামরার অন্য ধারে অবস্থিত আর একটি কামরার দ্বার খুলিবার শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। সীল সেই দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একজন লোককে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইতে দেখিল। লোকটি বৃদ্ধ, তাহার দেহ ক্ষীণ, চক্ষু দুটি আরক্তিম। তাহাকে দেখিয়া সীল দ্বারপ্রান্তে ক্ষণকাল স্তিমিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, অতঃপর সে দ্বারের বাহিরে আসিবামাত্রই সেই বৃদ্ধের সহিত তাহার

দৃষ্টি-বিনিময় হইল। বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে সীলের মুখের দিকে চাহিল কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার দৃষ্টি কঠিন হইল। ক্রোধে যেন তাহা সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

সীল বৃদ্ধের বিচলিত ভাব গ্রাহ্য না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "কে গগল? আমি তোমাকে সেদিন পথিমধ্যে বলিয়াছিলাম—পুনর্ব্বার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। আমি আমার কথা রাখিয়াছি।"

তখন উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, উভয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তীব্র দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। যেন তড়িৎ-প্রবাহপূর্ণ দুইখানি মেঘ অশনি বর্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের উভয়েরই হাতে পিস্তল ছিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা ঠিক একই সময়ে পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিল। গগল কয়েক পা পিছাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। সে যে কক্ষ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার মস্তক সেই কক্ষের চৌকাঠ স্পর্শ করিল; তাহার আর নড়িবারও শক্তি রহিল না। পিস্তলের গুলী তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়াছিল। মৃত্যুকালে তাহার অসাড় কণ্ঠ হইতে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না।

সীল অক্ষত দেহে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া সেই মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গেল। গগলের মৃত দেহ তাহার অদূরে পড়িয়া ছিল; দেহে প্রাণ নাই,—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাহার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ হইল না। সে আনন্দই অনুভব করিল। সে বুঝিতে পারিল 'মানবের শত্রু' ভবিষ্যতে সমাজের আর অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে তিনজন রুষ-দস্যু লণ্ডনে আসিয়া নানাভাবে উপদ্রব করিতেছিল, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল,

সোনিয়া ও তাহার ভ্রাতাকে মুঠায় পুরিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহারা তিনজনই নিহত হইয়াছে।

সীল প্রশান্ত দৃষ্টিতে বৃদ্ধের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল! এই ভাবেই ঐ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।"

সহসা সীল দারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইল। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল; তাহার হাতের পিস্তল খসিয়া পড়িল। আহত সীলকে অবসন্ন দেহে গগলের পদপ্রান্তে পতনোন্মুখ দেখিয়া সোনিয়া দ্রুতবেগে তাহার সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সীলের শ্রান্ত মস্তক সোনিয়ার স্কন্ধে স্থাপিত হইল। সোনিয়া যখন দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, সীলের চেতনা তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সপ্তম প্রবাহ

যবনিকা-পতন

সীল চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখিল সে তাহার শয়ন-কক্ষে শায়িত রহিয়াছে; উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ সেই কক্ষ প্লাবিত করিতেছিল। সে তখন এরূপ দুর্ব্বল যে, শয্যায় পাশ ফিরিবারও শক্তি ছিল না; তাহার বুকে, কাঁধে ও বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ। কাপ্তেন কারডোসো তখন তাহার শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন।

সীল কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঃ, প্রলয়-পয়োধিবক্ষস্থ জলযানের কাণ্ডারী বৃদ্ধ নোয়া যে! এ সকল কি ব্যাপার? এখানে আমি কিরূপে আসিলাম? এখন সময় কত?"

কাপ্তেন কারডোসো কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সীলের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল; তাহাতে মস্তিষ্কের জড়তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইল না। দুর্ব্বলতা ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপসর্গ ছিল না বুঝিয়া কাপ্তেন কারডোসো গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া একটু হাসিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আজ কোন্ তারিখ তাহা ত জিজ্ঞাসা করিলে না? আজ শুক্রবার; এখন বেলা আড়াইটা। তুমি বুধবারের প্রভাত হইতে এখানে শুইয়া আছ। আমরাই তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিলাম। এখন শরীর কেমন? শরীরে কোন গ্লানি বুঝিতে পারিতেছ কি?"

সীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "গ্লানি? না, শরীরে কোন' রকম গ্লানি

নাই, তবে উদরে প্রচুর ক্ষুধার আবির্ভাব হইয়াছে বটে! আর একটা কথা; ব্যাপারখানা কি তাহা ত বলিলে না। উহাই জানিবার জন্ত আগ্রহ হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে গগলের গুলীতে আহত হইয়াছিলাম; তাহার পর কি ঘটিয়াছিল স্মরণ নাই।”

কাপ্তেন বলিলেন, “হাঁ, আহত হইয়াছিলে; তোমার ডান পাঁজরে, কাঁধে ও বাঁ হাতে আঘাত লাগিয়াছিল। সে কোন্ দিনের কথা তোমার স্মরণ নাই? যে রাত্রে গগল ও ইলিনস্কির দর্শন লাভ করিয়াছিলে—তাহাদের জাহাজের কামরায়। সেই সময় সেই জাহাজের ডেকের উপর আমাকে ও পুষকিনকে বিলক্ষণ মজা উপভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই রুসিয়ানটা অর্থাৎ পুষকিন যে এমন মজার লোক, তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম? মজা দেখাইতে গিয়া সে একদম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল! ডেকের উপর আমাদের উভয়কে আট নয় জন দস্যুর মহড়া লইতে হইয়াছিল। সেই সময় তাহারা এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, কে আপন, কে পর, সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া—যে জাহাজ চালাইতেছিল (the man at the wheel) তাহাকেই হত্যা করে। চালকের অভাবে জাহাজখান ঘুরিয়া গিয়া পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাইল। সেই সময় পুষকিন তাড়াতাড়ি ডেকের নীচে গিয়া তোমাকে টানিয়া আনিল; তাহার পর তোমাকে লইয়া আমরা একখান বোটে উঠিয়া প্রস্থান। জাহাজের কয়েকজন নাবিক আর একখান বোটে আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু যাহারা জাহাজ হইতে পলায়নের সুযোগ পাইল না, তাহারা ডেভিজোন্সের অগাধ জলে ডুবিয়া মরিল। জাহাজখানা পাহাড়ের সংঘর্ষণে এভাবে ভাঙ্গিয়াছিল যে, তাহার সমুদ্র-গর্ভে তলাইতে অধিক বিলম্ব হইল না।”

নীল ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “যাহার জন্য আমরা প্রাণের

মমতা বিসর্জ্জন করিয়া জাহাজ আক্রমণ করিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? সেই মহামূল্য নীল হীরা?"

কাপ্তেন বলিলেন, "তাহাও উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। গগল তাহা নিজের পোষাকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পাছে কেহ তাহা চুরী করে এই ভয়ে সে মুহূর্ত্তের জন্য তাহা হাত-ছাড়া করিয়া স্থানান্তরে রাখিত না।"

সীল ক্ষণকাল মুদিত নেত্রে কি চিন্তা করিল; তাহার পর কাপ্তেনের মুখের উপর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সে দুই-জনের সংবাদ কি?"

সীল কাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কাপ্তেন কারডোসো তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিলেও, তিনি যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এই রকম ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "কোন্ দুই জনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছ? কর্ণেল ক্রাসভ ও তাঁহার স্ত্রী—রুসিয় রেস্তরাঁ হইতে যাহাদের নিকট বিদায় লইয়া আমরা দস্যুদলের সন্ধানে গিয়াছিলাম?"

সীল ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি কি ন্যাকামী করিতেছ? না, সত্যই আমার প্রশ্ন বুঝিতে পার নাই? আমি মোরোনফ ও তাহার ভগিনী সো-সোনিয়ার কথা বলিতেছি।"

কাপ্তেন দুষ্টমীভরা চক্ষুতে সীলের মুখের দিকে চাহিয়া, মনে মনে হাসিয়া তাচ্ছীল্য ভরে বলিলেন, "ওঃ, সেই দুটো ভবঘুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছ? কে তাহাদের সংবাদ রাখে? তাহারা সেই হীরাখানা হাতে পাইয়া কোথায় সরিয়া পড়িল, কি করিয়া বলি? তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে, আর কি আশায় তাহারা আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে আসিবে? যে উদ্দেশ্যে তাহারা আমাদের

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ভাগ্যে ছিল কষ্টভোগ—তাহাই আমাদের লাভ! আহত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছ, ক্ষুধার জ্বালায় খাবি খাইতেছ ; তাহাদের সংবাদ জানিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?"

সীল ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল, "না, আগ্রহ নাই ; এম্‌নই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। যাহাদের কল্যাণের জন্য জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম, তাহাদের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা হয় না ;"

কাপ্তেন অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "সকলের ইচ্ছা সমান নয় বটে ; কিন্তু তাহারা বিদেশী যুবক যুবতী, তাহাদের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য তোমার এই বিপদ। তোমাকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ফেলিয়া-রাখিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সরিয়া পড়িল। তাহাদের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন?"

কাপ্তেনের কথাগুলি সীলের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে চক্ষু মুদিত করিয়া মনে মনে বলিল, "তাহারা চলিয়া গিয়াছে! কাপ্তেন সত্যই বলিয়াছে, তাহাদের আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধই বা কি? আমি তাহাদের স্বদেশবাসী নহি ; আমি অন্যদেশবাসী, বিভিন্ন সমাজের, ভিন্ন স্তরের লোক ; কিন্তু আমি তাহাদের স্বাধীনতা, সম্ভ্রম ও প্রাণরক্ষার জন্য জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম ; তথাপি তাহারা আমাকে একটা কথাও না বলিয়া চলিয়া গেল! আমার নিকট শেষ বিদায় লইলে ত তাহাদের কোন ক্ষতি হইত না।"

সীলের মনে হইল তাহার বুকের ভিতর অনেকখানি স্থান খালি হইয়া গিয়াছে। সে কি-যেন একটা অভাব অনুভব করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কারণ সে বুঝিতে পারিল

না'। তাহার ব্যথিত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছিল,—তাহা সে চাপিয়া গেল।

কাপ্তেন কারডোসো সীলের পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "কিন্তু তুমি তাহাদিগকে যেরূপ অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ, আমার বিশ্বাস, তাহারা ততদূর অকৃতজ্ঞ নহে। তাহাদের হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি; এজন্য আমার মনে হইতেছে তাহারা তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিবে না। হাঁ, তাহারা বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তোমাকে একবার দেখিতে আসিবেই। সম্ভবতঃ তাহারা দেশে চলিয়া যায় নাই; শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিবে। তোমাকে এখানে লইয়া আসিবার পর মিস্ মোনোরক প্রত্যহ দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় তোমার মাথার কাছে বসিয়া থাকিত; তোমার বিবর্ণ মুখ ও মুদিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষু-দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত, এবং তাহা গোপনে মুছিবার জন্য মুখ ফিরাইত। সম্ভবতঃ তাহার নারী-হৃদয়সুলভ দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। ইহা নারী-হৃদয়ের অসারতারই নিদর্শন। হাঁ, আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; সোনিয়া সারাদিন, এমন কি, প্রায় সারা-রাত্রি জাগিয়া তোমার শুশ্রূষা করিত। রোগীর পরিচর্য্যায় তাহার এরূপ দক্ষতা আছে, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। তাহার কষ্টসহিষ্ণুতা ও সংযম অসাধারণ। সে প্রাণপণে তোমার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, সেজন্য তাহার নিকট তোমার আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তুমি তাহার উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে তাহা কি সে জানে না? যদি সে তোমার সেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিত তাহা হইলে তাহাকেই অকৃতজ্ঞ বলিতাম।"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া সীলের চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু তাহার বিবর্ণ গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল, যেন তাহার হৃদয়-শোণিত অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িল। সীল গভীর বিস্ময়ে কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি পাগল হইয়াছি, না তুমি ক্ষেপিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না! দুই মিনিট পূর্ব্বে যে কথা বলিলে, দুই মিনিট পরে তাহার ঠিক উল্টা কথা বলিতে তোমার সঙ্কোচ হইল না? তুমি দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করিতে পার! কিন্তু আমার মনে হইতেছে—তোমার এই শেষের কথাগুলিই সত্য। তুমি আমাকে লইয়া বাঁদর নাচাইতে চাও? আমি উঠিতে পারিলে তোমার সে আশা হয়ত পূর্ণ হইত।"

কাপ্তেন তাহার কথা শুনিয়া হী-হী করিয়া হাসিলেন; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছ, এজন্য তোমাকে একটু চাঙ্গা করিলাম। হৃদয়ে ঝাকুনি দিতে পারিলে উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগের ফল পাওয়া যায়। সোনিয়া সত্যই তোমাকে ফেলিয়া পলায়ন করে নাই; নারীর হৃদয় এত হীন নহে।"

এ কয় দিন সীলের চেতনা না থাকিলেও একটা অস্পষ্ট অনুভূতি সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে প্রভাব-বিস্তার করিত। সেই সময় স্বপ্নের মত তাহার মনে হইত, কেহ যেন নৈশ অন্ধকারে তাহার শয্যার উপর ঝুকিয়া-পড়িয়া বিছানা বালিশ সযত্নে ঝাড়িয়া মুছিয়া দিত, নত মুখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার যাতনাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত।

সীল সহসা এক হাতের কনুইএ ভর দিয়া শয্যার উপর মাথা তুলিয়া বসিল, এবং প্রদীপ্ত নেত্রে কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া

উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি হৃদয়হীন বুড়ো বদ্‌ম!—এই বুড়ো বয়সে আমার মত অসুস্থ বন্ধুকে লইয়া মজা মারিতে তোমার লজ্জা হয় না! মানুষের হৃদয় লইয়া খেলা করিয়া এখনও তুমি আমোদ পাও? তোমার কদাকার চেহারা দেখিয়া যদি কোন তরুণী অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরায়, তাহা হইলে তাহার কুৎসা প্রচার করিয়া অন্যের নিকট তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যে কতখানি ইতরতা, তাহা এই প্রাচীন বয়সেও তোমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল। আয়নায় তোমার জাম্বুবানের মত চেহারা দেখিবার পর সুন্দরী নারীদের ব্যবহারের সমালোচনা করিও।"

কাপ্তেন রাগে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আমার চেহারা জাম্বুবানের মত, আর তোমার চেহারা কেমন? উল্লুকের মত, না, মর্কটের মত? যদি তুমি আহত হইয়া ওভাবে পড়িয়া না থাকিতে তাহা হইলে -

সেই মুহূর্ত্তে সোনিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া সীলের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ায় কাপ্তেনের কথাগুলি আর শেষ করা হইল না। সকলেই নিস্তব্ধ। সোনিয়া কাপ্তেনের শেষ কথা-কয়টি সীলের শয়ন-কক্ষের দ্বারের বাহির হইতেই শুনিতে পাইয়াছিল; কারণ কাপ্তেন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে ঐ সকল কথা বলিতেছিলেন। সীল সত্যই রূপবান ছিল না; কাপ্তেনের মুখে সীলের রূপবর্ণনা শুনিয়া সোনিয়া উচ্চ হাস্যে সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। কাপ্তেন কারভোসো একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সীলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার শুশ্রূষাকারিণী আসিয়াছে দেখিতেছি; এখন তোমার পরিচর্য্যা চলুক, আমি পথ্যটুকু আনিবার জন্য টমসনকে তাড়া দিয়া আসি। কিছু দুধ ও রুটি পাঠাইলেই চলিবে বোধ হয়।"—কাপ্তেন

আড়চোখে সোনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন; সেই হাসিতে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল।

সীল ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চুলোয় যাক দুধ রুটি; সেজন্ত তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। তাহার পরিবর্ত্তে আমার জন্য কিছু মাংসের ঝোল আর বেগুন-পোড়া দিয়া যাইতে বলিও; এবং সেই সঙ্গে বোতল-দুই বাস।"

সোনিয়া সীলের আদেশ শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িল; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমাদের কাহারও হুকুম তামিল হইবে না; রোগীর পরিচর্য্যার ভার আমার উপর। কিরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন, তাহা আমার জানা আছে। আমি যে পথ্যের ব্যবস্থা করিব তাহাই এখানে পাঠাইতে হইবে।"

সীল মুগ্ধ নেত্রে সেই সুন্দরী তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে সোনিয়ার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সীলের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া কাপ্তেন আমোদ বোধ করিয়া বলিলেন, "রোগীর অভিভাবকের আদেশ, রোগীর আব্দার—সবই অগ্রাহ্য? হাকিমের হুকুমের আপীল আছে—এ হুকুমের আপীল নাই? চমৎকার!"

সোনিয়া কাপ্তেনের কথা কানে না তুলিয়া, গম্ভীর ভাবে সীলের মুখের দিকে চাহিল, মুখ-ভঙ্গিতে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমার যে অবাধ্যতার সীমা নাই! আমি তোমাকে যে ভাবে শোয়াইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ভাবে শুইয়া না থাকিয়া, কনুইএ ভর দিয়া কেন মাথা তুলিয়াছ? বুকের ব্যাণ্ডেজ আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছে, সে দিকে হুঁস নাই? অত দুরন্তপনা করিলে আমাকে ভয়ানক কড়া হইতে হইবে। দুরন্ত ছেলেদের কি করিয়া শায়েস্তা করিতে হয়, আমার তা বেশ জানা আছে।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার গাল দু'খানি পাকা আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল ; সীলকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তাহার প্রাণের হাসি চক্ষুতে তড়িৎ-প্রভার বিকাশ করিল, তাহা সে গোপন করিতে পারিল না। সে সীলের শয্যার উপর ঝুকিয়া-পড়িয়া তাহার মাথার কাছে মুখ লইয়া গিয়া কোমল স্বরে বলিল, "তুমি সারিয়া উঠ, পরমেশ্বরের নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা ছিল। তিনি চির করুণাময়, আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন নাই। তুমি মনে করিও না—আমি তোমার যন্ত্রণায় উদাসীন ছিলাম। যদি তোমার সেবা শুশ্রূষায় আমার কোনও ত্রুটি হইয়া থাকে, সে অপরাধ আমার অক্ষমতার। তুমি আমার জন্ম যাহা করিয়াছ তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। পুরুষের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু কোন নারী তাহা ভুলিতে পারে না।"

সীল কোন কথা না বলিয়া স্থির দৃষ্টিতে সোনিয়ার চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল। সোনিয়াও তাহার চক্ষু হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। সেই নীরব দৃষ্টিতে যত কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, জিহ্বা ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। সীলের চোখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া সোনিয়ার মুখ অরুণাভ হইল এবং তাহার মুখে অপরূপ লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল।

সীল ধীরে ধীরে শয্যা হইতে একখানি হাত উর্দ্ধে তুলিয়া মাথার দিকে প্রসারিত করিল, এবং সোনিয়ার করপল্লব মুঠার ভিতর আবদ্ধ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "সোনিয়া!"

সোনিয়াকে মিস্ মোয়োনফ বা কাউণ্টেস্ ভিন্ন সে আর কোন দিন এভাবে নাম ধরিয়া আহ্বান করে নাই ; নাম ধরিয়া তাহার এই প্রথম আহ্বান।

সোনিয়া হাসিল; তাহার উজ্জল চক্ষু কোমলতায় পূর্ণ হওয়ায় তাহা শরতের নির্গলিতাম্বুগর্ভ অভ্র-শুভ্র মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ আভা বিকাশ করিল।

সোনিয়া ব্রীড়া-বিকম্পিত অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ স্মিথ, বীরের প্রাপ্য পুরস্কার তুমিই লাভ করিয়াছ।"

কাপ্তেন সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ করিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আর এ বুড়োর বুঝি ব্যাগার-খাটাই সার হইল? এক যাত্রার পৃথক ফল? হায়, কি আফ্‌শোষ!"

যবনিকা